কোরআনের আয়নায়

বিম্বিত রাসুল (সঃ)

অধ্যাপক মফিজুর রহমান

কোরআনের আয়নায়

বিশ্বিত রাসুল (সঃ)

রচনায়
অধ্যাপক মফিজুর রহমান

প্রকাশনায়
কামরুল প্রকাশনী
আঞ্জুমন মার্কেট (দ্বিতীয় তলা)
১৫৫, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

www.pathagar.com

কুরআনের আয়নায়

বিম্বিত রাসুল (সঃ)

প্রকাশনায়

কামরুল প্রকাশনী

আঞ্জুমন মার্কেট (দ্বিতীয় তলা)

১৫৫, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ৬১২২৩৩ (অনুঃ)

প্রকাশকাল

প্রথম সংস্করণ প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ১৯৯১ ইং

দ্বিতীয়, বর্ধিত ও সংশোধিত সংস্করণ- সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ ইং

স্বত্ত্বাধিকারে

অধ্যাপক মফিজুর রহমান

প্রচ্ছদ

বাবুলস্ ক্রিয়েশান

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

কম্পিউটার কম্পোজ

সাইলেক্স

হোটেল ইন্টারন্যাশনাল (৪র্থ তলা)

৮, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ৬২০৮২৯

মুদ্রণে

সাগরিকা অফসেট প্রেস

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মূল্য ঃ

সাদা- ৭০ টাকা

সুইডেন- ৬০ টাকা

www.pathagar.com

উৎসর্গ

বেদনার পর বেদনা নিয়ে
যিনি ধারণ করেছিলেন জঠরে,
অসহ্য এক ব্যথা সয়েছিলেন
প্রসবের কালে; বুকের স্তন্যদান আর
অপত্য স্নেহে যিনি লালন করেছেন
আমাকে; সে পরম শ্রদ্ধেয়া 'আম্মার'
পবিত্র স্মৃতিতে
নিবেদিত-

অধ্যাপক মফিজুর রহমান

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ্ তায়ালার জন্যে সমস্ত প্রশংসা- যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। নবীজি (সঃ) এর উদ্দেশ্যে তামাম দরূদ, যার পরে আর কোন নবী নেই।

'আল্লাহর রঙে দুনিয়াকে রাঙাবার'এক স্বপ্নিল স্বপ্ন আমার হৃদয়ে বাসা বেঁধেছিল আজ থেকে অনেক দিন আগে। সে থেকে অদ্যাবধি উহা আমার হৃদয়ে ক্ষত হয়ে আছে। হায়েনাদের অত্যাচারে বেদনাক্লিষ্ট দেহে কারাগারের দুঃসহ দিনগুলিতেও সে স্বপ্নই ছিল আমার বেদনার উপসম। রোগ যন্ত্রণাকে অ.পন করে নিয়ে দুরারোগ্য রোগীরা যেমন বেঁচে থাকে তেমনি আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন রাসুল (সঃ) প্রদর্শিত পথে প্রতিষ্ঠার একটি কঠিন শপথ বুকে চেপে ধরে বিশটি বছর এ পথে জীবন কেটে গেল। দুর্গম চলার পথে প্রয়োজনের তাগিদে অনেক কথা বলতে হয়েছে লিখতে হয়েছিল কিছু কিছু। তারি মধ্য থেকে বাছাই করা প্রবন্ধের সংযোজন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে গ্রন্থের আঙ্গিকে। বন্ধুবর জনাব অধ্যাপক জামাল উদ্দীন ও জনাব সাহাব উদ্দীনের অমানুষিক পরিশ্রম ও আন্তরিকতাই এ অসাধ্যকে সাধন করেছে। তাঁদের জন্যে মা'বুদের দরবারে হাত পেতে আছি।

জ্ঞান ও অভিজ্ঞাতায় রয়েছে আমার সীমাবদ্ধতা। সহৃদয় পাঠকের নজরে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাকে জানালে বাধিত হব।

হে আল্লাহ, কৃতিত্বের সবটুকু আপনার। অক্ষমতা, অযোগ্যতা ও দূর্বলতার সবটুকু আমার। উম্মতে মুহাম্মদী (সঃ) এর হেদায়েতের জরিয়া হিসেবে আপনি মঞ্জুর করুন- আমার এ বিনীত প্রয়াস।

মফিজুর রহমান

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকালেঃ

আলহাম্‌দুলিল্লাহ।

১৯৯১ইং সালে আমার প্রবন্ধ সংকলন 'কোরআনের আয়নায়' প্রকাশিত হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে বইটি নিঃশেষ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে তরুণদের বৃহত্তম ইসলামী সংগঠন 'ছাত্রশিবির' তাদের সাথীদের পাঠ্যসূচীতে বইটি সংযোজন করে আমাকে কৃতার্থ করেছে। তাদের জ্ঞান পিপাসু ছাত্রদের মধ্যে এবং সাধারণ পাঠক ও বিদেশে কর্মরত ইসলাম প্রিয় ভাইদের মধ্যে বইটির চাহিদা দেখে আমি খুশি হয়েছি ও আল্লাহ তায়লার দরবারে শুকর আদায় করছি। আমার একান্ত স্পেহাস্পদ সাইফুর রহমান ও আমার লিখার ভক্ত পাঠক ও হৃদয়বান সমালোচক জনাব সাহাবুদ্দিন আহ্‌মদ বইটি পুনঃ প্রকাশের ব্যাপারে চিন্তা করছিলেন তীব্র ভাবে। শেষ পর্যন্ত কামরুল প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী আমার বিশেষ হিতাকাঙ্খী জনাব আবু নছর সাহেব বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে যে সহানুভূতি দেখিয়েছেন আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। সহৃদয় পাঠকদের নিকট বলতে হয়, বইটির নাম যদিও পরিবর্তন করা হয়নি তবে উহা পূর্বের চাইতে বৃহত্তর কলেবরে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের সংযোজন সহ সুন্দর প্রচ্ছদে প্রকাশিত হচ্ছে ইন্‌শাল্লাহ। আশা রাখি ইহা পূর্বের চাইতে অনেক বেশী আবেদন রাখবে। সযত্ন চেষ্টারপরও কিছু মুদ্রণ ভুল র য়ে গেল। আর ভুল থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করা দুঃসাধ্য নয় অসাধ্য এক বিষয়। এ যেন পার্থিব জগতের এক অপরিহার্য্য বাস্তবতা। পাঠক সমীপে নিবেদন, যে কোন ভুল ত্রুটি আপনাদের নজরে এলে আমাকে জানালে বাধিত হব। আমি সাহিত্যের ছাত্র হলেও আদপে সাহিত্যিক নই। আমাকে লিখতে হয়েছে প্রয়োজনের একান্ত প্রয়োজনে। এ বিনীত লিখনি যদি আল্লাহর কোন বান্দার হৃদয়ে ঈমানের উদ্দীপন, কোরানের অধ্যয়ন, সুন্নাতে রাসুলের (সঃ) অনুসরণ, হকের জিহাদে ঝান্ডা ধারণ ও শাহাদাতের অদম্য প্রেরণায় করে উজ্জীবন তবে উহা হবে সে কঠিন দিনে আমার নাজাতের উপায় যেদিন কেউ কারো জন্যে হবে না উপায়।

'হে মাবুদ। আমাকে আমাদের পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে মুক্তি দিন হিসাবের কঠিন দিনে।

رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَ لِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابِ.

বিনীত-

মফিজুর রহমান

www.pathagar.com

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	কোরআনের আয়নায় বিম্বিত রাসুল (সঃ)	৭
২।	কোরআনের একটি বিস্ময়ঃ একটি চিরন্তন মুযেজা	২০
৩।	মুক্তির একমাত্র দিশারীঃ আলকোরআন	৩১
৪।	সুন্নাতে রাসুল (সঃ)	৪৪
৫।	জিহাদ ফি'সাবিলিল্লাহ্	৫৩
৬।	ইসলাম ঃ পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন জীবন বিধান	৬৭
৭।	মুহাম্মদ (সঃ) এর আদর্শই শান্তি ও মুক্তির নিশ্চয়তা	৭২
৮।	খিলাফত ইনছান সৃষ্টির বুনিয়াদী উদ্দেশ্য	৭৭
৯।	ইসলামের দৃষ্টিতে নেতৃত্ব নির্বাচন	৮৩
১০।	তাকওয়া ঃ সমস্ত কল্যাণের উৎস	৯৫
১১।	ঈমানের জাগরণ ও শাহাদাতের উজ্জীবন	১০৩
১২।	শাহাদাত	১১১
১৩।	কাবার মালিকের কছম!	১১৫
১৪।	হজ্জে বায়তুল্লাহ্ ঃ আল্লাহর রাহে চলার একটি কঠিন শপথ	১১৯
১৫।	রাসুলুল্লাহ (সঃ) বিদায়ী ভাষণঃ মানবতার মুক্তির মহাসনদ	১৩১
১৬।	ইসলামী আন্দোলন কি, কেন ও কিভাবে?	১৩৮

www.pathagar.com

কুরআনের আয়নায় বিম্বিত রাসুল (সঃ)

মুহাম্মদ (দঃ) এর জীবন এক বিশাল ও বিস্তৃত ব্যাপার, এক মহাসাগর। মহাকবি মিল্টনের ভাষায় "Beyond less bound less and bottom less sea'. পৃথিবীর অথৈই জলরাশির একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকলেও ক্ষুদ্র একটি চামচ হাতে কেউ যদি এ জলরাশির পরিমাপ করতে চায় তবে তা হবে একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র। যদিও রাসুলুল্লাহ (সঃ) তেষট্টি বছরের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এর গভীরতা, ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি এতই বেশী যে সকল যুগের অগণন অসংখ্য মানব এবং তাদের সকল শ্রেণী, গোষ্ঠী ও রুচির প্রয়োজন মেটাতে মহানবীর একা জীবনই যথেষ্ট। নবীয়ে পাকের জীবনের এক একটি মুহূর্ত লক্ষ লক্ষ জীবনের সমন্বয়। কোন শিল্পীর তুলিতে তাঁর জীবনকে সার্থক করে তুলে ধরা বা লিখনীর আঁচড় দিয়ে তাঁকে লিপিবদ্ধ করা এক দুরূহ ব্যাপার। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সীরাতের জলসা তাঁর জীবনের উপর আলোচনার সূচনা করে চলেছে মাত্র। মানব ইতিহাসের ইনিই সবচাইতে আলোচিত ব্যক্তিত্ব। আর পৃথিবীর প্রলয়দিন পর্যন্ত তিনিই থাকবেন আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়। মানুষের জ্ঞানের দিগন্ত যতই প্রসারিত হচ্ছে নবী মুস্তাফার (সঃ) প্রয়োজন ও আলোচনা ততই বেড়ে চলেছে। নবীজির নিজের যুগে বিশ্ব তাঁকে যতটুকুন অনুভব করেছিল, আজকের বিশ্বে তিনি অনুভূত হচ্ছেন পূর্বের চাইতেও অনেক বেশী। অনাগতকালের জটিল বিশ্ব তাঁকে স্মরণ করবে, তাঁর জিকির করবে, আজকের চাইতেও অনেক বেশীভাবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কালামে যেমন বলেছেন ঃ

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

"আমি আপনার আলোচনার দিগন্তকে প্রসারিত করেছি।" (সুরাঃ আলাম্‌নাশ্‌রাহ,-৪)

❑ বিশ্বনবীর আগমন সংবাদ

বিশ্বের প্রতিটি জনপদে, সময়ের প্রতিটি অধ্যায়ে আল্লাহর বান্দাদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছেন মানবতার শিক্ষক নবী রাসুলগণ।

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

"প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছেন পথ প্রদর্শক।" (আল্- কুরআন)

তাঁরা স্বীয় জাতির কাছে তৌহিদের বাণী পৌছে দেয়ার সাথে বিশ্বনবীর আগমন বার্তাও পৌছে দিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ তামাম আসমানী কিতাবে মহানবীর (সঃ) আগমনের সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ

'নিশ্চয়ই পূর্ববর্তী সকল কিতাবে তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।' (আল- কুরআন)

এ যেন বিশ্বনবীর (সঃ) আগমনের পূর্বে সমগ্র বিশ্বের কোণে অবস্থানরত সকল শ্রেণীর ও সকল কালের মানুষের কাছে তাঁর আগমন সংবাদ পৌছে দেয়ার খোদায়ী ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

❑ বিশ্বনবীর আগমনের সময়

দুনিয়ার প্রথম মানব ও প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) থেকে সাইয়্যেদুনা ঈসা (আঃ) পর্যন্ত দীর্ঘ মানব ইতিহাসে এমন কোন একটি দিনও যায়নি যখন আল্লাহর এই পৃথিবী নবুয়তের স্পর্শ থেকে মাহরূম ছিল। কোন না কোন এলাকায় এক বা একাধিক নবী-রাসুল আল্লাহর দ্বীনের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, কিন্তু ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) থেকে সাইয়্যেদুল মুরসালীন (সঃ) এর নবুয়ত ঘোষণা পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ছয়শত বছর পৃথিবীর কোন এলাকায় কোন নবীর আগমন ঘটেনি। রাসুল (সঃ) বলেন ঃ

'আমি ও ঈসা (আঃ) এর মধ্যে কোন নবী নেই।' (বুখারী)

হযরত আদম (আঃ) এর উপর নাজিলকৃত ছহীফা থেকে ঈসার (আঃ) উপর অবতীর্ণ ইঞ্জিল পর্যন্ত হিদায়াতের সমস্ত নির্দেশিকা মানুষেরা হয় বিকৃত করেছিল নতুবা হারিয়ে গিয়েছিল মানব স্মৃতির প্রকোষ্ঠ থেকে। হিদায়াতের আর কোন আলো পৃথিবীতে বাকী থাকলোনা, সর্বগ্রাসী এক অন্ধকার ঢেকে নিল বিশ্বের সবকিছুকে। হিদায়াতের এক ফোঁটা বারিও যখন জমিনে বর্ষিত হলোনা, তখন তামাম পৃথিবীর মাটি পিপাসার্ত হয়ে পড়লো নবুয়তের আবে হায়াতের জন্য। বলা যায় এ যেন বিশ্বনবীর আগমনের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রস্তুতি। প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা আমীর আলীর ভাষায়- 'পৃথিবীর ইতিহাসে নবী আবির্ভাবের জন্য এতবেশী প্রয়োজন আর কোনদিন অনুভূত হয়নি'। আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ -

(سورة المائدة – ١٩)

"দীর্ঘদিন নবী ও রাসুল থেকে দুনিয়াকে খালি রেখে অবশেষে আমার পক্ষ থেকে এমন একজন রাসুল আসলেন যিনি তোমাদেরকে সবকিছু বলবেন, পাছে তোমরা বলতে না পারো যে, আমাদের কাছে তো কোন সুসংবাদ দানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী আসেন নি। অতঃপর নিশ্চয় আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য বাশীর ও নাজীর এসেছেন।"

(সুরাঃ মায়িদা-১৯)

❑ বিশ্বনবীর আগমন স্থান

কেউ নিজের ইচ্ছায় কোথাও জন্মগ্রহণ করেন না। কে কোথায় কোন্ সময় জন্ম নেবে তা খোদায়ী ব্যবস্থাপনারই অংশ। আল্লাহতায়ালা বিশ্বনবীর (সঃ) আগমনের জন্য এমন ভূখণ্ডকেই বাছাই করলেন যা গোটা দুনিয়ার প্রায় কেন্দ্রস্থল। যেখানে অবস্থিত ছিল বিশ্বসভ্যতার সূতিকাগার। হাজার হাজার বছর থেকে এ নগরী ছিল বিশ্বমানবের মহামিলনের কেন্দ্র ঃ

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ

(سورة اٰل عمران – ٩٦)

www.pathagar.com

"নিশ্চয়ই মানুষের জন্য প্রথম যে গৃহ নির্মিত হয়েছে তা মককায় অবস্থিত, যা পবিত্র ও বিশ্ব জাহানের হিদায়াতের মারকাজ।" (সুরাঃ আলে ইমরান)

নবীজি (সঃ) ছিলেন এ নগরীর বাসিন্দা। আল্লাহতায়ালা কসম করে বলেছেনঃ

لَا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ - (سورة البلد ٢-١)

"শপথ এ মক্কা নগরীর, আপনিতো এ নগরীর বাসিন্দা।" (সুরাঃ বালাদ- ১-২)

ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়াও ভৌগলিক দৃষ্টিতে বিশ্বনবীর আগমনের জন্য এ নগরীই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এটা ছিল এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সংগমস্থল। তিনটা মহাদেশের জনপদের সাথে যোগাযোগের সুবিধা ছিল প্রচুর। মক্কার প্ল্যাটফরম থেকে কোন আওয়াজ ধ্বনিত হলে বিশ্বের কোণে কোণে তা পৌছে যাওয়া সহজ।

❑ যে জনপদে তাঁর আগমন

বৃক্ষলতাশূন্য বালুকাময় পাথরের পাহাড় ঘেরা মরুভূমির বেদুইনদের মাঝে নবীজি এলেন। যারা ছিল দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লড়াকু; উদ্দেশ্যের জন্য জীবনদান এদের জন্য একেবারেই সহজ। প্রতিকূল পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করতে হয় বলে এরা ছিল কঠোর কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী, আরাম ও আয়েশের সাথে ছিলনা এদের আজন্ম পরিচয়, আবার এরা ছিল খুবই অতিথিপরায়ণ, পিতার ঘাতককেও যদি এরা একবার আশ্রয় দিয়ে ফেলে জীবন দিয়ে হলেও তার জীবন বাঁচায়। এরা চির স্বাধীন, পরাধীনতার শৃংখল পরার আগে এরা পান করে মৃত্যুর শরাব। বিদ্রোহী কবি এদের চরিত্র এঁকেছেন এই বলে -'সাহারায় এরা ধুঁকে মরে, তবু পরেনা শিকল পদ্ধতির'। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হিট্টি মন্তব্য করেছেন- 'শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এরা আধিপত্যবাদের শিকল থেকে ছিল চির আজাদ'। নিজেদের কুফুরীর উপর এরা ছিল কঠোর এবং আপোষহীন। আল্লাহ এদের সম্পর্কে বলেন ঃ

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا - (سورة توبة - ٩٧)

"বেদুইনেরা, এদের কুফুরী ও নিফাকের উপর অত্যন্ত কঠোর।" (সুরাঃ তওবা- ৯৭)

বিশ্বনবী (সঃ) পয়গামকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত জাহেলিয়াতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে পৌছে দেয়ার জন্য জীবনের যে ঝুঁকি নেয়া প্রয়োজন, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রয়োজন যে বেপরোয়া মানসিকতার, আরাম-আয়েশকে পদাঘাত করার জন্য প্রয়োজন যে জঙ্গী চেতনার এবং ব্যক্তির চাইতেও দলীয় স্বার্থে ত্যাগের যে অনুভূতি, উহা এ আরব বেদুইনদের জীবনে বিকশিত ছিল ষোলকলায়; যাদেরকে আল্লাহ্ বাছাই করলেন বিশ্বনবীর (সঃ) সাহাবী হওয়ার জন্য। ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ

اِخْتَارَهُمُ اللّٰهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهٖ لِاِقَامَةِ دِيْنِهٖ -

"আল্লাহতায়ালা তাঁদেরকে (সাহাবীদেরকে) বাছাই করেছেন বিশ্বনবীর সাথী হওয়ার জন্য এবং তাঁরই দ্বীন কায়েমের লড়াইয়ের জন্য।" (আল হাদীস)

www.pathagar.com

বিশ্বনবীকে এমন এক জনপদে পাঠানো হলো সাহিত্য চর্চা ছিল যাদের নেশা। তাদের কথাবার্তায়, বক্তৃতা, আলোচনায়, সাহিত্য সৃষ্টিতে আরবী ভাষার যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল, আজও তা নজিরবিহীন। তাদের সাহিত্যে ব্যবহৃত অলংকার. রচনাশৈলী, শব্দচয়নের যে অত্যাশ্চর্য নৈপুণ্য তা অধুনা সাহিত্যের এ উৎকর্ষতার যুগেও যে কোন সাহিত্যিককে হতবাক না করে পারে না। আল্লাহর কুরআনও তাদের এ যোগ্যতাকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন ঃ

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا - سورة بقرة اية - ٢٤

"(সাহিত্যে এত পারদর্শী হয়েও) যদি তোমরা (এ কুরআনের মত রচনা করতে) না পার, তবে তা আর কক্ষনো পারবে না।" (সুরাঃ বাকারা-২৪)

❑ নবুয়ত পূর্ব মহানবীর (দঃ) জীবন

জন্ম থেকে জীবনের একটি দীর্ঘ সময় নবীজি মক্কার জাহেলিয়াত অধ্যুষিত জনপদে বসবাস করেছেন। তিনি সে সমাজের বাসিন্দা ছিলেন, যেখানে গুমরাহী পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত ছিল। সে ছিল এক গভীর অন্ধকার, অমাবশ্যার কালো রজনীর অন্ধকার, যা ছেয়ে নিয়েছিল ঐ জনপদের জীবনধারার সমস্ত অঙ্গনকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছিল চরম অস্থিরতার নৈরাজ্য, অর্থনীতিতে সুদের নির্মম শোষণ, নৈতিক অবক্ষয়ের এমন এক চরম অবস্থা বিরাজ করছিল, শরাব, নারী ও যুদ্ধ যাদের অস্থিমজ্জায় মিশে গিয়েছিল। তারা দাঁড়িয়েছিল ধ্বংসের বেলাভূমিতে এসে। আল্লাহর ভাষায় ঃ

وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا (ال عمران - ١٠٣)

"তোমরা আগুনে ভরা এক গভীর গর্তের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলে, আল্লাহ তোমাদেরকে উহা থেকে রক্ষা করলেন।"(সুরাঃ আলে ইমরান-১০৩)

ইতিহাসের এ বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে নির্যাতিত মানবতার মুক্তির জন্যে প্রায় সতের বছর বয়সে-

১। দেশে শান্তি -শৃংখলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা
২। মজলুমের সাহায্য
৩। অত্যাচারীকে বাধা প্রদান
৪। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন এবং
৫। বিদেশীদের ধন প্রাণ ও ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান-

এই পাঁচ দফা মূলনীতির উপর আরব যুবকদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন 'হিলফুল ফুজুল' সংগঠন। কিন্তু প্রায় তেইশটি বছর, অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়েও জাহেলিয়াতের প্রচণ্ড সয়লাব সার্থকভাবে ঠেকানো গেলোনা। অতপর তিনি ধ্যানস্থ হলেন হেরা গুহায়। মানব সমস্যার জটিল গ্রন্থি উন্মোচনে, নিপীড়িত মানবতার মুক্তির অন্বেষায় তিনি এত অস্থির হয়ে পড়লেন যে, চিন্তার ভারী বোঝা যেন তাঁর পাঁজর ভেঙ্গে দিচ্ছিল। অতপর তাঁর উপর বিচ্ছুরিত হলো হিদায়াতের আলো এবং তিনি সমাধান খুঁজে পেলেন।

www.pathagar.com

আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ـ (سورة الم نشرح لك ٣ -١)

"আমি কি আপনার বক্ষ প্রশস্ত করে দেইনি? এবং আপনার উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে নিয়েছি, যা আপনার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল।" (সুরাঃ আলামনাশরাহ্- ১-৩)

❑ রাসুল মুহাম্মদ (সঃ)

ওহি প্রাপ্তির পর অর্থাৎ আলকুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর মুহাম্মদ (দঃ) লোকদের নিকট নিজের পরিচয় দিলেন আল্লাহর রাসুল হিসেবে। কুরআন এই বলে তাঁকে পরিচয় দিতে বললেন ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا (اعراف ـ ١٥٨)

"বলুন, হে মানব সম্প্রদায় আমি তোমাদের সকলের জন্য রাসুল হয়ে এসেছি।"

(সুরাঃ আ'রাফ-১৫৮)

'রিসালত' একটি গুরুদায়িত্বের নাম। এ দায়িত্বের জন্য আল্লাহতায়ালা বান্দাদের মধ্য থেকে যাঁকে ইচ্ছা তাঁকে বাছাই করেন। এ এমন এক মর্যাদা আল্লাহতায়ালার পর সৃষ্টির জন্য আর কোন মর্যাদা এর সাথে তুলনা হতে পারেনা। কারো জন্য এ বিশেষণ ব্যবহৃত হওয়ার পর আর সমস্ত বিশেষণ তাঁর জন্য বাহুল্য হয়ে যায়। সাধনা করে জ্ঞানী, দার্শনিক, গবেষক কিংবা অলি, পীর, বুজুর্গ ইত্যাদি হওয়া যায়। কিন্তু রিসালতের এ দুর্লভ মর্যাদা অর্জন করা যায় না -"আল্লাহতায়ালাই ভাল জানেন কাকে তিনি রিসালতের মর্যাদায় আসীন করবেন।" আল- কোরআন

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ـ (سورة الأنعام)

❑ মানব রাসুল (সঃ)

মানুষের হিদায়াতের প্রয়োজনে 'রিসালত' দেয়ার জন্য আল্লাহতায়ালা সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানব জাতিকেই বাছাই করেছেন। আল্লাহ নিজেই সাক্ষী মানব ছাড়া আর কোন সম্প্রদায় থেকে রাসুল আসেনি। কুরআন বলেছে ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ـ (سورة انبياء ـ ٧)

"আর হে নবী আপনার পূর্বে তো মানুষ ছাড়া আর কাউকেও রাসুল করে পাঠাইনি এবং অহিও নাজিল করিনি। অতএব তোমরা যদি না জানো তবে জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞাসা করে এ বিষয়ে জেনে নাও।" (সুরাঃ আম্বিয়া-৭)

www.pathagar.com

পূর্বের আম্বিয়ায়ে কেরামের মতো আখেরী নবী মুহাম্মদ (সঃ)ও ইন্সান ছাড়া আর কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তবে তিনি ছিলেন ইনসানে কামিল। অপূর্ণতা যাঁর জীবনকে স্পর্শ করেনি। আপনজনেরা অতি নিকট থেকে, লক্ষ সাহাবী সতর্কতার সাথে, দুশমনেরা সমালোচনার দৃষ্টিতে যাঁর জীবনকে তন্ন তন্ন করে দেখেছে, দেড় হাজার বছর ধরে অনুসন্ধান চলার পরও আখলাকে মুহাম্মদী (সঃ)-এর উপর আজ পর্যন্ত কোন কালো দাগের আঁচড় কেউ দিতে পারেনি। আর উহা কস্মিনকালেও সম্ভব নহে। আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন ঃ

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ـ (سورة القلم – ٤)

"নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।" (সুরাঃ আলক্বালাম-৪)

কিন্তু তিনি যে মানব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, এটা এমন সত্য, যেমন তাঁর রিসালত সত্য। আল্লাহতায়ালা এ বিষয়ে তাঁর পরিচয় দিয়ে বলেছেন ঃ

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلاً ـ (بنى اسرئيل ـ ٩٣)

"বলুন, আল্লাহতায়ালা অতীব পবিত্র, আর আমিতো একজন মানব রাসুল বৈ আর কিছু নই।" (সুরাঃ বনী ইসরাইল-৯৩)

যদি জমিনে মানব না হয়ে নূরের তৈরী ফেরেস্তারা বসবাস করতেন তবে তাঁদের জন্য রাসুল নুরের তৈরী ফেরেস্তা আসাটাই যুক্তিসঙ্গত হতো। যেমন আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ

قُلْ لَوْكَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰئِكَةٌ يَمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُوْلاً ـ (سورة بنى اسرئيل ـ ٩٥)

"বলুন, যদি পৃথিবীর বুকে ফেরেস্তারাই নির্বিঘ্নে চলাফিরা করতো, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের জন্য আসমান থেকে একজন ফেরেস্তা রাসুলই পাঠাতাম।" (সুরাঃ বনী ইসরাইল-৯৫)

❑ রিসালতে মুহাম্মদীর (সঃ) বিশেষ মর্যাদা

যদিও সকল নবী ও রাসুলগণ আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁদের দায়িত্ব ও মর্যাদা সহ সকলের উপর রয়েছে আমাদের পূর্ণ ঈমান। নবী ও রাসুল হিসাবে তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করা অন্যায়। এ ব্যাপারে মু'মীনদের বক্তব্য কি হওয়া উচিত কুরআন সে বিষয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ

لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُّسُلِهٖ ـ بقرة ـ ٢٨٥

"আল্লাহর রাসুলদের মধ্যে কারো সাথে আমরা পার্থক্য করিনা।" (সুরাঃ বাকারা-২৫৩)

তবে দায়িত্বের ব্যাপকতায় ও অন্যান্য বিষয়ে একই শ্রেণীভুক্ত হওয়া সত্বেও মর্যাদার তারতম্য রয়েছে। এ ব্যাপারে কালামুল্লাহ্ শরীফের বক্তব্য হচ্ছেঃ

www.pathagar.com

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ (البقرة)

"এরা হচ্ছেন রাসূলগণ, যাঁদেরকে একের উপর অন্যকে মর্যাদা দিয়েছি।" (বাকারা-২৫৩)

ক. নবুয়তের সার্বজনীনতা

সমস্ত নবী ও রাসুলগণ এসেছিলেন কোন বিশেষ জাতির জন্যে নির্দিষ্ট একটি সময়ের এবং বিশেষ এলাকার জন্য। তাঁদের সকলের নবুয়ত বা রিসালত সকল দিক দিয়ে সীমিত। কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) এর রিসালাতের নেই কোন চিহ্নিত সীমানা। পৃথিবীর যেই এলাকা মানবজ্ঞানের অগোচরে উহাও রাসুলে পাকের রিসালাতের ময়দান। বিশেষ কোন ভাষাভাষী বা কাওমের জন্য তিনি রাসুল নন, তিনি প্রেরিত হয়েছেন সকল বর্ণের ও সকল ভাষার বনীআদমের জন্য ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا - (سبا- ٢٨)

"আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য বাশীর ও নাজীর করে পাঠানো হয়েছে।" (সাবা-২৮)

খ. রাসূল (সঃ) এর মুযেজা চিরন্তন

যাদেরকে আল্লাহতায়ালা নবুয়তের জন্য বাছাই করেন, তাঁদের প্রত্যেকের সাথে ছিল নবুয়তের দলিল। মুযেজা নবুয়তের জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত। কুরআন এ বিষয়ে বলেছে ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ - (الحديد - ٢٥)

"নিশ্চয় আমি রাসুলদের পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট দলিলসহ।"(সুরাঃ হাদিদ-২৫)

সকল নবী রাসুলদেরই মুযেজা ছিল। তবে তা তাঁদের জীবনের সাথেই সম্পৃক্ত। যেমন মুসার (আঃ) লাঠি। উহা তিনি ছাড়া আর কেউ জমিনে নিক্ষেপ করলে তা সর্প হয়ে মুযেজা প্রকাশ পেতোনা। আজ তিনিও নেই তাঁর নবুয়তের দলিলও নেই।

অপরদিকে তাঁদের আনীত কিতাব, তাঁদের পূত পবিত্র সীরাত কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম মুহাম্মদ (সঃ)। এ উম্মি নবীর নবুয়তের মুযেজা ছিল বিজ্ঞানময় কুরআন। যা আজো দুনিয়ার বিকশিত সাহিত্য, কলা, দর্শন ও বিজ্ঞানের তামাম জ্ঞানকে পরাভূত করে তাঁর মুযেজা অক্ষুণ্ন রেখেছে। দেড় হাজার বছর পরেও এই কিতাব পূর্বের চাইতে আরো উজ্জ্বল্য নিয়ে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় হিদায়াতের দলিল হয়ে বেঁচে আছে এবং বেঁচে থাকবে পৃথিবীর প্রলয়েরও পর। এই কুরআন পাকই মুহাম্মদ (সঃ) এর রিসালতের পয়গামকে বয়ে নিয়ে যাবে কাল থেকে কালান্তরে। যার উপর ধ্বংসশীল জমানার বা পরিবর্তনের কোন প্রভাবতো দূরের কথা বরং 'জমানা' ও 'পরিবর্তন' নিজেই এই কিতাবের প্রভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে লেখনীর শেষ চিহ্নটুকুও যদি মুছে যায়, তবে এ কুরআন বহনকারী রাসুলকে কুরআনই বহন করে নিয়ে যাবে অনাগতকালের মানবজাতির কাছে।

www.pathagar.com

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ (الحجر)

"নিশ্চয় কুরআনকে আমিই নাজিল করেছি এবং এর হিফাজতের দায়িত্বও আমার।"

(সূরাঃ হজ্ব)

❑ তিনিই নবুয়ত সমাপ্তকারী

অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমে আল্লাহতায়লা নবুয়তের যে ধারা জারী রেখেছিলেন, আর মুহাম্মদকে (সঃ) দিয়ে আল্লাহতায়ালা নবুয়তের সে সিলসিলা খতম করে দিয়েছেন। আল্লাহতায়ালা তাঁর জবানে বলেন ঃ

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ (احزاب - ٤٠)

"বরং তিনি আল্লাহর রাসুল, আর নবুয়তের পরিসমাপ্তকারী।" (সুরাঃ আহযাব-৪০)

তিনি শুধু নবুয়ত খতমকারী নন, তিনি নবী আসার কারণও খতম করে দিয়েছেন। তাঁর উপর অবতীর্ণ হিদায়াতের আখেরী কিতাব তামাম আসমানী কিতাবকে মান্‌ছুখ করে দিয়েছেন। তাঁর আগমন সমস্ত নবীদের নবুয়তের কার্যকারিতাও রহিত করে দিয়েছেন এবং তাঁর আগমনে আল্লাহতায়লা পৃথিবীর মাটিকে অন্য কারো নবুয়তের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। ইহাই হুজুরে পাক (সঃ) এর নবুয়তের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য মর্যাদা।

❑ রিসালতে মুহাম্মদীর (সঃ) দায়িত্ব

পূর্বেকার সকল নবী রাসুলদের যে দায়িত্ব ছিল, বিশ্বনবীর (দঃ) এর উপর একই দায়িত্ব ছিল, তবে উহা ছিল আরো বিস্তৃত ও ব্যাপক।

ক. দাওয়াত

দাওয়াতে ইলাহী পেশ করা তথা ইসলামের আহবান পৌঁছে দেয়া নবুয়তের প্রথম দায়িত্ব। আম্বিয়ায়ে কিরামগণ নিজ নিজ কাওমের নিকট দ্বীনের এ দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। কুরআনে হাকীম নবীজির (সঃ) এ দায়িত্ব সম্পর্কে বলেনঃ

يَاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاأُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ، وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ (المائده - ٦٧)

"হে রাসুল আপনার প্রতিপালক যা আপনার উপর অবতীর্ণ করেছেন, উহা মানব জাতির কাছে পৌঁছে দিন, যদি এ দায়িত্ব পালন না করেন তবে তাঁর রিসালতের দায়িত্বই আর পালন হলোনা।" (সুরাঃ মায়িদা-৬৭)

খ. তা'লিম ও তাজকিয়া

তাঁর দায়িত্ব ছিল একদল মানুষকে কুরআনের তা'লিম দেয়া, তাদের জীবনকে কুরআনের আলোকে পরিশুদ্ধ করা ও বিশ্বময় কুরআনী বিপ্লব সৃষ্টির কৌশল শিক্ষা দেয়া।

www.pathagar.com

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْبَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (مائده - ١٦٤)

'মু'মীনদের উপর আল্লাহর বড়ই অনুগ্রহ এই যে, তিনি তাদের মধ্যে থেকে একজনকে রিসালতের দায়িত্ব দিয়েছেন। যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পেশ করেন, তাদের জীবনকে পরিচ্ছন্ন করেন, তাদেরকে কিতাব ও কৌশল শিক্ষা দেন, যে বিষয়ে তারা ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট গুমরাহীর অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিল। (সুরাঃ আলে ইমরান-১৬৪)

গ. চূড়ান্ত বিপ্লব

রিসালতের মৌলিক দায়িত্ব হলো এক বিপ্লব সৃষ্টি। যে সর্বগ্রাসী ইনকিলাব জাহেলিয়াতের যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত শোষণ ও নিপীড়নের কায়েমী ব্যবস্থাপনার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানবে, আর লণ্ডভণ্ড করে দেবে এর সকল কিছুকে। অতঃপর এর ধ্বংসস্তূপের উপর খোদায়ী নীলনক্সায় আরেকটি নতুন বিশ্বসৃষ্টির সূচনা করবে।

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا (الفتح - ٢٧)

'তিনিই সে সত্তা, যিনি তাঁর রাসুলকে হিদায়াত ও সত্যদ্বীনসহকারে পাঠিয়েছেন, যাতে সকল বাতিল মানব রচিত বিধানের উপর দ্বীনকে বিজয়ী করে দিতে পারেন। এ ব্যাপারে আল্লাহর সাক্ষীই যথেষ্ট।' (সুরাঃ ফাতাহ-২৮)

এ দায়িত্ব পালনের তাগিদে আখেরী নবী (সঃ) 'যাজীরাতুল আরবের' ময়দান থেকে এক প্রলয়ংকরী বিপ্লবের আওয়াজ দিলেন, যা জাহেলিয়াতের বধির কর্ণে জ্বালাপালা সৃষ্টি করে দিল, ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেলো রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের তখ্‌তে তাউস। ঐতিহাসিক 'গীবন' সুন্দর মন্তব্য করেছেন, 'যে বিপ্লব বিশ্ব ইতিহাসের সমস্ত বিপ্লবের অন্তরাত্মা প্রকম্পিত করে দিয়েছে।'

❑ হুব্বে রাসুল (সঃ)

রাসুলের (সঃ) প্রতি মায়া, তাঁর ইজ্জত ও মর্যাদাবোধ হৃদয়ে পোষণ করা মু'মীনদের ঈমানেরই দাবী। যে হৃদয়ে নবীজির (সঃ) প্রতি সম্মানবোধ নেই, মায়া ও অনুভূতির দৈন্যতা রয়েছে, উহাতে ঈমানের অস্তিত্ব থাকতে পারেনা। শুধু সম্মানের অনুভূতিই যথেষ্ট নয়, বরং মু'মীনেরা তাদের স্বীয় জীবনের সঞ্চিত ধন-সম্পদ, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সবকিছুর উপর আল্লাহর রাসুলকে অগ্রাধিকার দেবে। ইহা নবীর (সঃ) প্রতি ভালবাসারই দাবী। এ ক্ষেত্রে কুরআনের বক্তব্য সুস্পষ্ট ঃ

www.pathagar.com

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ (احزاب - ٦)

'নিশ্চয়ই মু'মীনদের নিকট নবী তাদের স্বীয় জীবনের চাইতেও বেশী মর্যাদার দাবীদার।'
এ বিষয়ে স্বয়ং নবীজির (দঃ) উক্তিও স্মরণযোগ্য ঃ

لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسُ اَجْمَعِيْنَ (بخارى ، مسلم)

"তোমাদের মধ্যে কেহই মু'মীন হবেনা, যতক্ষণ না একমাত্র আমিই তার কাছে তার জীবন, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা এবং দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় না হই।' (বুখারী ও মুসলিম)

হুব্বে রাসুলের (সঃ) তাৎপর্য হলো রাসুলের (সঃ) সুন্নাহর প্রতি ভালবাসা। রাসুলুল্লাহর (সঃ) সুন্নাতের অনুসরণে উদাসিনতা আর তার ভালবাসার দাবী নিছক একটি আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। এ প্রসঙ্গে রাসুলের (সঃ) বক্তব্য প্রণিধানযোগ্যঃ

مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِىْ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ -

"যে আমার সুন্নাহকে ভালবাস্‌লো সে যেন আমাকেই ভালবাসলো"।

আরো একটা কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মুহাম্মদ (সঃ) এর 'রিসালত নিরপেক্ষ' হয়ে নিছক হুব্বে মুহাম্মদ (সঃ) নাজাতের কারণ হতে পারেনা। এ সত্য কারো কাছে অজানা নয় যে, আবু তালেব মুহাম্মদ (সঃ) এর রিসালতের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থেকে হুব্বে মুহাম্মদের (সঃ) যে নজীর 'শেবে আবু তালেবে'র গিরিগুহায় রেখেছেন তা একটি বিরল দৃষ্টান্ত। এত কষ্ট, নির্যাতন, সামাজিক বয়কট শুধু মুহাম্মদের (সঃ) জন্যই স্বীকার করলেন, অথচ তাঁর রিসালতের ব্যাপারে রইলেন সম্পূর্ণ নির্বিকার। এই রিসালত নিরপেক্ষ 'হুব্বে মুহাম্মদ' (সঃ) আবু তালেবের মুক্তির কারণ হতে পারেনা।

❑ ইত্তেবায়ে রাসুল (সঃ)

আমার মতে আজকের মুসলিম মিল্লাতের দুর্যোগের কারণ ও ইহা থেকে মুক্তি লাভ রাসুলুল্লাহর (সঃ) ইত্তেবা বা অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। ইত্তেবায়ে রাসুলের (সঃ) অর্থ রাসুলের (সঃ) আখলাকের হুবহু অনুসরণ। নবী করীম (সঃ) এর অনুসরণের ক্ষেত্রে আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা বা দুনিয়ার প্রচলিত নিয়মনীতি ও পরিস্থিতির কোন দোহাই পেশ করা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। তাঁর অনুসরণ জীবনের কোন একটি অংশে সীমিত নয়, নয় জীবনের কোন একটি ক্ষেত্রে বরং প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি বিষয়ে তিনিই একমাত্র অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। তাঁর মুকাবিলায় কোন বুজর্গকে পেশ করা ধৃষ্টতার নামান্তর। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ

www.pathagar.com

وَالَّذِیْ نَفْسُ مُحَمَّدٌ بِيَدِلَوْبَدَءَ لَكُمْ مُوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِىْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ (مسند احمد)

'ঐ আল্লাহর কসম্ যাঁর হাতে মুহাম্মদের (সঃ) জীবন, আজকে যদি তৌরাত বহনকারী নবী মুসা (আঃ) আবির্ভূত হতেন, আর তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে তাঁর ইত্তেবা করতে, তবে নিশ্চয়ই তোমরা হিদায়াতের পথ থেকে গুমরাহ্ হয়ে যেতে'। (মোসনাদে আহমদ)

এ থেকে সুস্পষ্ট যে তাঁর ইত্তেবা বা অনুসরণের ক্ষেত্রে জামানার কোন অলি বা বুজর্গ অথবা সম্মানিত কোন মুরুব্বী বা আকাবেরকে পেশ করার তো প্রশ্নই উঠেনা, যেখানে পূর্বেকার নবীদের পর্যন্তও ইত্তেবা করার কোন অবকাশ নাই। রাসূলুল্লাহকে (সঃ) অনুসরণের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আমাদের কাছে উত্তম আদর্শ। রাসুলের (সঃ) রিসালতের উপর ঈমান আনার পর তাঁকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন শর্ত, কোন যুক্তি বা বুদ্ধির প্রয়োগ প্রকারান্তরে রিসালত অস্বীকারেরই নামান্তর। এ অন্ধ ইত্তেবা শুধু রাসুলের (সঃ) এর জন্যেই। আর সকল ক্ষেত্রে সকল প্রকার আনুগত্য ও অনুসরণ রাসূল (সঃ) এর আনুগত্যেরই শর্তাধীন। এ ক্ষেত্রে কুরআনের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

مَاآتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَانَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ـ (الحشر ـ ٧)

'রাসুল তোমাদের জন্য যা এনেছেন, বিনা শর্তে তাহাই তোমরা গ্রহণ করো, আর উহা থেকে বিরত থাকো রাসুল (সঃ) তোমাদেরকে যা নিষেধ করেছেন।' (সুরাঃ হাসর-৭)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর আনীত ব্যবস্থাকে বা কোন বিষয়ে আল্লাহর রাসুলের (সঃ) ফয়সালাকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যারা ইতস্ততায় থাকে বা সম্পূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে গ্রহণ করেনা, আল্লাহতায়ালা সে সমস্ত দাবীদার মুসলমানদের ঈমানের দাবীকে অস্বীকার করেছেন ঃ

فَلَاوَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ (النساء ـ ٦٥)

-'না, হে রাসুল (সঃ) আপনার খোদার কসম, তাঁরা কিছুতেই মু'মীন হতে পারেনা, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের বিষয় ও ব্যাপারসমূহে আপনাকে বিচারপতি মেনে নেবে, অতঃপর আপনার দেয়া ফয়সালা সম্পর্কে তারা নিজেদের অন্তরে রাখবেনা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ বরং উহার সম্মুখেই নিজেদেরকে সোপর্দ করে দেবে পরিপূর্ণ আস্থা ও এতমিনানের সহিত।' (সূরাঃ নেসা-৬০)

www.pathagar.com

❑ রিসালতে মুহাম্মদীর (সঃ) নুসরাত বা সাহায্য

মুহাম্মদ (সঃ) এর রিসালত চিরঞ্জীব। পৃথিবীর প্রলয়দিন পর্যন্ত তাঁর নবুয়ত থাকবে। অথচ তিনি এত দীর্ঘ হায়াত নিয়ে এ পৃথিবীতে আসেননি। কোন নবী রাসুলকে আল্লাহতায়ালা এমনভাবে সৃষ্টি করেননি যে তাঁদের আহার বিহারের প্রয়োজন হতোনা অথবা তাঁরা বেঁচে থাকবেন অনন্তকালে ধরে। যেমন কুরআনে পাকে রয়েছে ঃ

وَمَاجَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّايَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ـ

"তাদেরকে আমি এমন কোন দেহ দেইনি যে তাঁদেরকে খেতে হতোনা, অথবা তাঁরা বেঁচে থাকবেন চিরকাল ধরে"। (সুরাঃ আম্বিয়া- ৮)

হুজুরে পাক (সঃ) এর ওফাতের পর আগামী দিনের পৃথিবীর কাছে মুহাম্মদ (সঃ) এর নবুয়তের মিশনকে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব উম্মতে মুহাম্মদীর (সঃ) উপর। এই দায়িত্বের কারণেই উম্মতে মুহাম্মদীকে (সঃ) শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে অপরাপর উম্মতগণের উপর। যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার ময়দানে নবীজি (সঃ) তিল্ তিল্ করে ব্যয় করলেন তাঁর নবুয়তী জীবন, হাজারো জুলুম নির্যাতন ভোগ করলেন অকাতরে। বরদাশত করলেন অগণিত সাহাবীর শাহাদাতের বেদনা। সেই দ্বীনে হক্‌কে বিজয়ী করার জন্য যদি আমরা নবী পাকের উম্মত হিসাবে সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত থাকি, এরই জন্য উজাড় করে দিতে পারি আমাদের সমূহ সহায় সম্পদ, দুর্গম পথের সমস্ত নির্মমতা-নিষ্ঠুরতাকে অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণে সাহসী হই, বিলিয়ে দিতে পারি এ পথে জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু আর দ্বীনে মুহাম্মদীকে (সঃ) বিকৃত করার তামাম চক্রান্তকে জীবন দিয়ে রুখতে পারি, তবে নিঃসন্দেহে উহাই হবে রিসালতে মুহাম্মদী (সঃ) এর উপর সবচেয়ে বড় নুসরাত বা সাহায্য। আল্লাহতায়ালা অবশ্যই বেহেস্তে দেয়ার আগে তাঁর বান্দাদের দেখে নেবেন যে, তাঁর দ্বীনের ময়দানে কারা নবীজির সাহায্যকারী ছিলেনঃ

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ

(حديد –٢٥)

'নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা অদৃশ্য থেকে দেখে নেবেন, তোমাদের মধ্যে কারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে সাহায্য করেছিলে দ্বীনের ময়দানে; নিশ্চয় তিনি মহাশক্তিধর ও পরাক্রমশালী।" (সুরাঃ হাদীদ-২৫)

আমরা যদি রাসুলুল্লাহর (সঃ) রিসালতকে সাহায্য করতে এগিয়ে না আসি, তবে আল্লাহতায়ালা তাঁর দ্বীনের প্রয়োজনে সাহায্য করার যোগ্যতা সম্পন্ন জাতিকে আমাদের স্থলে হাজির করবেন। আর আমরা এ দায়িত্বের জন্য অযোগ্য প্রমাণিত হবো এবং তারই পরিণামে দুনিয়ার জীবনে আমাদের জন্য থাকবে পরাধীনতার আজাব আর পরকালে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি। কুরআন এ বিষয় ঘোষণা করছে ঃ

اِلَّاتَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا

www.pathagar.com

تَضُرُّوْهُ شَيْئًا وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ (توبة - ٣٩)

'যদি তোমরা নবীর সহযোগিতায় বের না হও, তবে তোমাদের জন্য রয়েছে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি। আর তোমাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হবে বিজাতীয় সম্প্রদায়কে। তোমরা আল্লাহর দ্বীনের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা; আল্লাহর ক্ষমতা তামাম সৃষ্টির উপর ক্রিয়াশীল।' (সুরাঃ তওবা-৩৯)

নুসরাতে রিসালতের ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর পয়গম্বরকে আরো আশ্বাস দিয়ে বলেন ঃ

اَلاَ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰه - توبة ٤٠

'যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না কর, তবে তাঁর সাহায্যের জন্য একা আল্লাহই যথেষ্ট।'

(সুরাঃ তওবা-৪০)

❑ পরিশেষে

উপসংহারে বলতে চাই আজকের বিশ্বে ইসলামের অবশ্যম্ভাবী বিজয় ঠেকানোর লক্ষ্যে মুহাম্মদকে (সঃ) নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির যে অপচেষ্টা চলছে। আমাদের বুঝতে হবে এ আঘাত ইসলামের মূল বুনিয়াদের উপর। তাই বক্ষ্যমান নিবন্ধে আমি পেশ করতে চেয়েছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) কোন দার্শনিকের কল্পনার বিলাস নন, নাম পরিচয়হীন কোন আলোচকের আবিষ্কৃত কাহিনী নন, কিংবা নেশাগ্রস্ত কোন সাহিত্যিকের কাব্য-কসিদার প্রলাপ নন, অথবা নন দিশেহারা কোন ঐতিহাসিকের দায়িত্বহীন মন্তব্য। আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ - (ال عمران -١٤٤)

'না তিনি রাসুল ছাড়া আর কিছু নন'। (সুরাঃ আলে ইমরান-১৪৪)

তাঁর পুত-পবিত্র জীবন চরিত্র জানতে হলে আমাদেরকে বিচরণ করতে হবে বিশুদ্ধ হাদিসের বিস্তীর্ণ কাননে। নবী মুস্তাফাকে (সঃ) তাঁর পূর্ণ অবয়বে দেখতে চাইলে উহার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে আল্লাহ্‌র আযেরী কিতাবে যে অমর কিতাব তাঁকে বক্ষে ধারণ করে রয়েছে- যার ছত্রে ছত্রে নূরে মুহাম্মদী (সঃ) বিম্বিত হয়েছে।

www.pathagar.com

‘কোরআন’ একটি বিস্ময় ঃ একটি চিরন্তন মুযেজা

আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালার পক্ষ থেকে আখেরী রাসুল (সঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবটি কোরআনে পাক, যা নবীজী (সঃ) এর নবুয়তী হায়াতের ২৩ বছরে নাযিল হয়েছে। এ কিতাবটির নাম, নাযিলের ভাষা, বিষয়বস্তু সব কিছুই অভিনব ও অত্যাশ্চর্য।

কোরআন শব্দটি (কারউন) শব্দ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর ধাতুগত অর্থ দুটো। এক হলো জমা করা। এর তাৎপর্য হচ্ছে এ কিতাবের মধ্যে অতীতের সমস্ত আসমানী কিতাবের মূল শিক্ষা একত্রিত হয়েছে। এর মধ্যেই পৃথিবীর প্রলয় দিন অবধি মানব জাতির প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং হেদায়াত সন্নিবেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ হলো বারবার পাঠ করা। যে কিতাবটি কোটি কোটি মানুষ প্রতিনিয়ত অধ্যয়ন করছে, এত অধিক পঠিত কিতাব দুনিয়াতে আর একটিও নেই। বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল শ্রেণীর মানুষ অতীতেও কোরআন পড়েছে, বর্তমানেও পড়ছে, কিয়ামত পর্যন্ত পড়তে থাকবে।

কোরআন একটি বিস্ময়ঃ

কালামুল্লাহ্ শরীফের পরিচয় তুলে ধরতে হলে গ্রন্থের প্রয়োজন। প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। এ কোরআন একটি আশ্চর্য কিতাব (কোরআনান আযাবা)। এ প্রসঙ্গে আমি কোরআন পাকের কিছু অসাধারণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে চাই।

❑ পূর্বের আসমানী কিতাবগুলো একসাথে একই সময়ে নাযিল হয়েছে। কিন্তু নযুলে কোরআনের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ কিতাবটি নাযিল হতে ২৩টি বছরের দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়েছে। এটা একটি অসাধারণ বিষয়। এর প্রায় প্রতিটি সূরা ও আয়াতের সাথে রয়েছে সমাজ পরিবর্তনের হাজারো ঘটনা। একটি কোরআনী বিপ্লবকে সূচনা থেকে সফলতার মনযিলে পৌঁছে দিতে নবীজী (সঃ)এর জীবনের যে ২৩টি বছর প্রয়োজন হয়েছে এর মধ্যেই যত জটিলতা, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সামনে এসে পথরোধ করেছিল এর জবাব ও পথনির্দেশ দিয়েছে কোরআনের এক একটি সূরা ও আয়াত।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا

“আমি তোমার প্রতি কুরআন অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছি।” (সূরাঃ দাহর- ২৩)

❑ এ কিতাবটির সূর, তেলাওয়াতের আওয়াজ আরেক আশ্চর্য। পৃথিবীর আওয়াজের মহাসমুদ্রের মধ্যে এটা একক ও অনন্য। এক সমুদ্র পানির মধ্যে এক ফোঁটা তৈল যেমন মিশে না গিয়ে ভেসে থাকে, তেমনি প্রতিধ্বনির উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ দরিয়ায় কারী কণ্ঠে কোরআনের আওয়াজ সুস্পষ্টভাবে ভাসমান। এর আওয়াজের মধ্যে রয়েছে এক যাদু প্রভাব। তাইতো হাজার বছরের দীর্ঘজীবী জ্বীন জাতিরা যখন এ কোরআনের আওয়াজ নবীর কণ্ঠে শুনেছিল তখন তারা এ বলে মন্তব্য করেছিল আমরা এক আশ্চর্য কোরআন শুনেছি ঃ

www.pathagar.com

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ـ

"হে নবী! বল, আমার প্রতি অহী করা হয়েছে যে, জ্বীনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনেছে, অতঃপর (নিজেদের এলাকায় গিয়ে স্বীয় জাতির লোকদের নিকট) বলেছে আমরা এক অতীব আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি।" (সূরাঃ জ্বিন- ১)।

❑ এ মহাগ্রন্থটি গ্রন্থের জগতে এক অভিনব। দুনিয়ায় সমস্ত গ্রন্থগুলো বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, আইন, বিচার ইত্যাদি কোননা কোন বিষয়ে লিখিত। অথচ এ কিতাবটি কোন বিশেষ বিষয়ের কিতাব নয়। আবার এ কিতাবেই সমস্ত বিষয়কে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কোরআনের প্রতিটি শব্দই যেন এক একটি গ্রন্থ। সূচনা থেকে শুরু করে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত এবং তারও পরের খবর এ কিতাবে লিখিত আছে। আরো আশ্চর্য যে, সব কিছুকে শুধু ইঙ্গিতে নয় বরং সব বিষয়ে আলোচিত হয়েছে এ কিতাবে। তথাপি এ কিতাবের আকার অতি সাধারণ।

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّ هُدًى وَّرَحْمَةً بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ـ

"আর আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়েরই সুস্পষ্ট বর্ণনা দানকারী এবং হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ সে সব লোকদের জন্য যারা মস্তক অবনত করেছে।" (সূরাঃ নহল- ৮৯)

❑ কোরআন এক দুর্লভ ও বিরল সাহিত্যও বটে। নিখুঁত চয়নে, ভাষাশৈলীতে, অলংকারের যথার্থ ব্যবহার ও বলার নৈপুণ্যতা প্রদর্শনে কোরআনে পাকের যে কোন একটি আয়াতই বিশ্বের সকল ভাষায় আজ পর্যন্ত যত ক্লাসিক সাহিত্য রচিত হয়েছে তা চ্যালেঞ্জ করার জন্য যথেষ্ট। শুধু তাই নয়, বিশ্ব সাহিত্যের সমস্ত শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যকর্মগুলো কোরআনী সাহিত্যের সামনে মধ্যাহ্নের দিবাকরের প্রখরতার কাছে জোনাকীর আলোর মতোই ম্রিয়মান। শৈল্পিক মান, অর্থের ব্যাপকতা ও ব্যাকরণের গাঁথুনী এতই নিপুণ যে, সকল কালের সকল মানুষের সমস্ত প্রতিভা ও যোগ্যতাকে একত্রে জমা করেও কোরআনের একটি বাক্যের তুল্য বাক্য যোজনা করা অসম্ভব। এজন্য যদি পৃথিবীর শেষদিন অবধি সময় দেয়া হয় তবে এটা হবে নিশ্চিত ব্যর্থতার জন্য একটা দীর্ঘ অবকাশ।

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ(ص) وَادْعُوْا شُهَدَاءَ كُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ـ

"আমার এ বান্দার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা আমার প্রেরত কিনা সে বিষয়ে

www.pathagar.com

তোমাদের মনে যদি কোন সন্দেহ জেগে থাকে তবে এর অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে আনো, এজন্য তোমাদের সকল সমর্থক ও একমতের লোকদিগকে একত্রিত কর। এক আল্লাহ ভিন্ন যে কারো সাহায্য চাও তা গ্রহণ করো। তোমরা সত্যবাদী হলে একাজ অবশ্যই করে দেখাবে।" (সূরাঃ বাকারা- ২৩)।

কোরআনের এ অভিনব সাহিত্য প্রচলিত সাহিত্যের দৃষ্টিতে গদ্যও নয় পদ্যও নয়। এর মধ্যে রয়েছে সর্বোচ্চ মানের গদ্য সাহিত্যের সাবলীলতা আর কাব্যিক ছন্দের মূর্চ্ছনা। এ দু'য়ের অপূর্ব মিশ্রণে সৃষ্ট হয়েছে এমন রহস্যপূর্ণ ভাবের বাহন যাকে বিশেষিত করার কোন বিশেষণ ভাষার অভিধানে নেই।

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهٗ (ط) اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّ قُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ -

"আমরা তাঁকে (নবীকে) কবিত্ব শিখাইনি, না কবিত্ব তাঁর পক্ষে শোভনীয় হতে পারে? এটাতো একটি নসিহত ও স্পষ্ট পাঠযোগ্য কিতাব।" (সূরাঃ ইয়াসিন- ৬৯)।

এ এমন এক ব্যতিক্রমধর্মী কিতাব যা সত্যের বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে আছে। দুনিয়ার তাবৎ কিতাবগুলো দুর্বলতার ওজরখাহী পেশ করে বক্তব্য শুরু করে। কোরআন সেখানে নির্ভুলতার চ্যালেঞ্জ দিয়ে শুরু করেছে সাহসী বক্তব্য ঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ ج هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ -

"এটা আল্লাহ তায়ালার কিতাব, এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। এটা মুত্তাকীদের জন্য জীবন-যাপনের ব্যবস্থা।" (সূরাঃ বাকারা- ২)

দেড় হাজার বছর পূর্বে মানব সভ্যতার বিকাশমান সময়ে ইতিহাস, ভূগোল, আইন, দর্শন, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব সহ জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় কোরআন যে তত্ত্ব ও তথ্য পেশ করেছে সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং কালের বিবর্তন শুধু এরই সভ্যতার প্রমাণ করছে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তার সাথে। সন্দেহের অবকাশ আছে এমন কোন বর্ণ আল্লাহর এ কিতাবে সংযোজিত হয়নি। এ কোরআন সত্যের এক চূড়ান্ত মানদণ্ড যা নবীগণকেও লাজওয়াব করে দিয়েছে।

নবী (সঃ) বলেন, "আল্লাহর কালাম আমার কথাকে রহিত করে অথচ আমার কথা আল্লাহর কালামকে রহিত করার ক্ষমতা রাখেনা।" (সূরাঃ মেশকাত)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صَلْعَمْ) كَلَامِىْ لَا يَنْسَخُ كَلَامُ اللّٰهِ وَ كَلَامُ اللّٰهِ يَنْسَخُ كَلَامِىْ -

❑ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আর কোন আসমানী কিতাব নাযিলের মূল ভাষা অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান নেই। কালের পরিক্রমায় অন্য সব কিতাব অন্য ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। সেগুলো সংরক্ষিত হয়েছে কাগজের পাতায়। আল্লাহর এ আখেরী

www.pathagar.com

কিতাবটি হচ্ছে সে অমর গ্রন্থ, পৃথিবী থেকে কাগজের শেষ আঁচড়টিও যদি মুছে যায় তবুও এ কিতাব কি মৃত হয়ে যাবে না- অপরাপর গ্রন্থের মত। পৃথিবীতে অনেক স্মৃতিধর মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু কেউতো কোন বিশেষ গ্রন্থ এক বর্ণ পরিবর্তন ছাড়াই স্মৃতির পাতায় ধরে রাখতে পারেনি। মানুষেরা জানেনা তৌরাত, যবুর, ইঞ্জিল, গীতা, ত্রিপিটকের কোন 'হাফেজ' পৃথিবীতে আছে কিনা। অথচ আল কোরআন আজ পৃথিবীর সকল শ্রেণীর ভাষা, বর্ণের ও বয়সের কোটি মানুষের হৃদয়ে মূদ্রিত হয়ে আছে। একটি অবোধ শিশু তার ক্ষুদ্র হৃদয়ে কিভাবে এ বিশাল কিতাব ধারণ করে রাখল। অশীতিপর বৃদ্ধ হবার পরও আমরণ স্মৃতির পাতা থেকে কোরআনের একটি বর্ণও হারিয়ে গেল না। এটা একটি বিস্ময় ছাড়া আর কি? আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেন ঃ

اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّالَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ـ

"এই যিক্‌র (কুরআন) আমিই নাজিল করেছি আর আমি নিজেই এর হেফাজতকারী।" (সুরা হিজর-৯)

❑ ভাবের বাহনই ভাষা। এ ভাষার রয়েছে অন্তহীন বৈচিত্র্যতা। হাজার হাজার ভাষা পৃথিবীতে রয়েছে, আবার একই ভাষার রয়েছে হাজারো রূপ। ভাষাবিদগণ বলেন ৫/৭ কিলোমিটার দূরত্বে সময়ের ব্যবধানে ভাষা পরিবর্তন হয়। যেমন আজ থেকে শতবছর পূর্বের বাংলা ও ইংরেজি ভাষা আধুনিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ পরিবর্তন সকল ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু কালামুল্লাহ শরীফ আরবী ভাষায় নাযিল হবার কারণে এ ভাষাটি এমন এক যাদুকরী শক্তি অর্জন করলো যে, দেড় হাজার বছর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেও এর মৌলিক কাঠামোতে কোন পরিবর্তন হয়নি- আর হবেও না। কিন্তু নতুন শব্দের সংযোজনে ভাষার ভাণ্ডার স্ফীত হওয়া ছাড়া প্রাচীন ও আধুনিক আরবী ভাষার মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। যদি কোরআনে করীম আরবি ভাষায় নাযিল না হতো তবে এ ভাষাটি বহু পূর্বে পালি ও সংস্কৃতের মতো মৃত ভাষায় পরিণত হতে বাধ্য হতো। যেহেতু আল্লাহর এ কালামকে আরবী ভাষা থেকে ভাষান্তর করা অসম্ভব, সেহেতু আরবী পরিবর্তনও অসম্ভব।

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ

"আমরা কুরআনকে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি, যেন তোমরা উহা ভাল করে বুঝতে পার।" (ইউসুফ-২)

❑ বিজ্ঞানের আজকের বিস্ময় হলো কম্পিউটার। এ যন্ত্রটি কোরআনে পাকের আর এক বিস্ময়কর রহস্য উন্মোচন করে দিয়েছে। সে বিস্ময়ের সামনে খোদ কম্পিউটারও বিস্মিত। আল্লাহর এ কিতাবটি গণিতের এক কঠিন নিয়মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি শব্দ, বর্ণ যেন গুণে গুণে সাজানো হয়েছে যা একচুল নড়াবার সাধ্য নেই। 'উনিশ' এর বিজোড় সংখ্যাটি গোটা কোরআনের গাণিতিক কাঠামোর সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

"আর উহার উপর রয়েছে উনিশ।" عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ـ

www.pathagar.com

কম্পিউটার হিসাব করে দেখিয়ে দিল যে, কোরআনের সকল শব্দকে একত্রিত করে ১৯ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায়। অনুরূপভাবে কোরআনের যত জায়গায় আল্লাহ্ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এর যোগফলকে ১৯ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায়। এমনকি এক একটি অক্ষর যতবার কোরআনের ব্যবহৃত হয়েছে তার সমষ্টি ১৯ দিয়ে বিভাজ্য। এটাকে আশ্চর্য ছাড়া আর কি বলা যায়? আজকের বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কার আবারো প্রমাণ করে দিল যে, মানব মস্তিষ্ক এমন দুর্ভেদ্য অংকের কাঠামোর উপর এরূপ অদ্বিতীয় কিতাব রচনা করতে পারে না।

উপরের বর্ণনায় একটি বিষয়কে আমি বলতে চেয়েছি যে কোরআন একটি 'আজব' কিতাব। এর সাথে সম্পর্কিত সবকিছুই আশ্চর্য। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে কোরআনের রহস্যরাজী শুধু প্রকাশিত হতে থাকলে যা কখনো শেষ হবার নয়।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صَلْعَمْ) وَلَا يَنْقَضِىْ عَجَائِبُهٗ -

"ইহার আশ্চর্য্য রহস্য সমূহ কখনো শেষ হবার নয়"। (মুসলিম)।

সর্বোপরি আল-কোরআন মানব রচিত কোন কিতাব নয়, মাখলুকের কোন কালাম নয়, সৃষ্টির স্পর্শ থেকে একান্তভাবে পবিত্র-যা অবতীর্ণ হয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর মালিকের পক্ষ থেকে।

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ - فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٌ - لَايَمَسُّهٗ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ - تَنْزِيْلٌ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

"বস্তুতঃ এটা এক অতীব উচ্চ মর্যাদার কুরআন, এক সুরক্ষিত গ্রন্থে সু-দৃঢ় লিপিবদ্ধ যা 'পবিত্রতম' ব্যতিত আর কেহ স্পর্শ করতে পারে না। যা অবতীর্ণ হয়েছে সারাজাহানের পালন কর্তার পক্ষ থেকে।" (আল -ওয়াকেয়া ৭৭-৮০)।

❑ যদি এতে কোন মাখলুকের বাক্য বা কালাম যুক্ত হতো তবে কোরআনের সংহতি বিনষ্ট হতো। মানুষেরা এর মধ্যে পরস্পর বিরোধী মন্তব্য খুঁজে পেত। তাই দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে কোরআন ঘোষণা করেছে ঃ

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ - وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا -

" তারা কি গভীর মনোনিবেশ সহকারে কোরআনকে চিন্তা করেনা? যদি এটা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো নিকট থেকে আসত, তবে এর মধ্যে অনেক কিছুই বর্ণনা বৈষম্য পাওয়া যেত।" (সূরাঃ নিসা-৮২)

❑ আল কোরআন কেন এসেছে যে, আখেরী কিতবাটির আগমনের খবর পূর্বের সমস্ত আসমানী কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, যার আগমনী বার্তা ঘোষণা দিয়েছেন নবী মুস্তফা (সঃ) এর পূর্বের সমস্ত আম্বীয়ায়ে কেরাম, এ মহাগ্রন্থটির আগমনই পূর্বেকার সমস্ত নবীদের

www.pathagar.com

নবুয়তের সত্যতা প্রমাণ করে। কোরআন এসেছে নবী (সঃ) এর নবুয়তের দলিল হিসাবে।

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ -

"তিনি তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, এটা সত্যের বাণী নিয়েই এসেছে এবং পূর্বে অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের সত্যতা ঘোষণা করছে"। (আলে-ইমরান ৩)

মানবজাতির মধ্যে এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা অচেতন গাফেল। এদের কান আছে শ্রবণ শক্তি নেই, চোখ আছে দৃষ্টিশক্তি নেই, এদের হৃদয় আছে অনুভব করতে পারে না। কোরআন এসেছে অচেতন, অবচেতন, গাফেলদের গাফলতের ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতে। এ কোরআনের সাহায্যে নবীজি (সঃ) সৃষ্টি করেছিলেন চেতনার ভূমিকম্প।

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا -

"বরকতপূর্ণ সে সত্তা-যিনি তার প্রিয় বান্দাহর উপর এ ফোরকান অবতীর্ণ করেছেন, যাতে এর মাধ্যমে তিনি জগতবাসীকে সতর্ক করে দিতে পারেন।" (সূরাঃ ফোরকান-১)।

❑ কোরআন এসেছে মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্য। দুঃখ, কষ্ট, বেদনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে পৃথিবীকে মানুষের জন্য শান্তির নিলয় হিসাবে গড়ে তোলার জন্য।

طٰهٰ - مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ - إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَخْشَىٰ -

"আমরা এ কোরআন তোমার প্রতি এ জন্যে নাযিল করিনি যে, তুমি (এর দরুন) মুসিবতে পড়বে। এটাতো একটি স্মারক ঐসব ব্যক্তির জন্যে যারা ভয় করে। (ত্বাহা-১-৩)।

❑ মূলত কোরআন এসেছে অজ্ঞ মানবজাতিকে জ্ঞানের দীক্ষা দিতে। পথহারা, দিশাহারা মানুষের জন্যে হিদায়াতের মশাল হয়ে, নূর হয়ে। এ হেদায়ত সার্বজনীন, সকল শ্রেণী, বর্ণের, এলাকার, ভাষার মানুষের জন্যে। একজন মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সবকিছুর জন্যে কোরআন হেদায়েত।

هٰذَا هُدًىٰ - وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ أَلِيمٌ -

"এই কোরআন পুরোপুরি হেদায়াতের কেতাব, আর সে লোকদের জন্য কঠিন জ্বালাদায়ক শাস্তি, যারা স্বীয় খোদার আয়াতগুলোকে মেনে নিতে অস্বীকার করে"।

(জাসিয়া-১১)

আর হিদায়াতের প্রামাণ্য দলিল এ কোরআন।

الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ -

www.pathagar.com

"আল-কোরআন পুরো মানবজাতির জন্য জীবন বিধান এবং তা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ-যা সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শন করে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য পরিষ্কার রূপে তুলে ধরে।" (সূরাঃ বাকারা-১৮৫)।

হিদায়াত এর কিতাব হবার জন্যে যে বৈশিষ্টের প্রয়োজন তা শুধু কোরআনেই আছে।

হেদায়াতের দলিল হবার জন্য কোরআনের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো প্রণিধানযোগ্য ঃ

❑ **নির্ভুলতা ঃ** যে কিতাবটি সকল মানবজাতির জন্য হেদায়াতরূপে পরিগণিত হবে তাকে হতে হবে নির্ভুল। যে কিতাবে একটিও সন্দেহযুক্ত বাক্যের সংযোজন আছে, উহা হেদায়াতের কিতাব হতে পারে না। যা নিজেই নির্ভুল নয়, উহা কখনও সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে না। পৃথিবীতে এমন কোন কিতাব নেই, যে কিতাব নিজেকে নির্ভুল হওয়ার দাবী করেছে, যাতে প্রতিটি বর্ণ সত্য। যার পরবর্তী সংস্করণে যোগ বা বিয়োগ করতে হয়নি। একমাত্র কোরআন শরীফ ভুলের উর্ধ্বে। হাজার হাজার বছর পরেও যার একটি বর্ণও অসত্য প্রমাণ হয়নি, হবে ও না। ـ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ

"এমন কিতাব যাতে একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ নেই।" (সূরাঃ বাকারা-২)।

❑ **সার্বজনীনতা ঃ** পৃথিবীতে এমন কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব নেই যা সকল কালের, বর্ণের, গোত্রের সকল দেশের মানুষের, যা সবদেশের সকল মানুষের জন্যে সমভাবে গ্রহণযোগ্য। ধরুন আমেরিকার সংবিধানের সংযোজিত আইন যারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নয়-তাদের জন্যে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু কোরআনের প্রতিটি বিধান সার্বজনীনতা ও মানবতাবোধে উজ্জীবিত। যেমন হত্যা সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য কতই সার্বজনীন ঃ

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَ هُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ

বস্তুতঃ এটা লোকদের জন্যে একটি সুস্পষ্ট সতর্কবাণী এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য পথ নির্দেশক ও উপদেশ বাণী। (সূরাঃ আলে ইমরান-১৩৮)।

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْفَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ـ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ـ

"যে কোন মানবকে হত্যা করল ও জমিনে সৃষ্টি করল ফ্যাসাদ, সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করল, যে কোন মানবের জীবন বাঁচালো সে যেন সমগ্র মানবের জীবন বাঁচালো।" (মায়িদাহ-৩২)

এখানে সাদা-কালো, আরবী-অনারবী, মুসলমান-অমুসলমান যে কোন মানুষের হত্যার সম্পর্কে বলা হয়েছে। এমন কিতাবটিই হেদায়াতের কিতাব হওয়ার যোগ্য।

❑ **ব্যাপকতা ঃ** এমন কোন কিতাব সম্পর্কে কারো জানা আছে কিনা যাতে মানবের প্রয়োজনীয় সকল বিষয় আলোচিত হয়েছে? বহু বিষয়ে একটি মাত্র কিতাবের আলোচনার

www.pathagar.com

দৃষ্টান্ত রয়েছে; তাহলো কোরআনে কারীম।

এটা তারই সত্যতার ঘোষণা এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আর ঈমানদার লোকদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

مَا كَانَ حَدِيْثًا يُفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ -

"ইহাতো কাল্পনিক কোন বক্তব্য নয় বরং পূর্বের সমস্ত কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী আর এতে সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত আছে। (ইউসুফ-১১১)।

উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের আলোকে আসমানের নিচে জমিনের উপরে শুধু একটি কিতাব হেদায়াতের কিতাব হওয়ার মানদণ্ডে উতরাতে পারে আর তা হচ্ছে আল কোরআন। যারা কোরআনের হেদায়াত অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয়ভীতি নেই।

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ -

"অতঃপর আমার পক্ষ থেকে যে জীবন বিধান তোমাদের নিকট পৌঁছবে, যারা আমার সে বিধান মেনে চলবে, তাদের জন্যে কোন চিন্তা-ভাবনার কারণ থাকবে না"। (বাকারা-৩৮)।

আর যারা কোরআন অবিশ্বাস করবে, কোরআনের শিক্ষা বা হেদায়াতকে স্বীকার করবে না তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি।

● আল কোরআনের দাবীঃ

আল কোরআন এসেছে ইনসানের নিকট। এটি পাহাড়, দরিয়া কিংবা অন্য কোন সৃষ্টির উপর নাযিল হয়নি। আল্লাহর অহীর এ আমানত শুধু মানব জাতিই গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ -

"আমরা এ আমানত (কোরআন) কে আকাশমণ্ডল, যমীন ও পাহাড়-পর্বতের নিকট পেশ করলাম। কিন্তু এরা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হল না। তারা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ উহাকে স্বীয় স্কন্ধে তুলে নিল"। (সূরাঃ আহযাব-৭২)।

❑ এ কিতাবের প্রথম দাবী, একে পাঠ করা, গভীরভাবে অধ্যয়ন করা। 'ইকরা' শব্দ দিয়ে কোরআন নাযিল শুরু হয়েছে। যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পাঠ কর এ নির্দেশ দিয়ে অধ্যয়নের এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব অধ্যয়ন করা সমগ্র মানবজাতি বিশেষতঃ মুমীনদের জন্য ফরজ। কিন্তু সকলের পক্ষে এ কিতাবের বিশেষজ্ঞ হওয়া

www.pathagar.com

সম্ভব নয়। কোরআন তাই প্রত্যেক জনপদের কিছু মানুষকে এ কোরআনে করীমের উপর বিশেষজ্ঞ হবার আহবান জানিয়েছে।

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ -

"কিন্তু এরূপ কেন হল না যে, তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ হতে কিছু লোক বের হয়ে আসত এবং দ্বীনের বিশেষ জ্ঞান লাভ করত এবং ফিরে গিয়ে স্বীয় অধিবাসীদের সতর্ক করত, যেন তারা (অন্যায় আচরণ হতে) বিরত থাকতে পারে।" (তওবা-১২২)।

তাই আমাদের মধ্য থেকে কিছু মানুষকে কোরআন আত্মস্থ করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আজ ছাত্রদের মতো কাগজ কলম নিয়ে বিষয় ভিত্তিক কোরআনকে নোট করতে হবে। এটা জীবন সাধনার ব্যাপারে আরও সম্পৃক্ত হতে হবে ঐ বিপ্লবের সাথে, যা এ কোরআন কর্তৃক পরিচালিত হয়েছিল। মুসলমানেরা আজ সবচেয়ে বেশী অজ্ঞ এ কোরআনের উপর। যে কোন মূল্যে হেদায়েতের এ মূল উৎস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের দৈন্যতা কাটিয়ে উঠতে হবে।

❑ কোরআনের প্রতি অবিচল বিশ্বাস ঈমানের দাবীঃ

কোরআনে পাকের আরো একটি দাবী এই যে, আমরা যেন এ কোরআনের উপর অবিচল ঈমান পোষণ করি। ঈমান আনতে হবে- কোরআন সম্পূর্ণ আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। মনে রাখতে হবে- এর একটি শব্দ বা বর্ণ অস্বীকার গোটা কোরআন অস্বীকার করার শামিল।এ কথার উপর দৃঢ়ভাবে এক্কিন আনতে হবে যে, কোরআনই হেদায়তের চূড়ান্ত কিতাব। যে কিতাব সমস্ত আসমানী কিতাবকে মানসুখ করে দিয়েছে। আমরা আজ কোরআনের কিছু অংশকে বিশ্বাস করছি আর কিছু করছি অবিশ্বাস, এটা কুফরীরই নামান্তর। এ ধরনের মেকী বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীর জীবনে রয়েছে অপমান, পরকালে রয়েছে শাস্তি।

❑ কোরআনের অনুসরণ করতে হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেঃ

কালামুল্লাহ শরীফের আরো দাবী এই যে, এটাকে অনুসরণ করতে হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, আর এটাই নবী মোস্তফা (সঃ) এর বাস্তব জীবন। নবীজির (সঃ) সমগ্র জীবনই হচ্ছে সম্পূর্ণ কোরআনের বাস্তব রূপ। হযরত মা আয়েশাকে (রাঃ) এক সাহাবা প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন ঃ

وَعَنْ عَائِشَةَ (ض) حِيْنَ سَئَلَتْ كَيْفَ كَانَ خُلُقُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صعلم) قَالَتْ كَانَ خُلُقَهُ الْقُرْاٰنَ - (احمد)

"হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তাকে হুজুর (সঃ) এর আখলাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, কোরআনই ছিল রাসুল (সঃ) এর চরিত্র।"

www.pathagar.com

মুহাম্মদ (সঃ) এর চরিত্র হচ্ছে কোরআন। আমাদের জীবনে আজ কোরআনের বাস্তব প্রতিফলন নেই। ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে কিছু অনুসরণের আনুষ্ঠানিকতা থাকলেও সামাজিক, রাষ্ট্রীয় তথা জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে কোরআনের শিক্ষার প্রয়োগ নেই।

❑ কোরআনের আলোকে সমাজ ব্যবস্থা গঠন কোরআনেরই দাবীঃ

কোরআনের আরো একটি মৌলিক দাবী- এ কোরআনের হেদায়াতের আলোকে একটি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। বস্তুত একটি পরিপূর্ণ বিপ্লব সাধনের জন্যেই কোরআন নাযিল হয়েছিল। নিছক তেলাওয়াত-অধ্যয়নের জন্যে এ কোরআন আসেনি। এসেছে প্রতিষ্ঠিত মানবগড়া মতবাদকে উৎখাত করে একটি কোরআনী বিপ্লব সাধনের জন্যে।

আমরা আজ সুললিত কণ্ঠে কোরআনকে তেলাওয়াত করতে জানি। কেউ কেউ এর জ্ঞান গবেষণাতেও নিয়োজিত আছেন। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর সচেতন অংশ কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এটাই উম্মাহর জন্যে সবচেয়ে ভাবনার বিষয়। এ কোরআনের এক একটা বিধান যদি আজ সমাজে কায়েম হতো তা হলে হাজার বছরের হাজারো সমস্যা নিমিষেই সমাধান হয়ে যেতো। মুক্তি পেতো বঞ্চিত মানবতা, খুলে যেতো রিযিকের সকল দরজা। কোরআন তাই ডেকে বলেঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ -

"কতইনা ভাল হতো যদি তারা তাওরাত, ইনজীল এবং খোদার তরফ থেকে নাযিল করা অন্যান্য কিতাব সমূহকে কায়েম করতো, তবে আসমান ও জমিন হতে তাদের রেযেক প্রদান করা হত। (মায়েদা-৬৬)

উপসংহার

পরিশেষে বলতে চাই এ মহাবিপ্লবী কিতাবের শিক্ষাকে কাগজের পাতা থেকে বাস্তবতার জমিনে প্রতিষ্ঠা করা এক দুরূহ ব্যাপার। এ কঠিন পথে রয়েছে বাধার হিমালয় আর হাজার বিপদজনক বাঁক। এ দায়িত্ব পালনে প্রয়োজন, এক দল দুরন্ত সাহসী মানুষ। যাদের ব্যক্তি জীবন দেখে মনে হবে নবী মোস্তফার (সঃ) সাহাবায়ে কেরামদের জামায়াত। যারা কুফরী শক্তির মোকাবেলায় আপোষহীন আর নিজেদের বেলায় হবে রহমদীল, দিনে যারা থাকবে জিহাদের ময়দানে এবং রাতে থাকবে জায়নামাজে। আর প্রয়োজন, উম্মতের সীসা ঢালা ইত্তেহাদ। সাগরের উদারতা নিয়ে উম্মতের সকল শ্রেণীকে ঐক্যের প্লাটফরমে একত্রিত করা। অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে নিজেদের মধ্যে সকল বির্তকের অবসান করে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুলের (সঃ) প্রশস্ত মঞ্চে আহবান জানানো। উম্মতের আলেমে দ্বীনদের এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। এ পথে ত্যাগ ও কোরবানীর প্রয়োজন আজ সবচেয়ে বেশী। কোরআনের বিপ্লবকে বিজয়ী করার এ ময়দানে আরাম-আয়েশ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাকে একাকার করে দিতে হবে।

www.pathagar.com

উম্মতের ধমনীতে যত বিশুদ্ধ রক্ত রয়েছে তার সবটুকুন ঢেলে দেওয়ার জন্যে নিতে হবে ইস্পাত কঠিন সিদ্ধান্ত। আর মাথায় কফিনের কাপড় বেঁধে মরিয়া হয়ে আঘাত হানতে হবে জাহেলিয়াতের গ্রীবাদেশে আর থেতলিয়ে দিতে হবে এদের প্রতিটি জোড়া।

فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ -

"অতএব তোমরা তাদের ঘাড়ের উপর আঘাত হান এবং জোড়ায় জোড়ায় ঘা লাগাও।"
(সূরাঃ আনফাল-১২)

উম্মতে মোহাম্মদীর (সঃ) যুবকেরা এগিয়ে আসুক এ কঠিন দায়িত্ব পালনে ইহাই আজকের প্রত্যাশা।

www.pathagar.com

মুক্তির একমাত্র দিশারী ঃ আল-কোরআন

ভূমিকাঃ

বিশ্বজুড়ে মানবতা আজ শৃংখলিত। এর স্বাভাবিক বিকাশ দারুণভাবে সীমিত। কাঁতরাচ্ছে তারা জীবনের যন্ত্রনায়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চলছে নৈরাজ্য ও অরাজকতা; ধস নেমেছ অবক্ষয়ের। চারিদিকে সর্বনাশা হুতাশনের লেলিহান শিখা।

-এ নিবন্ধে আমি মানুষের সমাজ, রাষ্ট্র, বিচার, সাহিত্য, সংস্কৃতি তথা জীবনের প্রতিটি দিকে কি তান্ডব চলছে তার সংক্ষিপ্ত রূপ ও নিষ্কৃতির উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই।

রাজনীতিঃ

সুসভ্য সমাজ বিনির্মানে মানুষের জীবনে রাজনীতির প্রভাব সবচাইতে বেশী। দেশ পরিচালনায়, মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে, শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় ও মানুষের উপর ইনসাফ কায়েমে এর প্রভাব সুস্পষ্ট। অথচ আজকে বিশ্বে জুলুম ও নীপিড়নের হাতিয়ার রাজনীতি। শাসনদন্ডধারীরা প্রজাকুলের উপর চালাচ্ছে অত্যাচারের স্টীমরোলার, প্রতিবেশী দেশে আগ্রাসন, প্রভাব বলয় সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হচ্ছে রাষ্ট্র শক্তি। এদের জুলুমে পিষ্ঠ আবালবৃদ্ধ, নারী-পুরুষ চিৎকার করে বলছেঃ

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا

"হে প্রভু আমাদেরকে জালেমদের এ জনপদ থেকে বের করে নাও।" (সূরাঃ নিসা-৭৫)

এমন কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা কি মানুষের নিকট আর আসবেনা যেখানে প্রজাকুল নিশ্চিন্তে ঘুমাবে আর মদীনার সম্রাট জনগণের অবস্থা পরিদর্শনে রাত কাটাবে গলি পথে। মজ-লুমেরা এ প্রজাহিতৈশী শাসকের জন্যে সশ্রু নয়নে হাত পেতে বলছে- হে মাবুদ! আমাদেরকে সুলতানে নাছির তথা সাহায্যকারী ও কল্যাণকামী সরকার দান কর ঃ

وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا

অর্থনীতিঃ

মানবজীবনের তাবৎ তৎপরতার নিয়ামক শক্তি অর্থনীতি। ইহা যেন জীবনের সবকিছুকে গ্রাস করেছে। পরিবার , সমাজ, দেশ ও বিদেশ এমন কি জাতিসংঘ পর্যন্ত ইহার কঠিন মুষ্ঠিতে আবদ্ধ। আজকের বিশ্বের বড় বড় দর্শন ও মতবাদ এর উপর গড়ে উঠেছে- পূঁজি বাদ, সমাজবাদ ও কমিউনিজম অর্থনৈতিক মতবাদ। মানব এর অর্থনৈতিক কণ্যান এ সবের উদ্দেশ্য হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলোর জন্ম ভুলের গর্ভে। পূঁজিবাদ অবাধ ব্যক্তি মালিকানার সুযোগ দিয়ে ভাগ্যবানদেরকে গোটা জাতির সমূদয় সম্পদ জমা করার অধিকার দিয়েছিল ফলে সৃষ্টি হয়েছিল ভূভূক্ষু সর্বহারার বিরাট দল। এরই প্রতিবাদে জন্ম

www.pathagar.com

নিল 'সমাজতন্ত্র' যাতে কোন মালিকানাই স্বীকার করা হলোনা। ইহা ভুল সংশোধনের এমন ভুল যা পূর্বের চাইতেও ভয়ংকর। এতে মানুষের ব্যক্তিগত রুচি, অভিরুচি, চিন্তা-চেতনা সবকিছুকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। পূর্বেরটা ব্যক্তিগত পুঁজিবাদ, পরেরটি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ। প্রায় দুই কোটি মানুষের জীবনের বিনিময়ে দুনিয়া কাঁপানো এক বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ সমাজতান্ত্রিক মতবাদ। মাত্র পৌনে এক শতাব্দির মধ্যে এত সম্পদ, সৈন্যবাহিনী, টন টন পরমাণু অস্ত্র, অগণিত পন্ডিত, দার্শনিক ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম সবকিছুকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে সমাজতন্ত্রের এ বহুমূত্র রোগী নিজ জন্মভূমিতে আপনজনদের কোলে অকালে জীবন লীলা সাঙ্গ করল।

মানবতার চির শত্রু ঐ পুঁজিবাদী Red Dragon- এর বিষাক্ত ছোবল থেকে বিশ্বের অগনিত ক্ষুধার্ত, বিবস্ত্র, আর্ত মানবতাকে বাঁচানোর আওয়াজটুকুও আর রইল না।

একটির পর আর একটি মতবাদ শুধু জন্ম হচ্ছে। দুদর্শাগ্রস্ত, পিপাসার্ত মানুষগুলোর মিথ্যা ওয়াদা আর মিথ্যা মরিচিকার পিছনে জীবনের পর জীবনপাত করছে ঠাণ্ডা পানির সাক্ষাৎ আজও হয়নি।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاءً ـ
حَتّٰى اِذَا جَاءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا

"অবিশ্বাসীদের তৎপরতা যেমন সাহারার মরিচিকা, পিপাসার্ত লোকেরা ভেবেছিল সেখানে রয়েছে সুপেয় পানি। নিকটে গিয়ে তারা উহা পেলনা যা তারা আশা করেছিল।"(সূরাঃ নূর- ৩৮) ৩৯

হায়! এমন অর্থনীতির বুনিয়াদ কবে রচিত হবে যা হবে ভারসাম্যপূর্ণ। সেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা যেমন থাকবে আবার উপর তার থাকবে নিয়ন্ত্রণ। অবাধ ও সীমাহীন মালিকানার অধিকার কেড়ে নিয়ে শোষণের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেয়া হবে। সম্পদশালীদের সম্পদের উপর থাকবে সর্বহারার মালিকানা। কোরআন বলছেঃ

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ـ

"তাদের সম্পদ এর মধ্যে বঞ্চিত ও গরীবদের অংশ রয়েছে"। যাকাতের এ অংশ যদি বের করা হতো তবে দুই শত কোটি টাকা শুধু বাংলাদেশে প্রতিবছর দারিদ্রতা বিমোচনে ব্যয় করা সম্ভব হতো। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, এ যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু হলে কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত হতো।

সাহিত্য ও সংস্কৃতিঃ

মানুষের সুরুচির মার্জিত প্রকাশই Culture বা সংস্কৃতি। মানুষের প্রয়োজন পূরণের নাম সংস্কৃতি নয় বরং উহা প্রয়োজন পূরণের পদ্ধতির নাম। যেমন খাওয়া, পরা, চলা-ফেরা সংস্কৃতি নয় বরং কিভাবে ও কি পদ্ধতিতে খাবে উহা সংস্কৃতির বিষয়। মানব জীবনে সংস্কৃতির প্রভাব অর্থনীতি ও রাজনীতির চাইতেও সূদর প্রসারী ও ব্যাপক। দীর্ঘ সংগ্রামের

www.pathagar.com

পর মানুষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে কিন্তু সাংস্কৃতিক গোলামী থেকে সারা জীবনেও কারো মুক্তি লাভ নাও ঘটতে পারে। তৃতীয় বিশ্ব ভৌগলিক স্বাধীনতা লাভ করলেও তারা পাশ্চাত্যদের সাংস্কৃতিক দাসত্বের তক্‌মা বহন করে চলছে জীবনের প্রতিটি আচরণে।

অন্যান্য বিষয়ের মত সাংস্কৃতিক অঙ্গনও অপসংস্কৃতির রাহুতে আক্রান্ত। গোটা সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূল উপজীব্য যেন আজ রমনীর যৌন লালসা। একটি নিরাভরণ সুন্দরীর রূপচর্চা, তার প্রতিটি অঙ্গের বিকৃত ও বেহায়া বর্ণনার মাধ্যমে যৌন সুড়সুড়ি সৃষ্টিতে মেতে রয়েছে কবির কাব্য, সাহিত্যিকের কলম, গায়কের কণ্ঠ ও শিল্পীর তুলি। কুসংস্কৃতির লোনা প্লাবন আমাদের লালিত মূল্যবোধ, পূর্ণচেতনা, মঙ্গল ও কল্যাণকর সমস্ত কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে চলছে মহাসাগরের গর্ভে। বিভৎস এ যৌন সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসারের জন্য উম্মাদদের হাতে রয়েছে পরমাণুর চাইতেও ভয়ংকর শক্তি। Media ডিস এন্টিনা ও ইন্টারনেট এবং স্যাটেলাইটের কল্যাণে হাজার হাজার বছরের সুখ ও শান্তির নীড় আগামী প্রজন্মের সংরক্ষন ও বিকাশের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান পরিবার প্রথা আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। পিতৃ পরিচয়হীন হাজার অবৈধ মানব সন্তান কিলবিল করছে পাশ্চাত্য সভ্যতার অশান্ত পরিমন্ডলে। যৌন সংস্কৃতির বিভৎসতা এতটুকুতে নিয়ে গেছে যে নারী পুরুষে বিবাহিত মিলন নয়; নারীতে নারীতে ও পুরুষে পুরুষে Living togather এর নামে চলছে বিকৃত যৌনাচার। যারা পশুদের চাইতেও ইতর ও হীন। বিকৃত সভ্যতা মা ও ছেলের মাঝখানে শ্রদ্ধার দেয়াল ভেঙ্গে দিয়েছে; অসভ্য পিতার যৌন লালসা পূরণে আপন কন্যা হয়েছে অংক শায়ীনি। হায়! এ অসভ্যতার মরণ কবে হবে? রাসুল (স , তাইত বলেছিলেন এমন একটি সময়ের কথা "যখন জমিনের পেট পিঠ অপেক্ষা উত্তম হবে; জীবনের চাইতে মরণ হবে শ্রেয়।" (তীরমিজি)

قَالَ (صَلْعَمْ) فَبَطَنَ الْاَرْضِىْ خَيْرٌ مِنْ ظَهْرِهَا

সাহিত্য ও সংস্কৃতির কাননে দীর্ঘদিন প্রস্ফুটিত হচ্ছেনা সুভাসিত গোলাপ। বিরান এ কাননে শোনা যাচ্ছেনা বিহঙ্গের কাকলি। এখানকার বাসিন্দাদের আত্মার মৃত্যু হয়েছে। A waste land- এ প্রয়োজন একটি Sprtitual rebirth, প্রয়োজন ঈমানী বসন্তের চৈতি হাওয়া। যা মৃতদের মধ্যে আনবে জীবনের জাগরণ, আনবে জবাব দিহির অনুভূতি। অপসংস্কৃতির কালিমা থেকে যারা হবে সংস্কৃত ও পরিচ্ছন্ন হৃদয় সম্পন্নঃ

قَدْاَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ـ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ـ

"সে সফলতা লাভ করেছে যে তার আত্মাকে পরিচ্ছন্ন করেছে আর সেত ধ্বংস হয়েছে যে তার আত্মাকে পাপাচারে ডুবে রেখেছে।" (সূরাঃ শামছ- ১০-১১)

জ্ঞান-বিজ্ঞানঃ

সভ্যতা সৃষ্টির প্রথম উদাপানই জ্ঞান। সৃষ্টির উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞানের কারণে। যার বলে জয় করেছে মানুষ হিমালয়ের অজেয় বরফের চূড়া, মহাসাগরের তলদেশ থেকে

www.pathagar.com

এনেছে অমূল্য রত্নরাজি। এরই সাহায্যে উড়িয়ে দিয়েছে জল-স্থল অন্তরিক্ষে মানুষের বিজয় কেতন। বিজ্ঞান আজ পেরিয়ে গেছে পৃথিবীর সীমা, চলমান বিশ্ব বিজ্ঞানের হাতের মুষ্টিতে। পথভ্রষ্ট বিজ্ঞানীর হাতে উহা গঠনমূলক কাজে ব্যবহৃত না হয়ে বিজ্ঞান ব্যবহৃত হচ্ছে ধ্বংস ও অনাসৃষ্টিতে। হাজার হাজার হিরোশিমা ও নাগাসাকি সৃষ্টির ক্ষমতা আজ মানুষের করায়ত্বে। বিশ্বকে কয়েক হাজারবার ধ্বংস করার পরমাণু অস্ত্র পরাশক্তির অস্ত্রাগারে মওজুদ রয়েছে, অথচ এ জন্য পৃথিবীর কোটি কোটি ক্ষুধার্থ মানুষ একবেলা আহার করতে পারছে না। খোলা আকাশের নিচে রয়েছে অগণিত বনি আদম। কোটি কোটি মানব শিশু জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত। অযত্নে, অবহেলায় বিকলাঙ্গ হয়ে সভ্যতার অহংকারকে করেছে পদানত। যে বিজ্ঞান এ পৃথিবীকে সাজিয়েছে আবিষ্কারের বর্ণালী পশরা দিয়ে, তুলে দিয়েছে মানুষের হাতে সভ্যতার হাজার উপকরণ। আবার সে বিজ্ঞানই সভ্যতার অস্তিত্বের জন্যে বড় হুমকি হয়ে এতদিনকার মানব সভ্যতার তাবৎ উপকরণ সহ গোটা দুনিয়াকে নিমেষে উড়িয়ে দেয়ার Red signal দিচ্ছে। W. B. Yeats এর ভাষায় 'Falcon cann't hear the Falconer' শিকারী পাখি আর শিকারীর কথা শুনছে না।

উম্মাদ হস্তিটি যেন তার মাহুতকে আছাড় দিতে উদ্যত হয়েছে। সাপুড়িয়ার লালিত ভূজঙ্গ তাকেই দংশন কতে তুলেছে ফণা। বিজ্ঞানের সৃষ্ট হাজার মারণাস্ত্রের তরঙ্গমালা বিক্ষুদ্ধ ভয়াল সাগরে পৃথিবী যেন একটি ডিঙ্গী নৌকা। যেকোন মূহুর্তে তলিয়ে যাবার আশংকায় ভয়ার্ত বিশ্ব যাত্রীদের নিয়ে এ তরী চলছে নিরুদ্দেশের মনযিলে। যারা প্রতিটি মূহুর্তে মরণের প্রহর গুনছে, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় কাটছে যাদের প্রতিটি পলক। অস্তিত্বই যাদের কাছে আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন তাদের নিকট মানবতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রুচি, মূল্যবোধের আলোচনা অর্থহীন পাগলের সংলাপ।

নবীজি (সঃ) তাইত বলেছেনঃ

وَاِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلاً

"অনেক জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে জাহেলীয়াত"। তাই মানুষদের সামনে নবুয়তের কল্যাণপ্রদ ইলমের প্রচার ও প্রসার ঘটাতে হবে। যে জ্ঞান ও বিজ্ঞান শেখাবার জন্যে নবীদের আগমন যে জ্ঞানই দিতে পারে আজকের ভয়ালতা থেকে মুক্তির দিশাঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ـ

"তিনি উম্মীদের মধ্য হতে একজনকে তাদের জন্যে রাসুল বানিয়েছেন, যিনি আল্লাহর আয়াত পড়ে শুনান, তাদেরকে সংশোধন করেন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেন।"

(সূরাঃ জুমুয়া-২)

আজকের ধ্বংসাত্মক জ্ঞানের স্থলে মানুষকে দিতে হবে ওহীর কল্যাণ প্রদ জ্ঞানের আলো। তা না হলে তথাকথিত এ জ্ঞান বিস্তার অজ্ঞতার অন্ধকার চাইতেও হাজারগুন

www.pathagar.com

অন্ধকারের গাঢ়তা নিয়ে আসবে।

ইংরেজ কবি T. S. Eliot তাই বলেছেন, "All our knowledge brings us nearer to our ignorance. All our ignorance brings us nearer to death."

"আমাদের জ্ঞান আজ আমাদেরকে নিয়ে চলছে অজ্ঞতার অন্ধকারে আর অজ্ঞতা আমাদেরকে হাজির করেছে ধ্বংসের কিনারে"।

হতাশার কাল রাত ঃ

প্রিয় পাঠক! এ রাজনৈতিক জুলুম ও নিপীড়ন, অর্থনৈতিক শোষন ও বঞ্চনা, সাংস্কৃতিক গোলামী ও যৌনাচার, অবক্ষয়ের গ্লানি ও হতাশা, মারণাস্ত্রের বিভীষিকা ও ভয়ালতায় ক্লিষ্ট জর্জরিত, রক্তাক্ত, হতাশ, আহত ও পীড়িত মানবতার মুক্তির কোন পয়গাম কারো কাছে আছে কি?

কোন ধর্মীয় গ্রন্থের পথনির্দেশ, কোন রাষ্ট্র নায়কের সফল নেতৃত্ব, কোন দার্শনিকের মতবাদ দিশাহারা মানব গোষ্ঠীকে দিতে পারে কাংখিত পথের দিশা ? এ জিজ্ঞাসার সোজা জবাব 'না'। ঐ মতবাদ গুলো ব্যর্থতা ও হতাশার উপসর্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহাদের অস্তিত্ব যেখানে যতটুকুন আছে- ততটুকুন দুর্ভাগ্য আর যন্ত্রনাই মানবতার জন্যে অবশিষ্ট রয়েছে।

আর একসময়ের ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল, বাইবেল, ত্রিপিটক, গীতা ও গ্রন্থসাহেব এগুলো একটিও Original অবস্থায় নেই এতে বিকৃতি, মিশ্রণ, ও হেঁয়ালিতে পরিপূর্ণ। এগুলো জীবিতদের কিতাব নয়। এ গুলি ছিল নির্দিষ্ট জনপদের জন্যে ও নির্দিষ্ট জামানার জন্যে সে জামানা ও জনপদ কোনটাই আজ নেই। সে কিতাবের থাকার প্রয়োজীয়তা ও আর নেই।

সমাধান কি ও কিভাবেঃ

কোথায় লুকিয়ে আছে মানবতার মুক্তির জিয়ন কাঠি। এর সন্ধান কোথায় রয়েছে একে অনুসন্ধান করতে হবে, এর মধ্যে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব নিহিত রয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সকল দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সাহিত্যিক, শিল্পী, গবেষক ও বিজ্ঞানী পথ হারিয়ে ফেলেছে। গোমরাহির অন্ধকারে অজান্তে উদ্ভান্তের মত ঘুরে মরছে। তারা শুরুকে মনে করেছে শেষ, আর পূর্বকে ভেবেছে পশ্চিম। আমার মতে, ইহাই আজকের সবচেয়ে জটিল ও গুরুতর সমস্যা। ইহা কোন বিশেষ এলাকার বা বিশেষ মানব গোষ্ঠীর সমস্যা নয়। ইহা গোমরাহির বিশ্ব সমস্যা, যাকে কেন্দ্র করে তামাম সমস্যা আবর্তীত হচ্ছে। এর সমাধানে কোন প্রকার অবহেলা, কালক্ষেপন ও সিদ্ধান্তহীনতা মারাত্মক জুলুম বই আর কিছুই নয়। আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারি পথহারাদের জন্যে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের চাইতেও সর্বাগ্রে প্রয়োজন পথ নির্দেশন বা Guidance. বিশ্বের সকল মানুষের জন্যে একটি পূর্ণাঙ্গ, যথার্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনবিধান আজকের বড় প্রয়োজন। কিন্তু কিভাবে আমরা ইহা লাভ করতে পারি? মানব মস্তিষ্ক কি জন্ম দিতে পারে সর্বজন স্বীকৃত একটি নির্ভুল জীবন বিধান? কোন একজন উচুমানের পন্ডিত, দার্শনিকের পক্ষেও

www.pathagar.com

এ দূরহ কাজে হাত দেয়ার বিষয় চিন্তাই করা যায় না বরং ইহার জন্যে যদি পৃথিবীর সমগ্র মানব জমা হয় তবুও এর সম্ভাবনা এইরূপ যেন মানবীয় জ্ঞানের সমষ্টির ক্ষুদ্র চামুচ হাতে পৃথিবীর সমুদয় অথৈ জলরাশির পরিমাপ করার মত অসাধ্য এক বিষয়।

জীবন বিধান কে দেবে?

জীবন সংবিধান রচনাকারী সত্বার কি প্রয়োজনীয় গুনাবলী থাকা প্রয়োজন। এবার আমি সে প্রসঙ্গে যেত চাই- যে গুণাবলীর পরিপূর্ণ সমাবেশ না হলে কারো পক্ষে মানুষের জ ন্যে াবিধান রচনা অসম্ভব।

প্রথমতঃ পরিপূর্ণ ও যথাযথ জ্ঞানঃ সর্বাগ্রে প্রয়োজন সকল বিষয়ের পরিপূর্ণ ও যথাযথ জ্ঞান। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের রয়েছে নিজস্ব রুচি, চিন্তা, মনন তাকে সকলের সম্পর্কে, সকল অবস্থা সম্পর্কে, প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন সম্পর্কে নিবিড়ভাবে জানতে হবে।

জানতে হবে মানুষের সাথে সম্পর্কিত তামাম বিষয় ও বস্তু নিচয় সম্পর্কে। তার নিকট গতকাল, আজকের ও আগামীকালের জ্ঞান জরুরী। মানুষ এর নিকট যে জ্ঞান রয়েছে তা অতি নগন্য সে সামনে দেখে পিছনে দেখেনা; সে ক্ষুদ্রকে দেখেনা বড়কেও দেখেনা, বেশী নিকটেও দেখেনা আবার বেশী দূরেও দেখেনা। অন্ধকারেও দেখে না, বেশী আলোতেও দেখে না। সাপকে দড়ি মনে করে আবার দড়িকে সাপ মনে করে ভয় পায়। আজকের সব কিছু জানেনা, গতকালের অনেক কিছু মনে থাকেনা, আগামীকালের কোন কিছুই বলতে পারেনা। এমন মানব অনাগতকালের মানুষের জীবনবিধান কিভাবে রচনা করবে? আল্লাহ্ তায়ালাই মহাজ্ঞানী যার অস্তিত্বের মধ্যে জ্ঞান রয়েছে। তাঁকে কোন কিছু জানতে অন্য কিছুর সাহায্য নিতে হয় না। তাঁর অগোচরে জ্ঞানের বাহিরে কিছুই নেইঃ

يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّابِمَا شَاءَ-

"মানুষের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সর্ব বিষয় তিনি জ্ঞাত। তাঁর সীমাহীন জ্ঞানের পরিধি রচনা কোন জ্ঞানীর জ্ঞানের পক্ষে সম্ভব নয়, তিনি স্বীয় জ্ঞান ভান্ডার থেকে যদি কাকেও কিছু দেন সেটি ভিন্ন"।

দ্বিতীয়তঃ দুর্বলতার উর্ধ্বে থাকাঃ তাকে সকল প্রকার ভুল ও দুর্বলতা থেকে হতে হবে 'সোবহান' ও 'পবিত্র'। কোন ভুল অপর একটি ভুলের জন্ম দিতে পারে। পারে না নির্ভুল কিছু দিতে। যিনি জীবন বিধান তৈরী করবেন তার দেখা, বলা, চিন্তা, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তে ভুলের লেশমাত্র সংযোগ থাকতে পারবেনা।

ভুল যেখানে মানবীয়- To err is human সেখানে মানব কিভাবে এগুণের অধিকারী হবে? আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ

وَخُلِقَ الْاِنْسَانَ ضَعِيْفًا - (اَلْقُرْاٰن)

'মানুষকে দুর্বল করেই সৃষ্টি করেছেন'। (আল-কোরআন)

www.pathagar.com

একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা তামাম দুর্বলতার উর্ধ্বে।

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ ـ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ـ

"তাঁর ক্ষমতা আকাশ পৃথিবীর সবকিছুকে বেষ্টন করে রয়েছে। কিছুই তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে না; তিনি মহান শ্রেষ্ঠতম সত্তা।" (সূরাঃ বাকারা-২৫৫)

তৃতীয়তঃ নিরপেক্ষতা বজায় রাখাঃ ইনসাফ আর এটি দুর্লভ বিষয়। সকল মানুষের প্রতি সমান দৃষ্টি, সাদা-কালো, আরবী-অনারবী, ধনী-গরীব, আত্মীয়-অনাত্মীয় ইত্যাদি সকলের প্রতি নিরপেক্ষতা বজায় রাখা কঠিন; নয় অসাধ্য বিষয়। মানুষ নিজ রক্ত, বংশ, সমাজ, এলাকা, ভাষা, দল ইতাদির প্রতি বিশেষভাবে দুর্বল ও পক্ষপাতের দোষে দুষ্ট। তাই কোন মানুষের পক্ষে সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষ ইনসাফপূর্ণ বিধান রচনা অসম্ভ
ব

শুধু ঐ সত্বার পক্ষে ইহা সম্ভব যিনি নিজে কাকেও জন্ম দেন নাই তিনিও জাত নন, কোন ব্যাপারে তার সমকক্ষতা নেই। যার নিজের কোন কিছুর প্রয়োজন আছে সে নিরপেক্ষ থাকতে পারবে না। সৃষ্টির প্রয়োজনের শেষ নেই। স্রষ্টার শুধু প্রয়োজন নেই।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

"তিনিই আল্লাহ্ তায়ালা যিনি সব হইতে নিরপেক্ষ ও মুখাপেক্ষহীন। না তাঁহার কোন সন্তান আছে আর না তিনি কাহারো সন্তান, সকল বিষয়ে তিনি অতুলীয়"। -ইখলাস।

চতুর্থতঃ কল্যাণ ও অকল্যাণ করার ক্ষমতাঃ ভাল ও মন্দে জ্ঞান প্রথমে থাকতে হবে। সমগ্র সৃষ্টির কোনটি মানুষের জন্যে কল্যাণকর আর কোনটি অকল্যাণকর। জীবন বিধানের সাথে উহা একান্তভাবে সম্পর্কিত। আবার কারো জন্যে যা অকল্যাণ অপরের জন্যে তা তখন কল্যাণকর। এ বিষযে সকলের স্বার্থ সংরক্ষন কি কঠিন এক বিষয় আপাততঃ অনেক কল্যাণের মধ্যে রয়েছে অকল্যাণ তেমনি অকল্যাণের মধ্যে রয়েছে কল্যাণ। আবার উত্তম ও প্রয়োজনীয় অনেক জিনিষ রয়েছে একটি সময় ও পরিমাপের পর উহা আর উত্তমও নয় প্রয়োজনীয় নয়।

কোন মানুষ এ জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। এ অপরিহার্য গুণ স্রষ্টার সাথে আছে। যার ইচ্ছায় কল্যাণ ও অকল্যাণ নিয়ন্ত্রিত। এ বিষয়ে কোরআন বলেঃ

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَايَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّ هُمْ يُخْلَقُوْنَ ـ وَلَايَمْلِكُوْنَ لِاَ نْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا ـ

"তোমরা আল্লাহ্কে ছাড়া যাদেরকে ইলাহ বা আইনদাতা বানিয়েছ এরা তোমাদের তো

www.pathagar.com

দুরের কথা নিজেদের কল্যাণ ও সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেনা। (সূরাঃ ফোরকান- ৩)

পঞ্চমতঃ সৃষ্টি করার ক্ষমতাঃ ইহা অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে মানুষের জন্যে কানুন তৈরী করবে তাকে অবশ্যই মানুষ বানাবার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে।

সেই মানুষের কারিগরই মানুষের ফিতরাত, দূর্বলতা, সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে খোদ মানুষের নিজের চাইতেও বেশী জ্ঞানের অধিকারী। কেউ যদি কোন যন্ত্র তৈরী করে তবে উহা পরিচালনার নিয়ম নীতি তিনিই দেবেন ইহা স্বাভাবিক বিষয়। তৈরী করবে একজন আর পরিচালনার বিধান দেবে অন্যজন এটি জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেকের পরিপন্থী। যিনি একাই মানুষ সৃষ্টি করলেন তিনি মানুষের হৃদয়ের জাগ্রত অনুভূতি সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত। আইন রচনা করার জন্য মানুষেরা তাঁকে বাদ দিয়ে আর কোন সত্তার কথা যদি চিন্তা করে এর চাইতে নিকৃষ্ট জুলুম আর কি থাকতে পারে? কোরআন ডাক দিয়ে বলেঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَاتُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ـ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدْ ـ

"নিশ্চয় আমিই মানুষ সৃষ্টি করেছি, তার হৃদয়ে জাগ্রত অনুভূতির খবর রয়েছে আমার কাছে, আমি তার স্কন্ধ শিরার চাইতেও তার নিকটে অবস্থান করছি।" (সূরাঃ কাফ- ১৬)

উল্লোখিত গুনাবলীর বিচারে একথা স্পষ্ট যে কোন বিশেষ মানুষের বা সকল মানবগোষ্ঠীর পক্ষেও মানুষের জীবন বিধান রচনা সম্ভাবনার অতীত। এমন কি ইন্সানের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ও ইনসানে কামিল আল্লাহ্‌র পায়গাম্বরেরা। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা ইহা নবীদের পক্ষেও সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কথা এইযে সৃষ্টি যার আইন ও বিধান রচনার অধিকার তাঁর। মানব ইতিহাসে সীমা লংঘনের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত মানব ইতিহাসে কেউ খালেক (خـــالـق) বা স্রষ্টা হওয়ার দাবী করে কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেনি। আর উহা সহজ দাবী নয় কারণ স্রষ্টাকে-ত সৃষ্টি হাজির করতে হবে। তাই কোরআন Challenge দিয়েছেঃ

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اٰلِهَةً لَايَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ـ

"তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে আইনদাতা বানিয়েছ তারা কি কিছু বানিয়েছে বরং তাদেরকেই বানানো হয়েছে- (সূরাঃ ফোরকান- ৩)

হতভাগ্য মানবেরা মানব সৃষ্টি দাবী করে নাই সত্য কিন্তু বিধান দেয়ার এ অনাধিকার দাবী কখনও ছাড়েনি। এ বিষয়ে কোরআন পরিষ্কার করে বারংবার বলেছে ঃ

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ـ

"সাবধান! সৃষ্টি যার হুকুমের অধিকারও তার।"

আর তিনি আল্লাহ্ সোবাহানু তায়ালা যিনি সকল সৃষ্টির লা -শরীক স্রষ্টা। তাই বিধান

www.pathagar.com

রচনায় তার সাথে আর কোন শরীক নেইঃ

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ -

"নিশ্চয়ই হুকুম দেয়ার এক আল্লাহ্ ছাড়া কারো অধিকার নেই।"

আল্লাহ্ তায়ালা সকল যুগের মানুষের জন্যে জামানার নবীগণের মাধ্যমে মানব জীবনের বিধান নাযিল করেছেন। পৃথিবীতে মানুষ আগমনের পূর্বে আল্লাহ্ তায়ালা বিধান তৈরী করে আদম (আঃ) যিনি প্রথম নবী ও প্রথম মানুষ যাকে আল্লাহ্ তায়ালা এ বিষয়ে বললেনঃ

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِنْ هُدًا - فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ -

"আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জীবন চলার বিধান নাযিল হবে যদি তোমরা উহাকে অনুসরণ কর তবে তোমাদের জন্যে চিন্তার ও ভয়ের কোন কারণ নেই।" (সূরাঃ বাকারা-৩৮)

উপরের সিদ্ধান্তমূলক আয়াতে তিনটি বিষয় আর সন্দেহ নেই, রহিল না।

- জীবন চলার বিধি বিধান আল্লাহ্ থেকেই আসবে; এর দ্বিতীয় আর কোন উৎস নেই।

- মানুষের এই বিধানের অনুসরণ বা প্রত্যাখ্যান করার পূর্ণ ইখতেয়ার রইল। যারা এ বিধানের অনুরণে জীবন পরিচালনা করবে তাদের জন্যে ভয় ও চিন্তার কোন কারণ নেই। তাদের জীবন হবে নির্ভয়, নিষ্কণ্ঠক ও সফলতায় পরিপূর্ণ।

-আর যারা এ বিধানের পরিবর্তে অন্য কোন আদর্শ অনুসরণ করবে তাদের জন্যে রয়েছে ভয়াবহ উদ্বেগের বিষয়। যে ভয়াবহতা আজ মানব জীবনকে আচ্ছন্ন করেছে। বিশ্ব মানবের হেদায়াত এর শেষ ও চূড়ান্ত কিতাবই- 'আল্ কোরআন' যা আল্লাহর পক্ষ হতে নবীয়ে আকরাম (সঃ)-এর নবুয়তের ২৩ বছরে অবতীর্ণ হয়েছে। পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত এবং সকল দেশের, সব শ্রেণীর, জাতির, ভাষার ও বর্ণের মানব মন্ডলীর পথনির্দেশ হিসেবে ও সব সমস্যার সমাধান হিসেবে কোরআনই যা একমাত্র ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী; এ বিষয়ে সংপেক্ষপে আমি আলোকপাত করতে চাই।

সন্দেহাতীতঃ

সন্দেহযুক্ত, ভুলে পরিপূর্ণ, সংশোধন ও পরিমার্জনযোগ্য কোন আদর্শ পথ প্রদর্শন করতে পারেনা। সমাধান সম্পর্কে পেশকৃত বিধান যদি নিশ্চিত ও নির্ভুল না হয় তবে উহা কখনও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেনা। মানবজাতির হাতে যত সংবিধান ও পথনির্দেশিকা ও মতবাদ রয়েছে সবকিছু যে ভুলে পরিপূর্ণ ও সন্দেহযুক্ত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এদের মধ্যে একটিও কি এমন রয়েছে যাকে সংশোধন প্রয়োজন নেই। বরং সংশোধনী যে প্রয়োজন তার জন্যে সংবিধানের মধ্যেই এর ব্যবস্থা রয়েছে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম কোরআনী সংবিধান যার মধ্যে সন্দেহ্ নয় সন্দেহের অবকাশও নেইঃ

www.pathagar.com

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ -

"এ সেই কিতাব যার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।" (সূরাঃ বাকারা-২)

এমন দাম্ভিকপূর্ণ দাবী রেখে গোটা দুনিয়াকে আল-কোরান যে Open challenge দিয়েছে, এর পেশকৃত তত্ব, তথ্য বা ব্যাকরণগত সামন্যতম ভুলের প্রতি ইংগিত করে এ Challange গ্রহণ করার কি কেউ নেই? আজ পর্যন্ত এ Challenge রয়েছে Un-challenge. এমন একটি নির্ভুল কিতাব বর্তমান থাকার পরও মানব জাতিরা ভুলকে বানিয়েছে আদর্শ। এর চাইতে দুর্ভাগ্য মানবতার জন্য আর কি হতে পারে?

পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণঃ

পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণতার দৃষ্টিতে কোরআন একমাত্র উদাহরণ। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সমাজ, পরিবার, আইন, আদালত, আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদি সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে এমন কোন কিতাব সম্পর্কে বিশ্ববাসীর জানা নেই। এর একমাত্র দৃষ্টান্ত 'আল-কোরআন' যার মধ্যে 'নাই শুধু নাই' আর সব কিছুর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এটা আশ্চর্য এক বিস্ময় ছাড়া আর কিছু নয়। কোরআন নিজের সম্পর্কে বলেঃ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ -

"আমরা আপনার উপর এমন এক কিতাব নাযিল করেছি যার মধ্যে সকল বিষয়ের আলোচনা রয়েছে।" (সূরাঃ নহল- ৮৯)

মানব সমস্যা অন্তহীন। সমস্যার জটিলতা বেড়েই চলছে, সমস্যা সমাধানে মানুষ আজ দিশাহারা। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক এত সব সমস্যার সমাধান কিসে হতে পারে, এমন কোন গ্রন্থ আছে কি? যার মধ্যে সকল সমস্যার সমাধানের সঠিক নির্দেশনা রয়েছে। যেখানে একটি সমস্যা সমাধানের জন্যে হাজার গ্রন্থের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সেখানে হাজার হাজার সমস্যার সমাধান করার জন্যে একটি কিতাব কিভাবে যথেষ্ঠ হবে? এর ব্যতিক্রম শুধু একটি কিতাব, যার সম্পর্কে বলা যায় 'সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে - 'আল-কোরআন'। ইহার বৈশিষ্ট্য- ইহা পদ প্রদর্শন, নির্দেশিকা Guidance. هدا هذا এখানে শুধু বলা হয়েছে। هدا কত দিনের জন্যে? কোন কোন সমস্যার জন্য? কোন লোকদের জন্যে? কোন সীমানা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়নি এ 'হুদা'কে। তাই ইহা সকল সময়ের জন্য, সকল সমস্যার জ ন্য ও সকল লোকের জন্যই هدا এমন দাবী করার সাহস কোন আদর্শের আছে কিনা? আর সে পথ নিদের্শ এত সুস্পষ্ট, নিশ্চিত ও যথার্থ যে, উহাকে গ্রহণ করে পৃথিবীর সবচেয়ে অসভ্য, বর্বর, সমস্যা সংকুল মানুষগুলো আরোহন করেছিল সভ্যতার উচ্চ শিখরে।

এর দিকে দৃষ্টি ফেরাবার সময় যখন হবে তখন থেকেই মানবতার মুক্তি সূচনা হবে।

www.pathagar.com

সার্বজনীনঃ

বিশ্বের সকল মানুষের প্রয়োজন পূরণে সমর্থ, সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়েছে, সকলের নিকট সমভাবে প্রযোজ্য ও গ্রহণযোগ্য এমন কোন মানবতাবাদী সংবিধান কোথায়ও ছিলনা এবং হবেনা। পৃথিবীর সকল জীবন বিধান ও সংবিধান বিশেষ উদ্দেশ্যে, বিশেষ সময়ে, বিশেষ দেশের, বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্যে প্রণীত। ঐ বিশেষ এর বাইরের পরিমন্ডলে এর কোন আবেদন নেই ও থাকার কথা নয়। যেমন ধরুন, বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়েছে একটি বিশেষ দেশের অধিবাসীর জন্যে, উহাতে শুধু তাদের জানমালের নিরাপত্তা, কল্যাণ, শিক্ষা, চিকিৎসা, ইত্যকার বিষয় বিধৃত রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের বাইরে অগণিত জনপদের বিষয়ে ঐ সংবিধানে কিছু নেই। তাদেরও উহাকে গ্রহণ করার প্রশ্ন নেই। ব্যতিক্রমটা শুধু কোরআনেই রয়েছে। উহা বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, ভাষা, বর্ণ, এলাকার উর্ধ্বে সকল মানুষকে সামনে নিয়ে বিধান দিয়েছে। যেমনঃ

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْفَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ـ

"যে ব্যক্তি কোন মানবকে হত্যা করল ও জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করল সে যেন সমগ্র মানবতাকে হত্যা করল।" (সূরাঃ মায়েদাহ্- ৩২)

কোরআন এখানে আরবী, অনারবী, সাদা-কালো, মুসলিম-অমুসলিম কিছুই না বলে نفس বলেছে অর্থাৎ 'মানুষ' সে যে কেউ হতে পারে, হতে পারে গাছের কোটরে বাস করা অসভ্য. অরন্যচারী কোন মানুষ। তাকে হত্যা করাকেও কোরআন মানব গোষ্ঠী হত্যার সামিল বলেছে। এ সার্বজনীন ও মানবতাবোধে উজ্জীবিত বিধান কোরআনে করিমেরই একক ও অনন্য বৈশিষ্ট্য।

আজকের বিশ্ব মানবতা হাজার খন্ডে বিভক্ত, ভাষা, বর্ণ, অঞ্চল, পেশা মানুষকে শুধু দলে উপদলে বিভক্ত করেনি বরং পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত করে দিয়েছে। সংগঠিত হয়েছে দুটি 'বিশ্বযুদ্ধ'। কোটি কোটি মানুষ জীবন দিয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে জাতিসংঘ। অথচ আজ ও বর্ণ, ভাষা, এলাকা, অর্থ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সাদা-কালো, আরব-অনারব, ইহুদী-খ্রীষ্টান, উচ্চবর্ণ-নিচবর্ণের মধ্যে সংঘাত লেগে রয়েছে প্রতিনিয়ত। অথচ একটি বিবৃতি দেয়া ছাড়াই UNO আর কিছুতে নেই। জাতিসংঘও বন্দী হয়ে আছে VETO এর জিন্দানে।

শাশ্বত ও চিরন্তনঃ

সত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা হবে চিরন্তন ও শাশ্বত। অবস্থা ভেদে, কালের ব্যবধানে, দলের পরিবর্তনে বা অন্য কিছুতে বিধান ও আইনের পরিবর্তন হবে না। কিন্তু মানুষের রচিত সব বিধানই সদা পরিবর্তনের ভয়ে কম্পমান। সংখ্যাধিক্য হলেই তারা সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য করতে, বৈধকে অবৈধ ও অবৈধকে বৈধ করতে পারে। আবার

www.pathagar.com

মানুষের গড়া বিধান-আজকের প্রয়োজনে যা তৈরী হয়েছে আগামী দিনে উহা অপ্রয়োজন বলে বাদ দিতে হচ্ছে। তাই সর্বদা ও সর্বত্র এ পরিবর্তন চলছে। মানবীয় জ্ঞান অভিজ্ঞতার দন্যতার জন্যে এইরূপ না হয়ে উপায় নেই।

যে আদর্শ আগামীকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবে বলে সন্দেহ আছে উহার পক্ষে অনাগত কালের মানবতাকে বাঁচানো সম্ভবপর নয়।

এমন চিরন্তন, অমর, কালজয়ী আদর্শ শুধু কোরআনে করিমকে বলা যাবে। পাহাড় যেমন দাঁড়িয়ে রয়েছে কালের পর কাল ধরে, আকাশে নীলিমার কোন রং আজও বদলায়নি লক্ষ বছর পরেও, সাগরের কল্লোল আজও থামেনি- থামবেনা কোন দিন, চন্দ্র, সূর্য চিরন্তন এক নিয়মের উপর এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, আজ থেকে হাজার বছর পরও কোন নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট দিনে সূর্য্যের উদয়-অস্ত অংক কষে বলে দেয়া যাবে।

তেমনি প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে অবতীর্ণ আল-কোরআন স্রষ্টার এক চিরন্তন, অলঙ্ঘনীয় বিধান হিসেবে রয়েছে অম্লান। হাজার হাজার বছর পূর্বে ইহার উপযোগীতা যেমন ছিল কালের দীর্ঘ ব্যবধানে উহা পূর্বের চাইতেও যেন দেদীপ্যমান। ইহার বর্ণনার ভাষা পর্যন্ত এত আধুনিক, মার্জিত, শানিত ও সুদূর প্রসারি যে, পাঠকের মনে হবে এখনি ইহা অবতীর্ণ হচ্ছে, হাজার হাজার বছর ধরে কোটি কোটি মানব বছরে কোটি বার অধ্যয়নের পর অধ্যয়ন করে একে এক বিন্দু জীর্ণ, পান্ডুর পুরানো ও সেকেলে করতে পারেনি। 'এর' মধ্যে কালের পর কাল বেঁচে থাকার অমরত্ব ফুঁকে দেয়া হয়েছে। নবীজি (সঃ) বলেনঃ

قال قال رسول الله (صلعم) ولا يخلق عن كثرة الرءولاينقضى عجائبه - (ترمذى)

"বার বার অধ্যয়ন ইহাকে পুরান করবেনা, ইহার রহস্য রাজি কখনও শেষ হবার না।" যেমন ধরুন আজ থেকে হাজার পূর্বে কোরআন খুন, রাহাজানী ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে কঠোর দন্ডবিধি নাযিল করেছিল ঃ

إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

"জানের জন্য জান, চোখের জন্য চোখ, নাকের জন্য নাক; কানের জন্য কান আর সব ধরনের যখমের জন্য সমান বদলা নির্দিষ্ট"। (সূরাঃ মায়েদা-৪৫)

আজকের যুগের সন্ত্রাস, খুন ও রাহজানীর জন্যে কোরআনী বিধান হুবহু কার্যকরী করে দেয়া সম্ভব এর মধ্যে এক চুল পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই। আগে যেমনি উহা কল্যাণ বয়ে এনেছিল এখনও অনুরূপ কল্যাণ বয়ে আনবে। যেমন পূর্বে পানি মানুষের তৃষ্ণা মেটাত এখনও পূর্বের মতই তৃষ্ণা মেটাবে। এ কোরআন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ জীবনের পরিচালনার এক আইনে কিতাব Historian Nicolson এর ভাষায় 'An

www.pathagar.com

encyclopedia for law of Lagislation' ইহা আইন ও প্রশাসনের বিশ্বকোষ।'

হায়! এমন একটি নির্ভুল, পরিপূর্ণ, সার্বজনীন ও শাশ্বত খোদায়ী বিধান মানুষের কাছে বিদ্যমান থাকার পরও মানবতার মুক্তি কেন সম্ভব হচ্ছে না? এর উত্তর দিয়ে প্রবন্ধের ইতি টানতে চাই।

উপসংহারঃ

মুসলীম জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্রাংশের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাবের এ পরিচয় রয়েছে জানা। বিশ্বের অগণিত মানব যারা তালাশ করছে কাংখিত যে পথ উহাই যে 'আল-কোরআন' এ সত্য তাদের কাছে আজও অজানা।

মনে করুন, অসংখ্য মানব তাদের সহায় সম্পদ সহ এগিয়ে চলছে বিধ্বস্ত এক পথে। এটি অনেক পুরানো এক রাজপথ, সে পথের Bridge গুলো নড়বড়ে, ভেঙে পড়েছে অনেকগুলো, সেখানে শুরু হয়েছে জানজট। দিন নয়, মাস নয়, বছর পেরিয়ে যাচ্ছে; লাখ লাখ যানবাহন তাদের যাত্রীদের নিয়ে আট্‌কা পড়েছে জটে। করুণ মানবেতর এক অবস্থা। রাজপথে রয়েছে লাখ জনতা। নারী, বৃদ্ধ, শিশুরা আর্তনাদ করছে ঘরে ফিরবে কবে? তারা জানেনা বিকল্প রাজপথের খবর, উহা অতি প্রশস্ত Highway, সে বিশাল নিরাপদ বিশ্বরোড দিয়ে সহজে গন্তব্যে পৌছা যাবে। তাদের আটকে পড়া এ বিশাল, বিব্রতকর, ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত জনপদের নিকট কে পৌছে দেবে পথের খবর? কে তাদের জীবন গাড়ী ঘুরিয় দেবে জান্নাতী এ রাজ পথে? তাদেরকেই এগিয়ে যেতে হবে সাহসী পদক্ষেপে যাদের কাছে রয়েছে পথের খবর। মানবতার এ উদ্ধার কর্মীদলকে নিজেদের আরাম, আয়াশ ও সুখকর স্বপ্ন রচনায় হতে হবে বেখবর। ঘর্মাক্ত, ক্লান্ত মুসাফিরদের সাহার্য্যার্থে তাদেরকে হতে হবে ঘর্মাক্ত ও পরিশ্রান্ত, পথহারাদের পথ দেখাতে গিয়ে তারা সময় কাটাবে রাজপথে। দিশাহারাদের নিকট পৌছে দেবে আল-কোরআনের দিশা। বিভ্রান্তদের নিকট কানফাটা চিৎকার দিয়ে বলবেঃ

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔

"তোমরা প্রভুর ক্ষমা ও মাগফিরাতের দিকে আগুয়ান হও, জোর কদমে এগিয়ে চল ঐ জান্নাতী রাজপথে- যার প্রশস্ততা আকাশ- পৃথিবী জুড়ে রয়েছে।" (সূরাঃ আলে ইমরান-১৩৩)

www.pathagar.com

সুন্নাতে রাসুল (সঃ)

সূচনা ঃ মানব সৃষ্টির সূচনা হয়েছে হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম থেকে। তিনি শুধু প্রথম মানব নহেন; প্রথম জ্ঞানীএবং নবীকুলের প্রথম নবীও বটে। আল্লাহ তায়া'লা মানব সভ্যতার উদ্বোধন করলেন তাঁরই মাধ্যমে। মানবজাতি যখন নবীদের প্রদর্শিত সভ্যতার আলো থেকে দূরে সরে যেত তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হতেন নবী এবং রাসুলগণ। এইভাবে রেসালাতের আখেরীতে সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য বিশ্বনবী হয়ে আবির্ভূত হলেন সাইয়্যেদানা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (সঃ)। নিম্নে তাঁরই আনীত মহান আদর্শ তথা সুন্নাতে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (সঃ) সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই। যেহেতু বিশ্বনবীর আগমনের পর পৃথিবীর মাটি আর কোন নুতন নবুয়াত বা রেসালতের জন্য হারাম হয়ে গেছে সেহেতু তাঁর আনীত আদর্শই পৃথিবীর প্রলয়দিন অবধি মানব জাতির জন্য হেদায়াতের একমাত্র আলোক বর্তিকা।

❑ সুন্নাতে রাসুলের (সঃ) পরিচয়

সুন্নাহ শব্দের অর্থ- পথ, ত্বরিকা, নিয়মনীতি ও পন্থা। শরীয়তের পরিভাষায় এই শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে মহান আদর্শ ও আখলাকে পরিপূর্ণতা নিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্বনবী (সঃ) কে জগতবাসীর জন্য পাঠিয়েছেন, তা তিনি নবুয়াতী দায়িত্ব পালনের বিস্তৃত অঙ্গনে তথা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও সার্বিক পর্যায়ে- বিশ্বাসে, কথায়, কর্মে ও সমর্থনে অনুসরণ করেছেন উহাই সুন্নাতে রাসুল (সঃ)। নবুয়াতী জীবনের ২৩টি বছরের প্রতিটি পদক্ষেপ, তাঁর মুখ নিঃসৃত প্রতিটি বাণী ও অবস্থার প্রতিটি প্রকাশই সুন্নাতে রাসুলের (সঃ) মধ্যে শামিল। এমনকি নবীজি (সঃ) এর 'সুন্নাহ' হচ্ছে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'লার পাক কালামের একমাত্র নির্ভরযোগ্য সঠিক হেদায়াত ও কোরআনে পাকের খোদায়ী ব্যাখ্যা ঃ

وَجَمِيْعُ السُّنَّةِ شَرْحٌ لِلْقُرْاٰنِ ـ

ইমাম রাগিবের ভাষায় 'সুন্নাহ হচ্ছে সেই নিয়ম পন্থা যা তিনি বাস্তব কথা ও কর্মে অনুসরণ করে চলতেন'-

وَسُنَّةُ النَّبِيِّ طَرِيْقَتُهُ اَلَّتِىْ كَانَتْ يَتَحَرَّاهَا ـ

❑ সুন্নাহ ও হাদীস

হাদীস হচ্ছে ঐ জ্ঞানের নাম যার সাহায্যে নবীয়ে পাক (সঃ) এর কথা, কাজ ও অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। এ ব্যাপারে মুহাদ্দেছীনদের ওস্তাদ হযরত মুহাম্মদ বিন ইছমাইল বুখারী (রঃ) এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ

وَهُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهٖ اَقْوَالَ النَّبِيِّ وَاَفْعَالَهٗ وَاَحْوَالَهٗ ـ

'সুন্নাহ শব্দটি হাদীসের চাইতেও ব্যাপক। ইহাতে সমস্ত হাদীসে নবী (সঃ) তো আছেই,

www.pathagar.com

তদুপরি সাহাবায়ে কেরাম, তাবে'য়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের কথা, কাজ এবং সমর্থনও রয়েছে'। আল্লামা আবদুল আজীজ (রঃ) বলেন ঃ

لَفْظُ السُّنَّةِ شَامِلٌ لِقَوْلِ الرَّسُوْلِ (صـ) وَفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَطْلُقُ عَلٰي طَرِيْقَةِ الرَّسُوْلِ وَ الصَّحَابَةِ اَجْمَعِيْنَ ـ

'সুন্নাহ' শব্দটি রাসুলে পাক (সঃ) এর কথা, এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর বাস্তব কর্মনীতি বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

❑ সুন্নাতে রাসুলের (সঃ) গুরুত্ব

সুন্নাতে রাসুল (সঃ) এর গুরুত্ব অপরিসীম। ইহা ইসলামের Frame work। ইহাকে বাদ দিলে ইসলামের গোটা ইমারতে ধসে পড়ার মত ফাটল সৃষ্টি হবে। কোরআনের পর ইসলামের মূল উৎসই এই 'সুন্নাহ'। ইহার সাথে সম্পর্কহীন হয়ে পড়লে কালামুল্লাহও একটি দুর্বোধ্য কিতাবে পরিণত হবে। হেদায়াতের এই কিতাবের অর্থ এতই অস্পষ্ট হয়ে পড়বে যে, ইসলামের মূল বুনিয়াদী বিষয় নামায, রোজা, হজ্ব ও যাকাতের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও পণ্ডিতদের নিজস্ব ব্যাখ্যা ও কল্পনার ধূম্রজালে আচ্ছন্ন হতে বাধ্য। তাই ইসলামের স্থায়িত্ব ও হেফাজত আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসুলের (সঃ) উপর সমানভাবে নির্ভরশীল।

وَعَنْ مَالِكِ ابْنِ اَنَسٍ (رضـ) مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَاتَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ ـ المؤاطا ـ

"আমি তোমাদের জন্যে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা এ বস্তুদ্বয় আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা পথহারা হ.ব না। উহা আল্লাহ্‌র কিতাব ও নবীয়ে পাকের সুন্নাহ।"

উল্লিখিত হাদীসে পাক থেকে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র গুরুত্ব সুস্পষ্ট।

❑ সুন্নাহ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তাঃ

(ক) দ্বীনের ব্যাপারে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ে রাসুলে পাক (সাঃ) এর আনীত সব কিছুকে বিনা শর্তে গ্রহণ করার জন্য মু'মীনদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশঃ

مَااٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ـ

অর্থাৎ 'রাসুল (সঃ) তোমাদের জন্যে যা হাজির করবেন তাই গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন উহা থেকে বেঁচে থাক, এখানে কোন শর্ত নেই কি আনলেন, বিনাশর্তে

www.pathagar.com

সবটুকু গ্রহণ করতে হবে।' (মুয়াত্তা)

(খ) স্রষ্টার ভালবাসা ও সন্তুষ্টি কামনাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এর জন্য মানুষ সংসার সুখ ত্যাগ করে বনবাসী হয়, পারিবারিক জীবন ত্যাগ করে সন্যাসব্রত গ্রহণ করে। আরোপ করে স্বীয় জীবনের উপর রিয়াজতের কঠিন পন্থাসমূহ। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ নয়। সুন্নাতে রাসুলের অনুসরণই আল্লাহর রেজামন্দি হাসিলের একমাত্র পথঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ الرَّحِيْم ـ (ال عمران – ٣١)

নবীজি (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসা ঈমানেরই প্রকাশ। যে হৃদয়ে নবীর প্রেম নেই উহাতে ঈমান নেই।

নবীজির (সঃ) মুহাব্বাত একটি ইবাদত। যাবতীয় ইবাদতের পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীসে পাকে এবং সাহাবায়ে কেরামদের জীবনে রয়েছে বাস্তব নির্দেশিকা। হুজুরে পাক (সঃ) বলেন, 'আমার সুন্নাহকে গ্রহণ করা প্রকৃত প্রস্তাবে আমাকে গ্রহণ করা।'

وَعَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِىْ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَحَبَّنِىْ كَانَ مَعِىْ فِى الْجَنَّةِ

(গ) যে কোন বিষয়ে নবীজি (সঃ) এর আনীত ফয়সালাকে বিচারকের পদমর্যাদায় গ্রহণ করতে হবে। কেউ যদি রাসুলে করিম (সঃ) এর রায়ের উপর সন্তুষ্ট না থাকে তবে ঐ ব্যক্তির ঈমানের দাবী সত্য নয়।

فَلَا وَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ (سورة نساء)

'তোমার রবের শপথ, তারা কখনো ঈমানদার হতে পারবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের যাবতীয় ব্যাপারে আপনার ফয়সালাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেবেনা এবং এ ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোন সংকোচ থাকবেনা।' (সূরাঃ নেসা)

(ঘ) জাহেলিয়াতের অন্ধকার আজ সমগ্র দুনিয়াকে গ্রাস করতে উদ্যত হচ্ছে। নব্য গোমরাহীর এ বেপরোয়া হামলায় মুসলমানদের ঈমান আক্বীদা সহ তাদের আমল আখলাক দারুণভাবে বিপর্যস্ত। সর্বগ্রসী এই বিপর্যয়ের মূল কারণ সুন্নাতে রাসুল (সঃ)

www.pathagar.com

থেকে মুসলমানদের দূরে সরে থাকা। হুজুরে পাকের (সঃ) এ ব্যাপারে সাবধান বাণী রয়েছে যে, যারা আমার সুন্নাহকে ছেড়ে দেবে তারা অবশ্যই গোমরাহীতে নিপতিত হবে।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَوْتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ - مسلم

'তোমরা যারা নবীর তরিকা ছেড়ে দেবে তারা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে'। - মুসলিম শরীফ

(ঙ) উম্মাতে মুহাম্মাদী (সঃ) এর মধ্যে আজ অনৈক্যের আগুন জ্বলছে। অসংখ্য বাতিল মতবাদ ও ফেরকায় উম্মত শতধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। উম্মতের এই ভয়াবহ ব্যাধির চিকিৎসা কিসে হতে পারে? এই প্রশ্ন আজ ভাবিয়ে তুলেছে উম্মাতের জ্ঞানীদেরকে। আমার বিনীত চিন্তা এই যে, একমাত্র সুন্নাতে রাসুলের (সঃ) মজবুত রশিই মুসলিম উম্মার এই ফেরকার কঞ্চিগুলোকে একটি আঁটিতে পরিণত করতে সক্ষম। অতীত জাতির পতন ও ধ্বংস এসেছিল এই বিভক্তি থেকেই। তাই নবীজি (সঃ) এই ব্যাপারে উম্মতকে পূর্বেই সাবধান করেছেন।

تَفَرَّقَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى اَحَدٍ وَّ سَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى اِثْنَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَ سَتَتَفَرَّقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّ سَبْعِيْنَ فِرْقَةً -

অর্থাৎ 'ইয়াহুদীরা একাত্তর দলে ও নাছরারা বাহাত্তরটি দলে, আর আমার উম্মত তিয়াত্তরটি উপদলে বিভক্ত হবে।'

كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا وَاحِدَةً - قِيْلَ مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟

শুধু একটি দল ছাড়া সকলেই জাহান্নামী। হুজুরকে জিজ্ঞাসা করা হলো তারা কারা?

قَالَ مَااَنَا عَلَيْهِ وَ اَصْحَابِىْ -

নবীজি (সঃ) জবাবে বললেন 'তারা আমি ও আমার সাহাবীদের অনুসারী।' -আবু দাউদ/ মসনাদে আহমদ

(ছ) নবীজির (সঃ) সুন্নাহকে গ্রহণ করা, অনুসরণ করা, বা মানব জাতি ভুলে গেছে এমন কোন মৃত সুন্নাহকে অনুসরণের মাধ্যমে জিন্দাহ করার অর্থ স্বয়ং পয়গম্বর (সঃ) কে জিন্দাহ করার মত। এটা ভাবতে কেমন লাগে যে, উম্মাতগণ এমন নবীর (সঃ) আদর্শ ছেড়ে কত নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণে ব্যস্ত রয়েছে।

www.pathagar.com

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْيَا سُنَّتِىْ فَقَدْ اَحْيَانِىْ -

'যে আমার সুন্নাহকে জিন্দাহ করল সে যেন আমাকে জিন্দাহ করল।'

❑ বিদায়াতের স্বরূপ ও উহার ভয়াবহতা

বিদায়াত শব্দের অর্থ নব উদ্ভাবিত বিষয়, নতুন কিছু চালু হওয়া, বের হওয়া ইত্যাদি। ইসালামী পরিভাষায় এর অর্থ- দ্বীনে মুহাম্মদী (সঃ) এর মধ্যে এমন কিছু করা যা নবী করিম (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরামের যুগে অথবা তা'বেয়ী বা তাবে তা'বেয়ীর যুগেও দ্বীনের আহকামের মধ্যে গণ্য ছিলনা।

বিদায়াত সুন্নাতে রাসুলের বিপরীত বস্তু। কিন্তু দ্বীনের প্রচার প্রতিষ্ঠার জন্যে উদ্ভাবিত পন্থা বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এর সাথে বিদায়াত সম্পর্কিত নয়।

আর পরবর্তী যুগের উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে ফকিহদের রায় ও উম্মতের ইজমাও বিদায়াতের অন্তর্ভুক্ত নহে। বরং যা শরীয়তের দলিল হিসেবে গ্রহণীয়। ইসলাম যে বিদায়াতকে গোমরাহি বলেছে তার মৌলিক উসুল হলো নিম্নরূপ ঃ

ক) যে কর্মের বা আমলের শরয়ী কোন দলিল নেই।
খ) যে আমল কোরআন- সুন্নাহর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামঞ্জস্যশীল নহে।
গ) যে আমল দ্বীনের হুকুম পালন করা বা 'নেহী' থেকে বেঁচে থাকার জন্যে জরুরী নয়। অথচ কোন বিশেষ ব্যক্তিত্ব উহাকে জরুরী মনে করেন ও অন্যদের উপরও চাপাতে চান।

উল্লেখিত সূত্র থেকে বিদায়াত জন্ম নিতে পারে। আর এ ধরনের সূত্র থেকে আসা, দ্বীনের নামে চালু হওয়া আ'মালকে সওয়াবের আশায় করা সব কিছুই বিদায়াত। নবীজি (সঃ) উহা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَ مُحْدِثَاتِ الْاُمُوْرِ -

"তোমরা দ্বীনের মধ্যে নূতন জিনিষ থকে বেঁচে থাক।"

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ -(متفق عليه)

হযরত আয়েশা (রাঃ) নবীজি (সঃ) থেকে বলেন, যে কেউ আমার দ্বীনে নূতন বিধান আনবে উহা বাতিলযোগ্য। (বোখারী ও মুসলিম)

www.pathagar.com

❑ বিদায়াতের ভয়াবহতা

বিদায়াত শুধু একটি গুনাহর নাম নয়, বরং ইহা গুনাহের মিছিলের নাম। ইহা অপরাধের জননী। এর পেট থেকে হাজার হাজার গুনাহ জন্ম নেয়। ইহা ব্যভিচারের চাইতেও ভয়াবহ গুনাহ। কারণ উক্ত গুনাহ থেকে অপরাধী একদিন অনুতপ্ত হয়ে তওবা করবে। অথচ বিদায়াত সৃষ্টিকারীর তওবা নছিব হবেনা। কারণ সে'ত উহাকে ইবাদত মনে করে সওয়াবের আশায় করছে।

ইহা এমন জঘন্য অপরাধ যে সুন্নাত ইহার সাথে সহ অবস্থান করেনা। যে জাতি বিদায়াত গ্রহণ করছে তাদের কাছ থেকে সুন্নাতের নিয়ামত কেড়ে নেয়া হবে। নবীজি (সঃ) বলেন, যাদের কাছ থকে বিদায়াত থাকার কারণে সুন্নাতের বরকত উঠিয়ে নেয়া হবে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ সুন্নাহ আর ফিরে আসবেনা।

وَعَنْ حَسَّانٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِىْ دِيْنِكُمْ اِلاَّ نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لاَ يَعِيْدُهَا اِلَيْهِمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

হাচ্ছান (রাঃ) নবীজি (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন 'যে জাতি নিজেদের দ্বীনে যে পরিমাণ বিদায়াত চালু করবে আল্লাহ অবশ্যই তাদের উপর থেকে সে পরিমাণ সুন্নাত উঠিয়ে নেবেন। কিয়ামত পর্যন্ত তা তাদের মাঝে ফিরিয়ে দেয়া হবে না।'

ইসলামকে ধ্বংসকারী বিদায়াতের চাইতে মারাত্মক মারণাস্ত্র আর একটিও নেই। ইহা শত্রুর পাতানো সে বোমা যা আমরা না বুঝে বুকে ধারণ করেছি। দ্বীনের মধ্যে ইহার ধ্বংসলীলা নাগাসাকি ও হিরোশিমার আণবিক বোমার তাণ্ডবকেও হার মানায়। নবীজি (সঃ) তাই বলেছেন, যে বিদায়াতীকে সম্মান করে সে দ্বীনে মুহাম্মদী (সঃ) বরবাদ করার ব্যাপারে সাহায্য করে ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْاِسْلاَمِ ـ البيهقى ـ

❑ ইত্তেবায়ে সুন্নাতে রাসুলের (সঃ) তাৎপর্য

আমাদের অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে আম্বীয়ায়ে কেরামের আগমনের উদ্দেশ্য কি ছিল? কোন বিশেষ দায়িত্ব পালনের ময়দানে নবীগণ অকথ্য নির্যাতন ও নিপীড়ন ভোগ করেছেন, শাহাদাত বরণ করেছেন অগণিত নবী রাসুল। কোরাআন ও হাদীসের সাক্ষ্য এই যে, মানুষের উপর মানুষের জুলুম ও অন্যায়ের যাঁতাকল ভেঙ্গে তাদেরকে আযাদ করা, আল্লাহর বান্দাদের উপর তারই শাসন প্রতিষ্ঠার মহা প্রয়োজনে নবীদের আগমন

www.pathagar.com

হয়েছিল। কোরআন এ ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ -

"তিনি সে সত্তা যিনি তার রাসুলকে হিদায়েত ও দ্বীনে হক সহকারে পাঠিয়েছেন,যাতে তিনি তামাম বাতেল দ্বীনের উপর উহাকে বিজয়ী করে দেন।"

'দ্বীনে হক্ব প্রতিষ্ঠার' এ দায়িত্ব ছিল সমস্ত নবীদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত জিম্মাদারী। সত্যিকার অর্থে 'এক্বামতে দ্বীনের' এ কাজটি ছিল তামাম পয়গাম্বরের আমলী সুন্নাত।

নবীজি (সঃ) কে অনুসরণ ও ইত্তিবার ক্ষেত্রে মানবগোষ্ঠীর জন্যে সাহাবায়ে কিরামই একমাত্র আদর্শ। তাদের পরিচয় সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহাবা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, "আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বাছাই করেছেন নবীজি (সঃ) এর সাহচর্য দেয়ার জন্যে, আর তাদের দায়িত্ব ছিল দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদ"।

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ اِخْتَارَهُمُ اللّٰهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهٖ وَلِاِقَامَةِ دِيْنِهٖ - (مشكوات)

নিঃসন্দেহে বলা যায়, যে দায়িত্ব পালনে নবীয়ে আখেরুজ্জামান তাঁর নবুয়তী হায়াত ব্যয় করলেন তিল তিল করে এবং তার সাথে এক্বামতে দ্বীনের দায়িত্বে নিয়োজিত লক্ষাধিক সাহাবার জীবন,ত্যাগ ও কোরবানীর এক নজিরবিহীন ইতিহাস। যাদেরকে তপ্ত অঙ্গারে শুইয়ে রাখা হয়েছিল, ফুটন্ত তৈলের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, শুলের উপর বসিয়ে চারিদিক থেকে তীর মেরে সারা শরীর তীরবিদ্ধ করে শহীদ করা হয়েছিল, জিন্দা মানুষ মাটির গর্তে পুতে ফেলা হয়েছিল, যাদের হাড্ডি থেকে গোশত টেনে বের করা হয়েছিল, করাত দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত জীবন্ত মানুষকে চিরে ফেলা হয়েছিল। এত অকথ্য নির্যাতনের পরও তারা দ্বীন কায়েমের ময়দান থেকে একচুল পরিমাণও নড়েনি। আলোচনা আর দীর্ঘ না করে সহজেই বলা যায়, আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালার দ্বীনকে মানব রচিত সমস্ত বাতেল মতবাদের উপর গালেব করার প্রচেষ্টাই সুন্নাতে রাসুলের মূল তাৎপর্য।

❑ সুন্নাতে রাসুল (সঃ) নিয়ে বিভ্রান্তি

প্রত্যেক মূল কাজের আন্জাম দেয়ার জন্যে আনুসঙ্গিক কিছু কাজ অবশ্যই থাকে। আসল কাজটি সম্পাদন করার জন্যে আনুসঙ্গিক কাজগুলির জরুরীয়াত অনস্বীকার্য হলেও উহা মূল কাজের প্রস্তুতি মাত্র। প্রস্তুতিকেই কেউ যদি মূল কাজ বুঝেন তাবে উহা নেহায়েত ভুল। যেমন একজন লোক নামাজ পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে পাক্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করলেন, অজু-গোছলও সম্পাদন করলেন, আজানের সাথে সাথে মসজিদ

www.pathagar.com

পর্যন্ত এসে নামাজ আদায় না করে চলে গেলেন- এ ব্যক্তিটি নামাজের জন্যে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পাদন করলেন, এটা যেমন ঠিক, আবার নামাজ আদায় করেননি এটাও তেমনি ঠিক। আবার মনে করুন, একজন পুলিশ যাকে প্রতিদিন সকালে প্যারেড করানো হয়, বিভিন্ন প্রশিক্ষণে তৈরী করা হয় যাতে শান্তি রক্ষা ও সীমান্ত পাহারাদারীর কাজটা সঠিকভাবে আনজাম দিতে পারে। ঐ কাজে উপযোগী বিশেষ পোশাক, হাতে লাঠি বা রাইফেলও তাকে দেয়া হয়েছে। এ পুলিশটি যদি সময়মত বিশেষ পুলিশী পোশাক ও অস্ত্র হাতে সীমান্ত চৌকিতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে আর তার সামনে লাখ লাখ টাকার মালামাল পাচার হয়ে যায় তবে এর ব্যাপারে কি বলা যাবে? এ পোশাকী পুলিশটির প্রস্তুতি ঠিক থাকলেও দেশ ও জাতির প্রতি তার যে মূল কাজ উহা সে পালন করেনি। ঠিক তেমনি আজকের উম্মাতে মুহাম্মদীর (সঃ) মধ্যেও সুন্নাহ অনুসরণের নামে আত্মতুষ্টি, অহংকার ও দাবীর কমতি নেই, পোশাকে পরিচ্ছদে সার্বিক দৃষ্টিতে একামতে দ্বীনের জন্যে প্রস্তুতিরও ঘাটিতি নেই, কিন্তু দুঃখ ঐখানে যে প্রস্তুতির মধ্যেই সব আয়োজন শেষ। উম্মাতের ঐ পাহারাদারের চোখের উপর বিজাতীয় সভ্যতার মালামাল আমদানী হচ্ছে, প্রত্যহ আমাদের ঈমান আকীদা লুণ্ঠিত হচ্ছে, শত্রু সৈন্য আমাদের রাজধানী আক্রমণের জন্য দ্রুত বেগে এগিয়ে চলছে, অথচ আমরা এ দৃশ্য নীরবে অবলোকন করছি মাত্র। আগুনের লেলিহান শিখা বস্তির পর বস্তি ঘিরে নিচ্ছে, মানবতার আর্ত চিৎকারে আকাশ বাতাস ভারাক্রান্ত, আমরা যেন পানির বালতি হাতে শুধু আগুনের ধ্বংসলীলা দেখছি, ঐ সর্বগ্রাসী আগুনকে নিভিয়ে মানবতাকে বাঁচানোর জন্যে পানি নিক্ষেপের কাজটি যে মূল কাজ এ কথাটি কে না বুঝে? কোরআন তাই বলছে ঃ

وَمَالَكُمْ لَاتُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ..... وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ـ

"কি হয়েছে তোমাদের, তোমরা কি খোদার রাহে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে না? বৃদ্ধ, নারী ও শিশুরা মজলুম হয়ে ফরিয়াদ করে বলছে হে আল্লাহ! জালেমদের হাত থেকে আমাদের জন্যে সাহায্যকারী দল পাঠাও।" (সূরাঃ নিসা-৭৪)

❑ সুন্নাতে রাসুলের দাবী

১। আম্বীয়ায়ে কেরামের আগমনের মূল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে স্থির করা, এ কাজের গুরুত্বকে শরীয়তে মুহাম্মদী (সঃ) এর তামাম আহকামের উপর গুরুত্ব প্রদান করা। জীবনের সমস্ত শক্তি, যোগ্যতা ও প্রতিভা এ উদ্দেশ্যের জন্য নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

২। সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার জন্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, নিজেদের মধ্যে দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে তামাম বিতর্কের অবসান করা, এ মৌলিক কাজের উপর উম্মাতকে একত্রিত করা, দলাদলি ও ফতওয়াবাজির বিষাক্ত পরিবেশ বিদূরিত করা আর সুন্নাতে রাসুলের মাধ্যমে গোটা উম্মাতে মুহাম্মদীর (সঃ) মধ্যে সীসাঢালা ইত্তেহাদ প্রতিষ্ঠা করা।

www.pathagar.com

৩। সুন্নাহ বিরোধী, নবীজি ও সাহাবায়ে কিরামের আদর্শের বিপরীত সবকিছুকে বিষবৎ বর্জন করা। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপারেও সুন্নাতে রাসুলের অনুসরণের প্রেরণা সৃষ্টি করা এবং দ্বীনের মধ্যে আহকাম আবিষ্কারক বেদায়াতীদেরকে সর্বাত্মকভাবে প্রতিহত করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪। ফিৎনা ফাসাদের তাণ্ডব দেখে ভীত বিহ্বল না হয়ে দৃঢ় কদমে নবীজির রাস্তার উপর দাঁড়ানোর এমন কছম করা যে, প্রয়োজনে মালসম্পদ, আত্মীয়তার বন্ধন, নাগরিক অধিকার শুধু নয়; জীবন দিতে রাজি থাকবে কিন্তু সুন্নাতে রাসুল ছাড়তে রাজি হবেনা। সমগ্র পৃথিবীর মানবও যদি চলে যায় তবে সে সর্বশেষ ব্যক্তি, যে খাড়া থাকবে। এ দুর্যোগের জামানায় যারা একটি সুন্নাতের উপরও আমল করবে তারা আল্লাহর পথে একশত জীবন কোরবানীর চাইতেও বেশী নেকী হাসিল করবে।

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَفَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهٗ اَجْرُ مِائَةَ شَهِيْدٍ -

❑ উপসংহার

পরিশেষে বলতে চাই মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহর (সঃ) আগমন কোন নির্দিষ্ট জামানার জন্যে নয়, এলাকা, ভাষা বা জনগোষ্ঠী দিয়ে তার রিসালাতকে সীমানা দেয়া হয়নি, তাই তার আনীত আদর্শ দেশ কাল ভাষা বর্ণ নির্বিশেষে সর্বকালের সকল শ্রেণীর মানব সমাজের জন্যে। নবীজির (সঃ) আদর্শের এমন কোন অংশ নেই যা অপ্রয়োজনীয় বা কম প্রয়োজনীয়। মানব জাতির কল্যাণ তাঁর ত্বরিকা গ্রহণের মধ্যে আর অকল্যাণ তার ত্বরিকা বর্জনের মধ্যেই। নির্ভীক, সাহসী ও জানবাজ ব্যক্তিরাই কেবল নিজেদের জীবনকে রাঙাতে পারে সুন্নাতে রাসুলের সুন্দর ও পাকা রঙে। আর স্বপ্ন দেখতে পারে উহার রঙে দুনিয়াকে রাঙাবার। আসুন আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদেরই প্রাণপ্রিয় রাসুলের (সঃ) সুন্নাহকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গ্রহণের ব্যাপারে দৃঢ় একরার ঘোষণা করে নেয়ামতে মুহাম্মদীর (সঃ) শোকর আদায় করি।

www.pathagar.com

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ

ভূমিকাঃ জিহাদ শব্দটির উৎপত্তি ' জুহুদ' থেকে। এর অর্থ কঠোর সাধনা, উদ্দেশ্য হাসিলের আপ্রাণ প্রচেষ্টা, লক্ষ্য হাসিলের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা।

❑ জিহাদের তাৎপর্য

ইসলামের পরিভাষায় এ শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের যুগে এ শব্দটির সাথে মুসলিম উম্মার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। পরাজয়ের যুগে এসে মুসলমানরা এর যথার্থ পরিচয় ভুলে যেতে বসেছে। এ শব্দটির তাৎপর্য্য হচ্ছে সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় বিরামহীন এক প্রচেষ্টা, জাহেলিয়াতের সকল আক্রমনকে রুখে দাঁড়ানো, অধিকার হারা মজলুম মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই, মানব রচিত মতবাদ, চিন্তাধারা ইত্যাদি কার্যক্রমকে কোরআন ও সুন্নাহর ছাঁচে ঢেলে সাজানো। আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল (সঃ) প্রদর্শিত আইন বাস্তবায়নে মুসলিম উম্মার সম্মিলিত প্রচেষ্টাই এর তাৎপর্য্য।

❑ জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ গুরুত্বপূর্ণ আমলের উপর জাতি হিসাবে মুসলমানদের জীবন -মরণ নির্ভরশীল। এ কাজের দায়িত্ব আন্‌জাম দেয়ার জন্য আল্লাহ মুসলিম উম্মাকে বাছাই করেছেন। জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ থেকে তথা সারা বিশ্বের সূচাগ্র মেদিনী থেকে প্রতিষ্ঠিত জাহেলিয়াতকে নির্মূল করে আল্লাহর বিধান কায়েম করার প্রচেষ্টা– এটি উম্মাতে মুসলিমাহ্‌র জাতীয় দায়িত্ব।

এ বিষয়ে আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ـ

"তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির কল্যাণেই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা প্রতিষ্ঠা করবে ন্যায় এবং রুখে দাঁড়াবে অন্যায় এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনবে।"

পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিটি জনপদে চলছে জুলুম-নিপীড়ন। নির্যাতীত মানবতার আহাজারি, মজলুমের ফরিয়াদ, বঞ্চিত মানুষের মিছিল, জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত খোলা আকাশের সামিয়ানার নীচে আশ্রয়গ্রহণকারী বনি আদম-যাদের মধ্যে বৃদ্ধ, রুগ্ন, নারী ও শিশুরা রয়েছে; যারা এতটুকুন সাহায্যের জন্য ফরিয়াদ করছে আল্লাহর হুজুরে। জাতি, ধর্ম, এলাকা ও বর্ণ নির্বিশেষে জালেমের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মানবতাকে উদ্ধার করার প্রয়োজনে এক সর্বাত্মক লড়াইয়ের প্রয়োজন। কোরআন সে যুদ্ধের আহবান করে বলে ঃ

وَمَالَكُمْ لَاتُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ

www.pathagar.com

وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًا ـ

"কি হয়েছে তোমাদের! কেন তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছে না? যেখানে নির্যাতীত নারী-পুরুষ ও শিশুরা ফরিয়াদ করছে এ বলে 'হে পরওয়ারদিগার আমাদেরকে জালিম অধ্যুষিত এ জনপদ থেকে বের করে নাও এবং আমাদের জন্য তোমার সাহায্যকারী বন্ধু পাঠাও।'

সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম এসেছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আন্‌জাম দেয়ার জন্য। আর উহা ছিল আল্লাহর মনোনীত দ্বীনকে মানব রচিত মতবাদের উপর বিজয় করার জিহাদ। যে দায়িত্ব পালনের ময়দানে অগণিত আম্বিয়ায়ে কেরামের পবিত্র খুনে রঞ্জিত হয়েছে পৃথিবীর মাটি। কোরআন যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বলছেঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ـ

"তিনিই সে সত্তা যিনি তাঁর রাসুলকে পাঠিয়েছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে যেন এ দ্বীনে হক্ককে সকল বাতিল জীবন ব্যবস্থার উপর বিজয় করে দেন। আর এ ব্যাপারে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।"

নবীদের পর তাঁদের অনুসারী সাহাবায়ে কেরামগণ দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন যুগে যুগে। নবীদের পদাংক অনুসরণকারীদের এ জিহাদের দায়িত্ব পালন করা ব্যতিত আর বিকল্প কোন পথ নেই। এ বিষয়ে রাসুলে পাক (সঃ) এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

اِخْتَارَهُمُ اللّٰهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهٖ وَلِاِقَامَةِ دِيْنِهٖ ـ (مشكوة)

"আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরামদেরকে হুজুরের (সঃ) দুর্লভ সাহচর্য্য ও ইকামাতে দ্বীনের জন্য বাছাই করেছেন।" (মিশ্‌কাত)

সত্য প্রতিষ্ঠার এক সর্বাত্মক জিহাদ আল্লাহতায়ালা বান্দার উপর ফরজ করে দিয়েছেন। যে বিষয়ে আল্লাহর সকল কিতাবে কথা রয়েছে। প্রকৃতক্ষে ইসলাম কতগুলো উপদেশের নাম নয়। "বান্ডেল অব ডগমা" নয়। যাকে মানুষ শুধু শ্রদ্ধা করবে আর বড় জোর উহার উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করবে। কিন্তু উহার আলোকে নিজেদের জীবন ও সমাজকে রাঙ্গাবে না। যে সত্য খুবই সুন্দর ও কল্যাণময়ী কিন্তু গ্রহণ করা যায় না আল্লাহর কিতাব এমন কোন জিনিস নয়। বরং এর দাবী কোরআনের রঙে রাঙ্গাতে হবে নিজকে-তামাম পৃথিবীকে।

www.pathagar.com

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهٗ عَابِدُوْنَ ـ

"ইহা আল্লাহর রং, ইহার চেয়ে উৎকৃষ্ট রং আর কি হতে পারে? আমরা তাকে মেনে চলছি।"

আল্লাহ্ তায়ালার উপর আমরা যারা ঈমান এনেছি, যাকে একমাত্র আইন ও বিধানের উৎস বলে বিশ্বাস করেছি। সৃষ্টি জগতের প্রতিটি অনু পরমানুর উপর রয়েছে যার একচ্ছত্র মালিকানা। যেখানে বিন্দু বিসর্গ অন্য কারো অংশীদারীত্বের অবকাশ নেই।

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ـ

"সাবধান! সৃষ্টি আল্লাহর, আইনও চলবে তাঁর।"

অথচ দুঃখের বিষয় এই যে, ব্যক্তি জীবনের একটি ক্ষুদ্র অংশে ইসলামী আইন মেনে চলা না চলার এখতিয়ার থাকলেও জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে-সমাজ পরিচালনায়, দেওয়ানী ও ফৌজদারী দণ্ড বিধিতে, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহর নাজিলকৃত আইন ও বিধানকে অকেজো করে রাখা হয়েছে। অথচ সেখানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে মানব রচিত আইন। এর পরিবর্তন কিভাবে আসতে পারে? তাগুতের জবর দখলদারীত্ব থেকে বিশ্ব মানবতাকে মুক্ত ও স্বাধীন করার আছে কি কোন পথ? অনুরোধ উপদেশে প্রতিষ্ঠিত জাহেলিয়াত কি ইসলামের জন্য তার আসন ছেড়ে দেবে? আদি থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাস বলছে 'না', একটি কঠিন ও দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধ দিয়ে বাতিলকে পরাভূত করতে হবে। নতুবা হক্ককে বেঁচে থাকতে হবে বাতিলের কাছে আত্মসমর্পন করে– উহারই করুণায়। ইসলামের দুশমন অথবা অনুভূতিহীনদের বাদ দিলে কোন মু'মীন নিরবে এ দৃশ্য অবলোকন করতে পারে না। তাদের হাতে যা আছে তা নিয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা বা বিজয় করার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া ঈমানের এক অপরিহার্য দাবী। জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে যার হৃদয়ে এতটুকুন ঘৃণা বা বিদ্বেষও নেই– রাসুল (সঃ) বলেন, তার হৃদয়ে রাই পরিমাণ ঈমানের অস্তিত্বও নেই।

وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَ هُمْ بِلِسَانِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْاِيْمَانِ ـ الحديث ـ

অর্থাৎ- যারা শক্তি দিয়ে জিহাদ করেছে তারাই মু'মেন; যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারাও মু'মেন; আর যারা অন্যায়কে হৃদয় দিয়ে ঘৃণা করেছে তাদেরকেও মু'মেন বলা যায়- এরপর ঈমানের দানা পরিমাণ অংশ নেই।

❑ মুসলিম ফিকাহবিদদের দৃষ্টিতে জিহাদ

কোরআন ও সুন্নাহর উপর মাযহাবে আরবা'র আইম্মাদের ইজতেহাদ ও গবেষণা উম্মতে মুহাম্মদী (সঃ) এর উপর এক বিশেষ অনুগ্রহ। যাঁদের অক্লান্ত মেহনত ও দ্বীনি চিন্তা

www.pathagar.com

গবেষণা ইসলামকে বুঝা ও এর উপর আমলকে সহজ করে দিয়েছে।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। তবে ইমাম নববীর 'মতনুল মিনহাজ' ও ইবনে কোদামীর 'আলমুগনী' কেতাবে জিহাদ সম্পর্কে চার মাযহাবের মুসলিম মনীষীদের চিন্তার নির্যাস আলোচিত হয়েছে। জিহাদ মুসলমানদের উপর স্বাভাবিক অবস্থায় একটি দায়েমী ফরজে কিফায়া।' তবে-

(ক) ইসলাম ও ইসলাম বিরোধী শক্তি যখন সম্মুখ যুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়ায়।

(খ) মুসলিম জনপদে যদি ইসলাম বিরোধী শক্তি বিজয়ী হয়ে প্রবেশ করে। তখন তাদেরকে পরাভূত ও বহিষ্কারের প্রয়োজনে।

(গ) ইসলামী রাষ্ট্র বিপন্ন হওয়ার আশংকায় ইসলামী রাষ্ট্র নায়ক যখন মুসলমানদেরকে যুদ্ধে আহবান করে।

উল্লেখিত তিনটি অবস্থায় জিহাদ মুসলমানদের উপর নামাজের মত ফরজে আইন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় নারীদেরকে স্বামীর অনুমতি ছাড়া, গোলামদেরকে মনিবের এজাজত ব্যতিরেকে, ঋণগ্রস্তকে গ্রহিতার সম্মতি ছাড়া এমনকি ছেলে মেয়েদেরকে মাতা পিতার বিনা অনুমতিতে জিহাদে অবতীর্ণ হতে হবে।

❑ মৌলিক ইবাদাত সমূহের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে জিহাদ

ইসলামী শরীয়তের মৌলিক ইবাদাত সমূহের উপর গভীরভাবে চিন্তা করলে ইহা অনুভূত হবে যে, এগুলোর মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে এক বিশেষ যোগ্যতা সৃষ্টির অব্যাহত প্রচেষ্টা বিদ্যমান। যেন তারা হুকুমাতে ইলাহীয়া কায়েম করার এক সর্বাত্মক জিহাদের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

❑ সালাত

বান্দার উপর অপরিহার্য এক ফরজ। যে নির্দেশ সমস্ত পয়গাম্বরের শরীয়তে ছিল। উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য ঈমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হলো সালাত বা নামাজ। মোয়াজ্জিন যখন আযানের বিউগল বাজিয়ে দেয় রাত্রে কিংবা দিনে, সকালে কিংবা বিকালে, চেতনে কিংবা অচেতনে, শয়নে কিংবা জাগরণে সর্বাবস্থায় সালাতের দিকে ক্ষিপ্রতার সাথে পবিত্রতার প্রস্তুতি সহকারে একটি নির্দিষ্ট স্থানে এসে কাতারবন্দী হয়ে যেতে হয়। ধনী-গরীব, আমীর-ফকির, সাদা-কালো সকলে মিলে-মিশে তৈরী করে সীসা ঢালা দুর্ভেদ্য প্রাচীর। একজন ইমামের নির্দেশে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা সহকারে পরিচালিত হয় সালাতের অনুষ্ঠান। এ ইবাদাতের গভীরে পর্যবেক্ষণ করলে সহজে অনুমেয় হবে যে, এ নিয়মানুবর্তিতা সৈনিক জীবনের শৃংখলাকেও হার মানায়।

❑ সিয়াম বা রোজা

এমনিভাবে বছরে একবার মুসলমানদের উপর ফরজ করা হয়েছে সিয়াম বা রোজা। দীর্ঘ একমাস ধরে একটি কঠিন তারবীয়াত চলতে থাকে মাহে রমযানে। সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সারাদিন উপবাসের কঠিন ব্রত পালন, ইফতারের পর ক্লান্ত শরীরে খতমে তারাবীর জন্য দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা এবং সুখ নিদ্রা ত্যাগ করে রাতের শেষ ভাগে সেহেরীর জন্য জাগ্রত হওয়া– এগুলো মানুষের জৈবিক প্রয়োজনের উপর কষ্ট

www.pathagar.com

ক্লেশ, দুঃখ যাতনা ইত্যাদিকে বরদাশত করার এক নজিরবিহীন প্রশিক্ষণ। জাহেলিয়াতের পরিবেশে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ সহজ নয়। এ পথ অত্যন্ত বন্ধুর, সংঘাত মুখর। হাজারো বাধা বিপত্তি, অসুবিধা দলিত মথিত করে যেতে হবে সামনে। রমযান যেন সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য যে কোন কঠিন ত্যাগ স্বীকারের তা'লিম। তাই যে জিহাদের জন্য রোজার এ প্রশিক্ষণ সে জিহাদের প্রয়োজনে রেজার হুকুম মূলতবী হয়ে যায়। মহানবীর (সঃ) জীবনে দুইবার জিহাদে প্রয়োজনে রোজা ভাঙ্গার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথমটি ১৭ই রমযান বদরের ময়দানে ও দ্বিতীয়টি ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের দিনে। এ দিন রাসুলে পাক (সঃ) নিজের সওয়ারীর উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন ঃ

هٰذَا يَوْمُ الْقِتَالِ فَافْتَرُوْا ـ

"আজ লড়াইয়ের দিন। তোমরা রোজা ভেঙ্গে ফেলো।"

❑ জাকাত

ইসলামের আরেকটি মৌলিক ইবাদাত হচ্ছে জাকাত। ইহা মা'লী ইবাদাত। যে দু'টি বিষয়ে কোরআনে বেশী কথা বলা হয়েছে সেদুটি হচ্ছে সালাত ও জাকাত। জিহাদের জন্য দু'টি জিনিস প্রয়োজন– জান ও মাল। জিহাদের হাতিয়ার ক্রয় করা ও মোজাহিদদের ভরণ-পোষণের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। আল্লাহ ত'য়ালা সুরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে জাকাত ব্যয়ের যে ৮টি খাত উল্লেখ করেছেন তার মাঝে একটি জরুরী খাত 'জিহাদ ফি ছাবিলিল্লাহ'। প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা রাজী (রঃ) থেকে শুরু করে এ যুগের শ্রেষ্ঠ মুফাসসিরগণ 'ফি ছাবিলিল্লাহর' খাতকে জিহাদের খাত বলে বর্ণনা করেছেন। জিহাদ যেহেতু মুসলমানদের উপর দায়েমী ফরজ, ইহা শুধুমাত্র নফল দান খয়রাতের উপর নির্ভরশীল হতে পারে না। তাই আল্লাহ তায়ালা জাকাতের ফরজ খাতের মাঝে জিহাদের খাতকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে মহানবীর (সঃ) হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقَهُ عَلٰى عِيَالِهٖ وَدِيْنَارٍ يُنْفِقَهُ عَلٰى دَابَّةٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٍ يُنْفِقَهُ عَلٰى اَصْحَابِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

"নবী (সঃ) বলেন (ক) ঐ মুদ্রাই সর্বোৎকৃষ্ট যা ব্যয় হয়েছে পরিবারের প্রতিপালনের জন্য (খ) যা ব্যয় হয়েছে জিহাদের হাতিয়ার ক্রয়ের জন্য (গ) এবং যা ব্যয় হয়েছে মুজাহিদদের ভরণ পোষণের জন্য।

❑ হজ্ব

হজ্ব ইসলামের পঞ্চম রোকন। সামর্থবান মুসলমানদের জন্য জীবনে একবার খানায়ে কা'বার জিয়ারত ও আরাফাতের বিশ্ব সম্মেলনে হাজির হওয়া ফরজ। ইসলাম একটি

www.pathagar.com

বিপ্লবী আদর্শ আর মুসলমানরা আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দল। পৃথিবীর যেখানে যখনই শোনা যাবে মজলুমের আর্তনাদ, দাঁড়িয়ে থাকবে ফিৎনা মাথা উঁচু করে, তখনই মুসলমানরা লড়াইয়ের জন্য তাদের তরবারী কোষমুক্ত করবে।

قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ - (القران)

"তোমরা লড়াই কর ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না ফেৎনা নির্মূল হয়ে দ্বীন আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়।"

কোরআনের এ আহবান দেশ কাল, ভাষা ও বর্ণের মধ্যে সীমিত নয়। এটি একটি বিশ্বযুদ্ধের আহবান। প্রতি বছর হজ্বের মওসুমে পৃথিবীর প্রতিটি এলাকা থেকে মুসলমানরা আল্লাহর ঘরের পাদদেশে জমায়েত হন। আরাফাতের এ মহাসম্মেলনে মুসলিম উম্মাহর নেতৃবৃন্দ পৃথিবীর চলমান ঘটনা প্রবাহ ও মুসলমানদের করণীয় বিষয়ে খোৎবা দেয়। ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত প্রতিটি এলাকার মুসলমানরা এ সম্মেলনে সমবেত হয়। ইসলাম বিজয়ের মহান লক্ষ্যে এ আন্তর্জাতিক মুসলিম বাহিনী পরিবার, দেশ ও জাতির বন্ধন ছিন্ন করে 'শাহাদাতের কফিন গায়ে জড়িয়ে' 'লাব্বাইক-লাব্বাইক', এর শ্লোগান দিতে দিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে– এ যেন এক মহাসমরের মহাপ্রস্তুতি।

মুসলিম দুনিয়ায় আজো উল্লেখিত মৌলিক ইবাদাত সমূহের আনুষ্ঠানিকতা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু এর আভ্যন্তরীণ শিক্ষা, গভীর তাৎপর্য সম্পর্কে বেশীর ভাগই 'লা ওয়াকেফ'। যে 'ইবাদাত মাকসুদার' মূল মাকসুদ এমন একদল 'মুমেনীনে সালেহীন' তৈরী করা, যারা আল্লাহকে সব কিছুর উপর ভালবাসবে এবং আল্লাহর নিকট হবে অতি প্রিয়, মু'মীনদের প্রতি যারা হবে সংবেদনশীল এবং কুফরী শক্তির প্রতি অত্যন্ত কঠোর ও আপোশহীন। যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার ময়দানে সংগ্রামী এবং জিহাদের ময়দানে যে কোন ধরনের অত্যাচার ও জুলুম নির্যাতনের মুখেও থাকবেন বেপরোয়া।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَأْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ - (المائدة)

❑ জিহাদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি

ইসলামের দুশমনেরা খুবই সার্থকভাবে ইসলামকে বিজয়ী করার জিহাদ সম্পর্কে এতই অপপ্রচার চালিয়েছে যে, খোদ মুসলিম পণ্ডিতদের একটি অংশও এ অপপ্রচারের শিকার হয়েছেন। এরা জিহাদকে একটি ধর্মযুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছে। যেন একদল ধর্মান্ধ উম্মাদ উন্মুক্ত তরবারী হাতে নির্বিচারে অমুসলমানদের হত্যা করে চলেছে। ইহা ইসলাম

www.pathagar.com

প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার উপর এক জঘন্য মিথ্যাচার। এরা জানে না যে, ইসলাম প্রচলিত অন্যান্য ধর্মের ন্যায় আচারসর্বস্ব নয়; বরং ইহা একটি পরিপূর্ণ বিপ্লবী জীবন বিধান।

মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছেন, যারা জিহাদ সম্পর্কে কোন আলোচনা করতেই রাজী নন। তাদের ধারণা, জিহাদের যমানা শেষ হয়ে গেছে বদরে, ওহুদে তথা সাহাবীদের যুগে। এ সমস্ত তথাকথিত পণ্ডিতেরা ইসলামের অন্যান্য হুকুমকে সকল যুগের জন্য মেনে নিতে আপত্তি করেন না অথচ ইসলামকে বিজয়ী করার জিহাদকে আগের যমানার জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়ে বাতেলের বিজয়ী অবস্থাকে মেনে নিয়েছেন। অথচ ইসলাম বিজয়ের জিহাদ কোন দেশ বা কালের গণ্ডিতে সীমিত নয়।

আর এক শ্রেণীর বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী পণ্ডিত আছেন, যারা বলেন, জিহাদ মুসলমানদের দেশে মুসলমানদের সাথে কেমন করে হবে? বরং তা তো হবে কাফেরদের সাথে অমুসলিমদের দেশে, এদের জ্ঞানের উপর করুণা হয়। তারা একথা জানেন না যে, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার পর শুধুমাত্র অমুসলিম হওয়ার কারণে এদের বিরুদ্ধে ইসলামের কোন সংঘাত নেই। বরং এদের জানমাল মুসলমানের জান মালের মতই পবিত্রঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحَرَامِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا ـ (الحديث)

অপরপক্ষে, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, ইসলাম প্রচারর প্রতিষ্ঠার পথে বাধা প্রদানকারীরা শুধু মুসলিম নাম ধারণ করার কারণে ইসলামের সাথে এদের কোন আপোষ হতে পারে না। সত্যিকার অর্থে ইসলামের সাথে দ্বন্দ্ব অমুসলিমদের সাথে নয়– ইসলামের বিরোধীতাকারীদের সাথেই। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বক্কর (রাঃ) যমানায় বায়তুলমালে জাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে খলিফার পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা, ইসলামী খিলাফতের পরিবর্তে মুলকীয়াত বা রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারী এজিদের অনুসারী মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে নবীজীর দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসেনের (রাঃ) নেতৃত্বে পরিচালিত কারবালার যুদ্ধ এ কথাই প্রমাণ করে যে, ইসলামের জিহাদ কোন বিশেষ ধর্ম বা বর্ণের নয়, বরং ইহা ইসলামের বিরোধীতাকারীদের সাথে; হোক সে অমুসলিম অথবা মুসলিম নামধারী।

বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী অপর দল হাদীসের উক্তি দিয়ে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদকেই 'জিহাদে আকবর' বা বড় জিহাদ বলে চালিয়ে যেতে চায়। অথচ হাদীসের ওস্তাদদের অন্যতম হাফেজুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) উল্লেখিত উক্তিকে হাদীস নয় বলেই মন্তব্য করেছেন। এ সমস্ত ভদ্র মহোদয়গণের বক্তব্য হল 'ব্যক্তিগতভাবে নিজেরা ভাল হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই গোটা সমাজ ভাল হয়ে যাবে'- কথাটি খুবই

www.pathagar.com

শ্রুতিমধুর। কিন্তু ইহা বাস্তবতার আলোকে সঠিক নয়। সমাজ জীবনের বিস্তৃত দিক এবং বিভাগে জাহেলিয়াত যেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তা সংশোধনের কাজ সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া আম্বিয়ায়ে কেরামদের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। খোদাদ্রোহীতার লেলিহান অগ্নি শিখা যেখানে ব্যক্তি, সমাজ, পরিবার, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতিসহ সবকিছুকে গ্রাস করে নিয়েছে যেখানে এক একজন ব্যক্তিকে উদ্ধার করার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে ছওয়াবের কাজ, কিন্তু ইহা সর্বগ্রাসী অগ্নিনির্বাপনের কাজ নয়। ব্যক্তিগত সংশোধন ও সমাজ গঠন পৃথক কোন কাজ নয়। নবীগণ এসলাহে নফস, এসলাহে মোয়াশারা ও হুকুমত তথা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সংশোধনের কাজ যুগপৎভাবেই চালিয়েছেন।

বিভ্রান্তকারীদের অপর একশ্রেণী বলে থাকে, 'ধর্মে জবরদস্তি নেই। সমাজ পরিবর্তনের জন্য কোন জেহাদ নয় বরং সমাজকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দিতে হবে। ব্যক্তিগত নসীহতে যতটুকু ইচ্ছে সংশোধন হবে, নতুবা কারো কিছু করার নেই।' এটা ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নয়। ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা, না করা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন ব্যাপার। কিন্তু যিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করে মুসলমান দাবী করবেন তাকে অবশ্যই ইসলামের অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। অন্যথায় ইসলামী আইন তাকে তা মেনে চলতে বাধ্য করবে। মুসলমান হওয়ার পর অমুসলমানের জীবনধারা অনুসরণের আযাদী ইসলামে স্বীকৃত নয়। অপরদিকে ইসলামী সমাজে একজন মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যে কোন ধর্মের অনুসারী হতে পারবে অথবা ধর্মহীন নাস্তিকতার ওপরে জীবন যাপন করার অধিকার রাখে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কাফের, মুশরেক বা নাস্তিক থাকার অধিকার স্বীকৃত হলেও আল্লাহর বান্দাদের কাউকে কাফের বা নাস্তিক বানানোর আইন সমাজে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টাকে ইসলাম বরদাশ্‌ত করে না। ব্যক্তি, কাফের বা নাস্তিকের বিরুদ্ধে নয় বরং কুফরী এবং নাস্তিক্য মতবাদের বিরুদ্ধে ইসলামের সংঘাত অনিবার্য।

❑ জিহাদের মূল উদ্দেশ্য

অন্যের দেশ দখল, সম্পদ লুণ্ঠন, নারীদের উপর অত্যাচার, প্রতিশোধ গ্রহণ বা শক্তির মহড়া প্রদর্শন 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' বা আল্লাহর পথে জিহাদ হতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাস হচ্ছে- দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ইতিহাস। ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর ইতিহাসে সংগঠিত সংঘাত বা দ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে কোন ব্যক্তি বিশেষের দম্ভ ও উচ্চাভিলাষ অথবা কোন বিশেষ জাতির সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা অথবা কোন বিশেষ শ্রেণী ও বর্ণের স্বার্থ। কিন্তু কোন জাতি বা গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব ইসলামের কাছে আদৌ কোন মূল্য বহন করেনা। সাদা-কালো, আরব-অনারব, ধনী-দরিদ্র ইত্যাদি ভাষা, বর্ণ বা গোত্রের কারণে সৃষ্ট সংঘাতকে ইসলাম জাহেলিয়াত মনে করে। ইসলামে যে জিহাদ স্বীকৃত উহা আদর্শের কারণে তথা আল্লাহর আইনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে। ইসলাম মানব রচিত কোন মতবাদ নয়, ইহা সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার দেয়া সর্বাঙ্গীন কল্যাণকামী একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। এতে নেই কোন বাড়তি, নেই কোন ঘাটতি। ইসলামের ধারণ ক্ষমতা এত ব্যাপক ও প্রশস্ত যে, এর অধীনে অন্যান্য ধর্ম বেঁচে থাকতে ও বিকাশ লাভ করতে পারে। কিন্তু অনৈসলামী জীবনাদর্শের প্রাধান্যকে মেনে নিয়ে ইসলাম এক লহমার জন্যেও বেঁচে থাকতে পারে না- ইহাই ইসলামের ফিতরৎ। যেমন বলা যেতে পারে, এমন অনেক উড়ন্ত পাখি আছে

www.pathagar.com

যারা খাঁচার দানা-পানি গ্রহণ করে না। আযাদী ছাড়া এগুলো বাঁচে না, তেমনি মানব রচিত বিজয়ী মতবাদের খাঁচার মধ্যে নামায রোযার দানা-পানি দিয়ে ইসলামের ঈগল ছানাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা আত্মতুষ্টির একটি ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐ চির আযাদ শাহীন বাচ্চাটি রিজক এর দানা পানিকে পদদলিত করে অস্থির ও অব্যাহতভাবে খাঁচার লৌহদণ্ডের উপর ডানার আঘাত হানতে থাকবে। খাঁচা ভেঙ্গে সে আযাদ হবে, নতুবা সে মরে যাবে। তবুও পরাধীনতাকে সে মেনে নেবে না। আপোষের সাথে রয়েছে তার আজন্ম শত্রুতা।

"স্বাধীনভাবে বিকশিত হওয়ার প্রয়োজনে পরাধীনতার যাবতীয় শৃংখল ভেঙ্গে আল্লাহর এ জমীনে তারই আইনকে বিজয়ের মঞ্চে আসীন করার অব্যাহত প্রচেষ্টাই আল্লাহর রাহে জেহাদের মূল উদ্দেশ্য।"

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَاءِ فَهُوَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - (الحديث)

❑ জিহাদের পর্যায়

অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদ একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। এর জন্য কোন দেশ, পরিবেশ ও সময় নির্দিষ্ট নেই। পৃথিবীতে যখনই যেখানে মানবতা মজলুম হয় তখনই সেখানে বাঁধবে সংঘাত। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে জিহাদের ধরন ও রূপ পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের জিহাদ অনিবার্য। ইসলাম বিরোধী মানবতা বিধ্বংসী যাবতীয় অশুভ তৎপরতা তথা সাম্রাজ্যবাদী দানবীয় শক্তির তামাম চক্রান্তকে প্রতিহত করাই ইসলামী জিহাদ। এ জিহাদে মুজাহিদরা তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে বাতেলের আগ্রাসনকে রুখে দাঁড়ায়। এর জন্য তারা সম্ভাব্য সমস্ত হাতিয়ার ব্যবহার করবে। তাগুতী শক্তি নিঃশর্ত আত্মসমর্পন না করা পর্যন্ত লড়াকুদের শেষ ব্যক্তিটির শেষ রক্ত বিন্দু থাকা অবধি লড়াই শেষ হতে পারে না।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - الحديث

অর্থাৎ "সত্য ও মিথ্যার লড়াই কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।"

পরিবেশ যদি এতই নাজুক হয় যে, শক্তি প্রয়োগ করে জাহেলিয়াতের মোকাবেলা সম্ভব নয়, তখন ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ চলবে প্রতিবাদের মাধ্যমে। আলোচনা, বিবৃতি ও বক্তৃতার মঞ্চ থেকে খোদাদ্রোহীতার বিরুদ্ধে উদ্‌গীরিত হবে অসন্তোষের লাভা স্রোত। ক্ষুরধার লেখনীর প্রতিটি খোঁচার আঘাতে তাদেরকে অস্থির ও ব্যতিব্যস্ত রাখতে হবে। জনগণকে তাদের বিরুদ্ধে এতটা বিদ্রোহী বানাতে হবে যে সামান্য আঘাতে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে।

www.pathagar.com

তাইতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, "জালেমের বিরুদ্ধে হক কথা বলাই উত্তম জেহাদ।"

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ـ (الحديث)

পরিস্থিতির নাজুকতা যদি এতই ভয়াবহ হয় যে, জালেমরা কথা বলার আযাদী কেড়ে নেয়, কেড়ে নেয় লেখনীর তামাম অস্ত্র, তাগুতের বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত করতে পারা যায় না- এমনি অবস্থাতেও ইসলামে আপোষের কোন সুযোগ নেই। প্রতিষ্ঠিত অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে চলবে ঘৃণা-বিদ্বেষ ও আপোষহীনতার জেহাদ। পরিস্থিতির কারণে আপাততঃ চুপ থাকলেও মনের মধ্যে ধারণ করবে বিদ্রোহের মেয়াদী বোমা। এক কথায় অবস্থার ভয়াবহতার কারণে জিহাদের রূপ-পদ্ধতির পরিবর্তন হলেও সত্য প্রতিষ্ঠার জিহাদ থেকে অব্যহতি নেয়ার এক লহমাও সুযোগ নেই।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا ـ (القران)

"মোমেনেরা লাড়াই করে আল্লাহর পথে আর কাফেরেরা লড়াই করে তাগুতের পথে। তোমরা শয়তানের চেলাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হও। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দূর্বল।"

❑ জিহাদের দাবী

কোরআন আমাদেরকে জিহাদের দাবী পূরণ করে তথা যথার্থভাবে আল্লাহর রাহে জিহাদে অবতীর্ণ হতে আদেশ দিয়েছে। এ পথে যাবতীয় শৈথিল্য বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

وَجَاهِدُوْا فِىْ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ـ

আল্লাহতায়ালা বলেন, "তোমরা জিহাদের দাবী পূরা করে লড়াই কর আল্লাহর রাহে।"

জামায়াত বদ্ধ ভাবে ঐক্যবদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করতে হবে। একাকি কেউ এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারে না। ইসলামের বিজয় চায় এমন সমস্ত শক্তির একই মঞ্চে ন্যূনতম শর্তে জামায়াত বদ্ধ হওয়া একান্ত জরুরী। এ ঐক্যের মঞ্চে সাদা-কালো, ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে একটি মহান লক্ষ্যে সংগঠিত হতে হবে। আর দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ সংগঠনের নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দিতে হবে শহরে-নগরে সর্বত্র।

www.pathagar.com

اَنْ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ -

"দ্বীন প্রতিষ্ঠা কর আর এ ব্যাপারে তামাম বিতর্ক ও দলাদলির অবসান কর।"

দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ ময়দান কুসুমাস্তীর্ণ নয়। সংঘাত ও সংঘর্ষ এ পথের অপরিহার্য দাবী। হাজার বছরের প্রতিষ্ঠিত জাহেলিয়াত বিনা যুদ্ধে ময়দান ছেড়ে দেবেনা। জাহেলিয়াতের জঙ্গল কেটে হকের জন্যে এ ময়দান ইঞ্চি ইঞ্চি করে আবাদ করতে হবে। এ কঠিন ও দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের জন্যে প্রয়োজন প্রস্তুতির। মুজাহিদদেরকে এ সঙ্গীন লড়াইয়ের জন্যে সংগ্রহ করতে হবে আঘাতের সর্বাধুনিক হাতিয়ার। শত্রুর যে কোন আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে মু'মীনরা সার্বক্ষণিক থাকবে প্রস্তুত।

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ - (القران)

"তোমরা তোমাদের শক্তি ও সামর্থ অনুসারে লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ কর।"

এ জিহাদের তৃতীয় দাবী হচ্ছে কঠোর শৃংখলা। একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ ও পরিচালনায় সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হবে। উচ্ছৃংখল জনগোষ্ঠী হৈ চৈ করতে পারে। কিন্তু পারে না সত্য প্রতিষ্ঠার এ জিহাদ পরিচালনা করতে। এ কাজের জন্যে এমন এক সুশৃংখল বাহিনী প্রয়োজন- যারা নেতার নির্দেশের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়বে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ দরিয়ায়, ঢুকে পড়বে শ্বাপদ সংকুল গহীন অরণ্যে, পার হয়ে যাবে ছায়াহীন খৈ ফোটা তপ্ত মরু।

এ পথের আর একটি অন্যতম দাবী হচ্ছে সীমা লংঘন না করা। লড়াই ও রক্তপাতের ময়দানেও মু'মীনরা আল্লাহ এবং রাসুলের (সঃ) নির্ধারিত সীমা লংঘন করতে পারে না। রাসুলে পাক (সঃ) এর স্পষ্ট নির্দেশ নারী, শিশু, অসুস্থ ও বৃদ্ধদের উপর আঘাত হানা যাবে না, এমনকি অস্ত্রধারণকারী ছাড়া সাধারণ ভাবে হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ ও পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম।

وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ - القران -

"সাবধান! সীমা লংঘন করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা সীমা লংঘনকারীদের ভালবাসেন না।"

ইসলামী জিহাদে বিজয় অস্ত্রবল ও জনবলের উপর নির্ভরশীল নয়। কমসংখ্যক ও স্বল্প প্রস্তুতি সম্পন্ন মুসলমানেরা অধিক সংখ্যক ও বিপুল অস্ত্র সজ্জিত কুফরী শক্তির উপর বিজয়ী হয়েছে বার বার, ইতিহাস এর সাক্ষ্য। মু'মীনরা ঈমান এনেছে অস্ত্রের উপর নয় বরং অস্ত্রসহ সমগ্র সৃষ্টি জগতের মালিকের উপর। সারা দুনিয়ার পরাশক্তির অস্ত্রাগারের লক্ষ লক্ষ টন বোমা, যারা বসিয়েছ আন্তঃ মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র, সারা পৃথিবীকে হাজার হাজার বার ধ্বংস করার মত পরমাণু অস্ত্র যাদের অস্ত্রাগারে মওজুদ রয়েছে। এতদ্ সত্ত্বেও, আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী একজন মু'মীনের কাছে পরাশক্তির অস্ত্রাগারে সজ্জিত পরমাণু বোমাগুলো শো-কেসে রাখা খেলনা ছাড়া আর কিছু নয়। কোরআন তাই বলেছে, যারা আল্লাহ্র উপর তাওয়ালাক্কুল করেছে তাদের জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

www.pathagar.com

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ـ القران

❑ জিহাদের পথে বাধা ও প্রতিকার

মানবতার জঘন্যতম শত্রু ইবলীস ও তার সহযোগী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে অসহ্য হচ্ছে ইসলাম বা দ্বীন বিজয়ী হয়ে যাওয়া। যতদিন ইসলাম বিজয়ী না হবে ততদিন এ অশুভ শক্তির প্রভাব দুনিয়ার উপর চলতে থাকবে। ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় এই অশুভ শক্তির জন্যে মরণের খবর। এ তাগুতী শক্তি যুগ যুগ ধরে আল্লাহর গোলামদের উপর তাদের অবৈধ জবর দখলের শাসন প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। দ্বীনকে বিজয়ী করার জিহাদে অতিক্রম করতে হবে হাজার বাধার ব্যারিকেড।

● ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাঃ

এ পথের অন্যতম বাধা হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা। এ 'অজ্ঞতাই' ইসলাম বিজয়ের পথে হিমালয়ের বাধা হয়ে আছে। মুসলমানেরা ইসলামকে জানার জন্যে ইসলামের মূল ও নির্ভেজাল উৎসকে বাদ দিয়ে দূষিত ও সন্দেহযুক্ত উৎস থেকে জ্ঞান আহরণ করছে। কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ পেশ করার পরেও তারা জানতে চায় ঐ বিষয়ে কোন্ পীর কি বলেছে, কোন্ বুজর্গ কি করেছে। অথচ কোরআন ও সুন্নাহর মোকাবেলায় এগুলো পেশ করার মত কোন বস্তুই নয়। উম্মতের জ্ঞানীগণ আজ কত কারণে ইমাম শাফেয়ী থেকে ইমাম আবু হানিফা শ্রেষ্ঠ, ইত্যকার বিষয় নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত। কোরআন আমাদেরকে জিহাদের রাজপথের দিকে আহবান করছে, আর আমরা উহা হতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে পীর-বুজর্গ ও মুরুব্বীদের সৃষ্ট ফতোয়া জালে আবদ্ধ হয়ে আছি। এ অবস্থা থেকে নিরসনের একমাত্র উপায় এই যে, জীবন চলার প্রতিটি বাঁকে একজন মু'মিন জানতে চাইবে এ বিষয়ে কোরআন কি বলে, সুন্নতে রাসুল কি বলে। আখেরী রাসুল (দঃ) আমাদের কাছে রেখে গেছেন কোরআন ও সুন্নাহর আমানতকে। যতদিন আমরা এ দু'বস্তুকে আঁকড়ে থাকবো, ততদিন পথভ্রষ্ট হবোনা।

● সাম্রাজ্যবাদী শক্তিঃ

আল্লাহর রাহে দ্বীনে সংগ্রামে আরেকটি মৌলিক বাধা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। প্রায় প্রত্যেক দেশেই সাম্রাজ্যবাদীদের এজেন্ট রয়েছে। এর পিছনে তারা কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ ব্যয় করে দেশের বুদ্ধিজীবী, নামকরা সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রেডিও-টিভির দক্ষ পরিচালক, অভি রাজনীতিবিদ, ঝানু অর্থনীতিবিদ, জাতীয় অধ্যাপক, এমনকি শ্রদ্ধাভাজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, সেনাবাহিনীর জেনারেল ইত্যাদির মধ্য থেকে তারা এজেন্ট বাছাই করে। এরা তাদের প্রতিভা, যোগ্যতা, জ্ঞান, কলম, চিন্তা, জবান, ফতোয়া সবকিছু অঢেল অর্থ, গাড়ী, বাড়ী, নারী, আন্তর্জাতিক পুরস্কার ইত্যাদি লোভনীয় বস্তুর বিনিময়ে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে দায়বদ্ধ রেখেছে। এ সকল ভিআইপি নিজ নিজ দেশে সম্মান, মর্যাদা ও খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করে। এরা সেক্রেটারীয়েট, সেনাছাউনী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রচার মাধ্যম, রাজনীতি, অর্থনীতি, এমনকি দারুল ইফতাও পরিচালনা করে। এ মুণ্ডহীনরা মিল্লাত ও কওমের খেদমতের আলখেল্লা পরে অত্যন্ত চতুরতার সাথে ইসলামের বিজয়ের পথে

www.pathagar.com

শক্তিশালী মাইন পেতে চলেছে। তাদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়োজনে প্রচলিত ব্যবস্থা বিজয়ী থাকা জরুরী। ইসলামের জন্য এদের অস্তিত্ব কলেরা, বসন্ত ও সিফিলিসের জীবাণুর চাইতেও ভয়ংকর। এদের ব্যাপারে জাতিকে সাবধান ও সচেতন থাকতে হবে। বাহ্যিক মনোরম মোড়কের অভ্যন্তরে এদের জঘন্য চরিত্র জাতির সামনে উন্মোচিত করা প্রয়োজন। এরা স্বদেশে অবস্থানকারী বিদেশী শক্তির দালাল। ● **সন্ত্রাসঃ**

আদর্শিক যুদ্ধে পরাজিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সর্বশেষ অস্ত্র-সন্ত্রাস। তারা তাদের দেশীয় এজেন্টদের হাতে তুলে দিয়েছে ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীদের খুন করার মারণাস্ত্র। এরা শহীদ করে চলছে ইসলাম বিজয়ী করার সৈনিকদেরকে। শিক্ষাঙ্গন, শ্রমিক অঙ্গনসহ গোটা দেশের আইন এবং বিচার-ব্যবস্থা এদের হাতে জিম্মি। ইসলামকে বিজয়ী করার ময়দানে তারা আজ নিয়ে এসেছে বিভীষিকা। দ্বীন বিজয়ের পথে সন্ত্রাস আজ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের এ বাধা অতিক্রম করতেই হবে। গ্রহণ করতে হবে সন্ত্রাসীদের এ কঠিন চ্যালেঞ্জ। একথা সত্য, সন্ত্রাস সন্ত্রাসকেই আহবান করে। ইহা সন্ত্রাস দমনের পথ নয়। সন্ত্রাস বিরোধী গণপ্রতিরোধ ও গণচেতনা দিয়ে সৃষ্টি করতে হবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠিন প্রাচীর। মরণের বিভীষিকাপূর্ণ এ ময়দানে মুজাহিদদেরকে ভীত-বিহবল হলে চলবেনা।শাহাদাতের অদম্য জজ্‌বা দিয়ে সন্ত্রাসীদের সকল মারণাস্ত্রকে বিকল করে দিতে হবে।

● সম্পদ এবং প্রাচুর্যের আধিক্যঃ

ইসলামকে বিজয়ী করার সংগ্রামে লিপ্ত মুজাহিদদের সামনে আরেকটি বড় বাধা সম্পদ এবং প্রাচুর্যের আধিক্য। জীবন চলার পথে পার্থিব আরাম-আয়েশ, অর্থ সম্পদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু এর আধিক্য ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। ইসলামের বিজয়কে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্যে দুশমনেরা আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের এ বিষাক্ত অস্ত্রটি প্রয়োগ করেছে যুগ যুগ ধরে। নিপীড়ন, নির্যাতন, দুঃখ-যাতনা ইসলামী আন্দোলনকে তার মঞ্জিলে পৌঁছার গতির মধ্যে সৃষ্টি করেছে বেগ। আর আরাম-আয়েশ ও সম্পদের মোহ বিজয়ের গতিবেগকে করেছে শ্লথ। সমস্ত বিপ্লবের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে ত্যাগী মানুষেরা। ভোগীরা বিপ্লবের ইতিহাসে আবর্জনা বৈ আর কিছুই নয়। কোন আদর্শ তখনই বিজয়ী হতে পারে, যখন উহার জন্যে একদল মানুষ আরাম-আয়েশ, সুখ-সাচ্ছন্দ্য, জীবন-মরণ সবকিছুকে কোরবান করতে রাজী হয়ে যায়। আর প্রিয়ার সংসার, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বালাখানা নির্মাণ, উন্নতমানের তৈজসপত্র সংগ্রহকরণ, জীবনযাত্রার মান উঁচু করণের নামে অপ্রয়োজনীয় বিলাস দ্রব্যের পসরা সৃষ্টি, লেহ্য, চোষ্য ও পেয় ইত্যকার হাজারো মুখরোচক উদরপূর্তির খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে ইসলামকে বিজয়ী করার কঠিন, দুর্গম ও কন্টকাকীর্ণ পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। আর যদি দায়িত্বশীল পর্যায়ের লোকদের মধ্যে ইন্দ্রিয় পূজার এ প্রবণতা দেখা দেয়, তাহলে উহা 'ব্রেইনক্যান্সার' অথবা দুরারোগ্য 'এইডসের' চাইতেও ভয়াবহ উদ্বেগের বিষয়। ইসলামকে বিজয়ের মঞ্চে আরোহণ করাতে হলে আরাম-আয়েশের জীবনকে পদাঘাত করতে হবে-গ্রহণ করতে হবে সংগ্রামীদের কঠোর জীবন।

www.pathagar.com

● অভ্যন্তরীণ সমস্যাঃ

এ ব্যাপারে অভ্যন্তরীণ সমস্যার দিকে আলোকপাত করতে চাই। ইসলাম বিজয়ের ময়দানে খোদ আন্দোলনকারীরাও বাধা হতে পারে। ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের উপর জনতার রয়েছে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি। তাদের চরিত্র, লেনদেন, কাজ-কর্ম, চলাফেরা, আয়-রোজগার সবকিছু সন্দেহের উর্ধ্বে থাকতে হবে। যাদের আমানতদারী, সততা ও যোগ্যতার উপর জনতার রয়েছে হাজারো প্রশ্ন তাদের হাতে 'দ্বীন-ইসলামের বিজয়' একটি বিলাসি স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামী আন্দোলনের চলার পথে দুশমনের সৃষ্ট হাজারো বাধা যতটুকু না ক্ষতিকারক, এর চাইতে হাজার গুণ বিপদজনক 'সন্দেহজনক নেতৃত্ব' ও 'দুর্বল চরিত্রের কর্মীবাহিনী'। যাদেরকে দেখে লোকেরা ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করাতো দূরের কথা বরং তারাও পালাতে শুরু করবে যারা একবার এসেছিল এ কাফেলায়।

আন্দোলনের পরিবেশকে এ ধরনের নেফাকগ্রস্তদের সৃষ্ট অনিষ্ট থেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। সিদ্ধান্তের ধারালো ছুরি দিয়ে এ বিষফোঁড়ার উপর চালাতে হবে অপারেশন।

❑ উপসংহারঃ

পরিশেষে বলতে চাই, বাতিল জীবন ব্যবস্থাকে উৎপাটিত করে ইসলামী বিধানকে বিজয়ী করার যে মহান জিহাদ পরিচালনার প্রয়োজনে আম্বিয়ায়ে কিরামের আগমন হয়েছিল; যে জিহাদে অগণিত পয়গাম্বরের পবিত্র খুনে লাল হয়েছে পৃথিবীর মাটি; যে দায়িত্বের মহা প্রয়োজনে অকথ্য নির্যাতন, অসহ্য যন্ত্রণা ও কোরবানীর এক নজিরবিহীন উদাহরণ রেখেছেন নবীয়ে আখেরুজ্জমান। অসংখ্য সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ও উম্মাতের আউলীয়ানেরা যে জন্যে পেশ করেছেন শহীদী খুনের অপরিমেয় নাজরানা; এশায়াত ও এক্কামতে দ্বীনের সেই জিহাদকে উম্মাতের প্রতিটি নর-নারী জীবন লক্ষ্যে পরিণত করুক, বলার প্রতিটি বুলি, লিখনির প্রতিটি আঁচড়, চলার প্রতিটি কদম, রক্তের প্রতিটি ফোঁটা আর হায়াতের প্রতিটি অণু এরই জন্যে নির্ধারিত হোক, জোর কদমে মিছিল করে এগিয়ে আসুক সামনের কাতারে নবীয়ে পাকের ঐ সকল নায়েবেরা নিদ্রার ঘোর যাদের আজও কাটলনা।

www.pathagar.com

ইসলাম ঃ পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন জীবন বিধান

'ইসলাম' শব্দটি আরবী। ইহা 'সিল্‌ম' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ শান্তি। এর মূল অর্থটি এমন তাৎপর্যপূর্ণ যে, বিশ্বের সকল যুগের সকল শ্রেণীর মানুষ এ শান্তিকে পেতে চেয়েছে বার বার। এমনকি সকল শ্রেণীর প্রাণীকূলও এর জন্যে লালায়িত।

সিল্‌মুন (سلم) শব্দ থেকে এসেছে 'ইসলাম'। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পন। 'আল ইসলাম' হলো এক সত্তার নিকট আত্মসমর্পন। সমগ্র সৃষ্টি জগৎ ঐ মহান প্রভুর নিকট ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বাধ্যতামূলক আত্মসমর্পন করেছে। তাই সর্বত্র রয়েছে শান্তি বিরাজিত।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ -

"তারা কি আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করছে, অথচ আসমান জমিনে যা কিছু রয়েছে তারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আত্মসমর্পন করেছে ঐ সত্তার বিধানে। তাই সর্বত্র রয়েছে শান্তি বিরাজিত"।

যতদিন মানুষ স্বেচ্ছায় ইসলামকে গ্রহণ না করবে ততদিন শান্তির সাথে মানবতার সাক্ষাৎ অসম্ভব।

● আমলের ধর্ম ইসলামঃ

ইসলাম প্রচলিত অর্থে হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও খৃষ্টান ধর্মের মত কোন ধর্ম নয়। সমাজে ধর্ম বলতে কতগুলো যৌক্তিক ও অযৌক্তিক বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করে প্রচলিত কিছু আচার অনুষ্ঠান ব্যক্তি জীবনের কিছু অংশে কিছু লোক মেনে চলাকে বলা যেতে পারে। এ ধরনের কোন ধর্ম ইসলাম নয়। ইহা মূলতঃ একটি জীবন চলার বিধিবিধান। একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের একান্ত নগন্য বিষয়, যেমন চুল ছাঁটা, নখ কাটা, অজু ও গোসল থেকে শুরু করে তার পরিবার, সমাজ, লেনদেন, আইন-আদালত, আচার-ব্যবহার, সভ্যতা-সংস্কৃতি, দেশ ও আন্তর্জাতিক দুনিয়ার এমন একটি দিক নেই যেখানে ইসলামের বক্তব্য স্পষ্ট নয়। পৃথিবীতে যত ধর্ম রয়েছে সেগুলোতে জন্মের আনন্দ, মৃতের সৎকার, বিয়ে শাদীর আনুষ্ঠানিকতা, ত্যাজ্য বিত্তের বণ্টন ও কিছু উপদেশমালা সন্নিবেশিত রয়েছে মাত্র। এগুলোর দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা, জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান, আইন ও বিচারের রায় প্রদান, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিনির্মাণ, যুদ্ধ ও রণনীতির দিক নির্দেশন, পরমাণু অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ও আধুনিক বিশ্বের পারস্পারিক সহযোগিতার দলিল সম্পাদন- এর একটিও সম্ভব নয়। তাই আধুনিক জটিল সমস্যার গ্রন্থি উন্মোচন করে মানবতাকে কাঙ্ক্ষিত শান্তির পথ প্রদর্শনে ইসলামের কোন বিকল্প নেই।

● ইসলাম হলো ঐশী বিধানঃ

ইসলামের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো ইহা সৃষ্টির জন্যে দেয়া স্রষ্টার বিধান। কোন মানব

www.pathagar.com

মস্তিষ্ক এর জন্ম দেয়নি। কোন পীর পুরোহিত-এর সাধনার ফসল ইহা নয়। নয় অর্থহীন কতগুলো আচার অনুষ্ঠানের নামঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامِ -

"নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহ্‌র মনোনীত বিধান।" (আল কোরআন)

আল্লাহতায়ালা এককভাবে সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। সৃষ্টির ব্যাপারে আর কারো সামান্যতম অংশিদারীত্ব যেমন নেই। সৃষ্টির বিধান দেওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি লা-শরীক। মানুষের জীবন পরিচালনার জন্যে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে হেদায়েতের চূড়ান্ত কিতাব। এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও বাস্তব অনুসরণের প্রয়োজনে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এসেছে তাঁরই আখেরী রাসুল-মুস্তাফা (সঃ)। তাই ইসলামী বিধানের মূল উৎস কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুল (সঃ)। ইসলামের কাছে কে কি বলেছেন ও করেছেন তা হিসাবের বিষয় নয়, বিষয় হল আল্লাহ কি বলেছেন আর রাসুল (সঃ) কি করেছেন?

● স্বভাব ধর্ম ইসলামঃ

ইসলামের অপর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা মানুষের ফিতরাত বা স্বভাবের সাথে সাম স্যশীল। মানুষের ফিতরাত, রুচি অভিরুচি, চাওয়া-পাওয়া, কামনা-বাসনা, কল্যাণ-অকল্যাণ, দেহ ও মনের আকুতির সাথে ইসলাম একাকার হয়ে রয়েছে। নৈতিক পরিচ্ছন্নতার সাথে জৈবিক প্রয়োজনকে ইসলাম অকপটে মেনে নিয়েছে। আহার-বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, পেশাব-পায়খানা, আরাম নিদ্রা, বিবাহ-শাদী, ইত্যকার দৈহিক ও জৈবিক বিষয়ে রয়েছে ইসলামের বিধান, তেমনি আবার জিকির-ফিকির, মোরাকাবা-মোশাহাদা ও সালাত-সিয়াম-এর মত নৈতিক ও আত্মিক বিষয়েও ইসলামের রয়েছে নির্দেশনা। ইসলামে কোন বৈরাগ্য নেই। নেই আত্মার পরিচ্ছন্নতার নামে আত্মার পীড়ন। অনিদ্রার পর অনিদ্রা ও লাগাতার অনাহার, কঠোর সংযম মানব স্বভাব বিরুদ্ধ। ইসলাম মানুষের কোন স্বভাবজাত প্রয়োজন অস্বীকার করেনি। চাহিদার বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেঃ

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلِدُ عَلَى الْفِتْرَةِ -

"প্রত্যেক মানব শিশু তার স্বভাবের উপর জন্ম নেয়।" - হাদীস।

● ইসলামই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূচনাকারীঃ

ইসলাম জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সূচনা করেছে। এর বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন করেছে। ইসলামের পূর্বে মানুষ পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিল। জাহেলিয়াতের ঘনঘোর অন্ধকারে বিচরণশীল ঐ মানব কীটগুলো কত জঘন্য ছিল তা বর্ণনার জন্যে আলাদা গ্রন্থ রচনা প্রয়োজন। ইসলাম জ্ঞানের মশাল জালিয়েছে আর বিশ্ববাসীকে সভ্যতা শিখিয়েছে। আজকে বিশ্ব সভ্যতার কল্যাণকর যা মানবজাতির হাতে রয়েছে- সাহিত্য, কলা, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, অংকশাস্ত্র ইত্যাদি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সকল শাখায় মানুষ যা লাভ করেছে এর সব কিছুর মূলে রয়েছে ইসলাম।

www.pathagar.com

বিশ্ববাসী ইসলামের এ ঋণ কখনও শোধ করতে পারবে না। ইসলাম জ্ঞানার্জনকে ফরজ করে দিয়েছে। সমস্ত ইবাদতের জন্যে 'ইলম' শিক্ষা অপরিহার্য। জ্ঞানীদের প্রসঙ্গে ইসলামের বক্তব্য "যারা জানে আর যারা জানেনা তারা এক নয়।" -আলকোরআন।

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ -

● ইসলাম আজাদীর এক মহা পয়গামঃ

ইসলাম হচ্ছে আজাদীর এক মহাপয়গাম। মানুষ যদিও স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু সে হাজার বন্ধনে আবদ্ধ। সমাজের বুদ্ধিমান, জ্ঞানপাপী, জালেম শাসক, স্বার্থবাজ পুরোহিত ও অবৈধ সম্পদের মালিকেরা তাদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থে নিজেদের সৃষ্ট কানুনের জালে বন্দী করে রেখেছে মানবতাকে যুগ যুগ ধরে। ইসলাম বন্দী মানবতার কাছে নিয়ে এসেছে আজাদীর শুভ সংবাদ। হাজার বছরের নিপীড়িত, নির্যাতিত ও মজলুম বনি আদমের কর্ণে ইসলাম ফুঁকে দিয়েছে বিদ্রোহের বাণী। অন্যায়, অসত্য, অসুন্দর ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইসলাম নিয়ে এসেছে ক্ষমাহীন এক ভয়াল যুদ্ধ। এসেছে এক মহান প্রভুর গোলামীর শর্তে সমস্ত গোলামদের গোলামীর শিকল ভেঙ্গে ফেলার জিহাদ নিয়ে।

قَاتِلُوْا هُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ -

"তোমরা লড়াই কর ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না ফিত্না নির্মূল হয়ে যাবে আর দ্বীন শুধু আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত হবে।" আল কোরআন।

● সাম্য ও মানবতাঃ

ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য- সাম্য ও মানবতা। বিশ্বমানবতা একই পিতা মাতার সন্তান ও একটি পরিবারের সদস্য। হাজার ভাষা, বর্ণ ও গোত্র মানবতা বিভাজনের দেয়াল নয় বরং উহা পরস্পরের সাথে পরস্পরের পরিচয় ও ভালবাসার মাধ্যম। আজ ধর্মের নামেও মানবতাকে খণ্ড বিখণ্ড করা হচ্ছে। কেউ কোন হীন পেশায় ছিল বলে তার প্রজন্মরা সে পেশায় থাক বা না থাক তাদের ঐ হীন পেশার লোক বলে চিহ্নিত করা, আবার এক সময়ের সম্ভ্রান্ত ও কৌলিণ্যের অসভ্য, অমার্জিত ও চরিত্রহীন সন্তানকে কৌলিণ্য সূচক শব্দ দিয়ে বিশেষিত করা মানবতাকে হত্যার নামান্তর। আবহাওয়া ও জলবায়ুর বিভিন্নতা, উষ্ণ ও হিমমণ্ডলে বাসের কারণে মানুষের গায়ের চামড়া সাদা, কালো ও পীত হতে পারে। মানুষের মূল্যায়নের জন্যে ইহা কখনও কারণ হতে পারে না। অথচ একই ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও গায়ের চামড়া কালো হওয়ায় কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের সাথে একই গীর্জায় প্রার্থনা করতে পারে না। আহার করতে পারেনা কোন ক্ষুধার্ত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ শ্বেতাঙ্গদের রেস্তোরাঁয়। ইহা মানবতার জন্যে কতই না লজ্জাকর। ইসলামই ভাষা, বর্ণ, গোত্র, পেশা ও অঞ্চল ভিত্তিক অমানবিক জাতীয়তার প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়েছে। এ সমস্ত কৃত্রিম ভেদাভেদ তুলে দিয়ে মানুষকে মূল্যায়ন করেছে মানুষ হিসাবে। নামাজের কাতারে দেখা যায় একই মসজিদে এক ইমামের নেতৃত্বে সাদা-কালো, ধনী-নির্ধনী,

www.pathagar.com

বাদশা-ফকির এক সারিতে দণ্ডায়মান। ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত- 'হজ্ব'। ইহা বিশ্ব মানবতার এক মহামিলন। পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চল থেকে প্রতিটি ভাষার, বর্ণের, গোত্রের ও পেশার বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির নারী-পুরুষ একই সাদা পোষাকে আবৃত হয়ে এক 'লাব্বায়েক' শ্লোগান দিতে দিতে মিছিল করে জমায়েত হয় বিশাল মানব সমুদ্রের সঙ্গমস্থল আরাফাতে। সাম্য, একতা ও মানবতার এমন নৈসর্গিক দৃশ্য জগতে আর দ্বিতীয়টি নেই।এ আরাফাতে দাঁড়িয়ে ইসলামের মহানবী (সঃ) ঘোষণা দিয়েছিলেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ وَلَالْعَجَمِيِّ عَلٰى عَرَبِيٍّ وَ لَا لِأَحْمَرٍ عَلٰى اَسْوَدٍ وَ لَا لِاَسْوَدٍ عَلٰى اَحْمَرٍ اِلَّا بِالتَّقْوٰى -

"সাবধান! আযমের উপর আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, নেই আরবের ওপর আযমের; সাবধান! কালোর উপর সাদার আর সাদার উপর কালোর কোন বিশেষ মর্যাদা নেই। আর তাকওয়াই শ্রেষ্ঠত্বের মূল্য।" -আল্ হাদীস।

● সার্বজনীনতাঃ

ইসলামের আরে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো সার্বজনীনতা। এর আবেদন ব্যাপক ও বিস্তৃত। ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্যে নয়। সকল যুগের সকল কালের বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলের জন্যে রয়েছে এর চিরন্তন আইনের বিধান ও ইনসাফ। ইহা আলো-বাতাসের মত সার্বজনীন। কোন দল, গোষ্ঠীর জন্যে এর বিধান নয় বরং উহা আদল ও ইনসাফের জন্যে। মানুষের যতগুলো মৌলিক অধিকার (Basic Human Rights) রয়েছে এর প্রথমে রয়েছে বেঁচে থাকার অধিকার। পৃথিবীর সকল দেশের সংবিধানে মানুষের জীবন রক্ষার অধিকার স্বীকৃত রয়েছে। কেউ কাকেও হত্যা করলে শাস্তির বিধানও লিখিত রয়েছে। যেমন ভারতের সংবিধানে একজন ভারতীয় নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা ঘোষিত হয়েছে কিন্তু একজন অভারতীয় মানুষের জীবনের নিরাপত্তার ব্যাপারে সংবিধান রয়েছে নীরব।

পৃথিবীর সকল দেশের ক্ষেত্রে উহা সমভাবে প্রযোজ্য। শুধু তাই নয় একই দেশের অধিবাসী হওয়ার পরও সাদা ও কালো, ব্রাহ্মণ ও নমঃশুদ্র, সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুদের জন্যে রয়েছে আইনের তারতম্য। একই দেশে একই অপরাধের জন্যে কারো মৃত্যুদণ্ড আর কারো বা বড় জোর কয়েক ডলার জরিমানা। এ বৈষম্য মানবতার গালে চপেটাঘাত তুল্য। এক্ষেত্রে ইসলামী আইনের সার্বজনীনতা লক্ষণীয় ঃ

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٌ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا -

"হত্যা ও বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ ছাড়া কেউ যদি নিরপরাধ কোন মানব খুন করল সে যেন

www.pathagar.com

সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে হত্যা করল।" মায়েদা- ৩৩

এখানে 'মানুষ' (نفس) বলা হয়েছে, সে কোন্ ধর্মের কোন্ বর্ণের, কোন্ দেশের, আশরাফ না আতরাফ কোন প্রশ্ন নেই। নিহত সে মানুষটি যদি আমেরিকার আদিম অধিবাসী (Red Indians)ও হয়। যারা আজও গাছের কোটরে থাকে, কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে, সভ্যতার বাতাস আজও যাদের গায়ে লাগেনি, শেতাঙ্গ ভদ্রলোকেরা যাদেরকে পাখী শিকারের মত খুন করে উল্লাস করে, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের এ অরণ্যচারী, নিরক্ষর, নিরাভরণ আযাদ অধিবাসীগণ যারা মানব গোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ, আমি জানিনা পৃথিবীর কোন সুসভ্য দেশের সংবিধানে মানুষের মর্যাদায় এদের জীবন রক্ষার জন্যে আইনের কোন ধারা সংযোজিত হয়েছে কিনা? একমাত্র ইসলাম এদেরকে মানুষের স্তরে এনেছে। সভ্য সমাজের কোন একজন রাষ্ট্র নায়ককে হত্যা করা আর এদের এক জনকে হত্যা করা সমান অপরাধ। ইসলামে উভয় হত্যার জন্যে রয়েছে কিসাস।

উপসংহারঃ

উপসংহারে বলতে চাই- ইসলাম তার পূর্ণ বৈশিষ্ট্যসহ অবিকৃতভাবে দুনিয়ায় বিদ্যমান। আর বিশ্বমানবতা এর পরও অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।মানুষের নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা পশুকেও হার মানাচ্ছে। আজ বসনিয়া, চেচনিয়া, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন ও আরাকানসহ বিশ্ব জুড়ে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে।

একদিকে সার্বিয় বর্বর বাহিনী সর্বাধিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করছে। আর বসনিয়ার মজলুম মানুষদের উপর রয়েছে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা। বসনিয়ার অবোধ শিশুদের আহাজারী, অত্যাচারিত বসনীয় রমনীদের মর্মন্তুদ ক্রন্দন ও তাদের যুবকদের মস্তক বিচ্ছিন্ন লাশ বিশ্ব বিবেকের কাছে কোন আবেদন রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। এর সমাধানের কোন উপায় মানব রচিত আইনে নেই। ঐ মানবতা বিধ্বংসী মতবাদগুলোই বিশ্বের এ অসহনীয় পরিস্থিতির জন্যে দায়ী। অপর দিকে আল্লাহতালার অবতীর্ণ বিধান আল-ইসলাম মানুষের আইনের অধীন হয়ে রয়েছে। এ বিধান নাজিল হয়েছিল সকল মানবীয় বিধানের উপর বিজয়ী হওয়ার জন্যে।

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ -

রাসুলেরা এ বিধানকে সকল বিধানের উপর বিজয়ী করতে এসেছিলেন। তাই আজকের বিশ্বব্যাপী দুর্যোগের মোকাবিলা, দুনিয়া ব্যাপী পরাশক্তির অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসান, বিশ্বের দিকে দিকে নিপীড়িত, নির্যাতিত বনি আদমের মুক্তির জন্যে ইসলামের বিজয় অনিবার্য।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ (সঃ) এর আদর্শই শান্তি ও মুক্তির নিশ্চয়তা

❑ ভূমিকা

মানুষের জীবন এক ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয়। বিভিন্ন পেশায়, রুচিতে, অভিরুচিতে, ভাষা, বর্ণে, গোত্রে ও জীবন যাপনের উপায়-উপকরণে মানবজীবন বৈচিত্র্যতায় পরিপূর্ণ। আবার একই পেশার, বর্ণের, গোত্রের প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। এক একজন মানব যেন এক একটা স্বতন্ত্র জগৎ। কালের ব্যবধানে সভ্যতার ক্রমবিকাশে এর বিস্তৃতির দিগন্ত প্রসারিত হয়ে চলছে। এত বিশাল ।বস্তৃত বৈচিত্রপূর্ণ মানবজীবনের জন্য কোন একজন মানব সকলের জন্য সকল সময়ে, সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ আদর্শ চিন্তা করা যেন এক অচিন্তনীয় ব্যাপার।

❑ আদর্শের সংকট

পৃথিবীর জন্ম থেকে অদ্যাবধি যত মহামানব এ ধরায় পদার্পন করেছেন মানবজাতির ইতিহাস সাক্ষ্য, তাদের সকলেরই জীবনাদর্শ কোন বিশেষ দিকের , বিভাগের, গোত্রের, শ্রেণীর, জাতির ভাষা ও সময়ের বন্ধনে কঠিনভাবে আবদ্ধ।

বিশ্বের সকল সমস্যা চিহ্নিতকরণ সমাধানের চিরন্তনী ব্যবস্থা প্রদানসহ ব্যক্তি, সমষ্টি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল জীবন জিজ্ঞাসার জবাব দেয়ার দাবী করার সাহসও কোন মহামানব করেননি। তদুপরি তাদের পেশকৃত আদর্শ যা কোন বিশেষ সম্প্রদায়, অঞ্চল বা জামানার জন্য নির্দিষ্ট ছিল তাও মহাকালের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। বিস্তৃতির সমুদ্র থেকে কোন ডুবুরী উহাকে উদ্ধার করতে চাওয়া ব্যর্থতার ডুব দেয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না। অতীত আসমানী কেতাবের ছেঁড়া পাতা নবী রাসুলদের জীবনের দু'চারটি ঘটনা, কিছু বাণী অথবা কোন অনুচরের লিখিত সুসমাচার তাও অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়িতে এতই হেঁয়ালীপূর্ণ যে, যা ইতিহাসের মানদণ্ডে বা বিজ্ঞানের বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে সদা কম্পমান। এ সমস্ত কল্পকাহিনী, সত্য মিথ্যার 'উদ্ভট দ্রবণ' মানবাদর্শ হতে পারে না। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও বলতে হয়, ইচ্ছে থাকলেও তাদের অনুসরণের সুযোগ নেই। আবার সুযোগ থাকলেও প্রয়োজনই নেই। বিশ্বনবী (সাঃ) এর আগমনে সমস্ত আসমানী কিতাবেরও আম্বিয়াকিরামের জীবনাদর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং উহাদের কার্যকারিতা রহিত করে দিয়েছে। যেমন- বিশেষ কোন রোগের পথ্য নিয়মিত আহার হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয় না। সভ্যতার ক্রমবিকাশে কোন এক পর্যায়ে নাযেলকৃত বিধান বিকশিত সভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে ফেলে। যেমন চার মাসের শিশুর পরিধেয় পোষাকাদি চল্লিশ বছর বয়সে ঐ শিশুর জন্য ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে। পড়ে তাইতো নবী মুস্তফার (সঃ) আনীত জীবনব্যবস্থা বর্তমান থাকাবস্থায় মুসা (আঃ) এর মত তৌরাতের পয়গম্বরের আদর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আর নেই। তাই হাদীসে রাসুল (সঃ) সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেন ঃ

www.pathagar.com

وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ بَدَأَ لَكُمْ مُوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَ تَرَكْتُمُوْنِىْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ ـ

"এ আল্লাহর কসম যার হাতে মুহাম্মদের (সঃ) জীবন, আজকে যদি তৌরাত বহনকারী নবী মুসা (আঃ) আবির্ভূত হতেন, আর তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে তার আদর্শ অনুসরণ করতে, তবে নিশ্চয় তোমরা পদভ্রষ্ট হয়ে যেতে।"

❑ বিক্ষুব্ধ দুনিয়া

অতীতের যেন কোন সময়ের তুলনায় আজকের বিশ্ব সবচাইতে জটিল ও সমস্যাগ্রস্ত। একদিকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চোখ ঝলসানো উৎকর্ষতা- যাতে মানুষ পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে মহাশূন্যে উড়াচ্ছে অহংকারের বিজয়কেতন। অপরদিকে লসএঞ্জেলসে সংঘটিত ইতহাসের জঘন্যতম বর্ণদাঙ্গায় বর্বরতার চরম পরাকাষ্টা প্রদর্শিত হচ্ছে। একদিকে প্রাচুর্য্যতার জৌলুস- শুধু কুকুরের আহার বিহারের জন্যে আমেরিকায় বছরে যে খরচ হয় তার পরিমাণ ৫৩ কোটি ডলার। অপরদিকে আফ্রিকার খরাপীড়িত সোমালিয়া ও ইথিওপিয়ার লাখ কংকালসার বনি আদমের বিকশিত দন্ত মানবতার শ্লোগানকে ব্যঙ্গ করছে। একদিকে ধর্মনিরপেক্ষতার সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতার অমিয়বাণী, অপরদিকে বসনিয়া- হারজে গোভিনার নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশুদের নির্বিচারে গণহত্যা। একদিকে ধর্মনিরপেক্ষতার জোরালো বক্তব্য সংবিধানে এঁকে রাখা হয়েছে। আর সে দেশের সংখ্যালঘুদের জানমাল ইজ্জতের নিরাপত্তা ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে। শত শত বছরের মসজিদ ভেঙ্গে নির্মাণ করা হচ্ছে কল্পিত রাম মন্দির। একদিকে গণতন্ত্রের জয়ধ্বনি সারা দুনিয়ায় উচ্চারিত হচ্ছে, অন্যদিকে আলজেরিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ স্যালভেনশন পার্টি ৮০% ভাগ ভোট পেয়ে যখন ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে তখন গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী আমেরিকার সহযোগিতায় জারি করা হয়েছে সেনাবাহিনীর শাসন। কারান্তরালে প্রবিষ্ট করা হয়েছে হাজার হাজার মুক্তিকামী স্যালভেনশন ফ্রন্ট নেতা কর্মীকে। যুক্তি একটাই তারা নাকি মৌলবাদী। গণতন্ত্র ও মানবতা ইত্যাদিতে মৌলবাদীদের অধিকার স্বীকৃত নয়।

❑ আধুনিকতার ব্যাধি

এমনিভাবে বিশ্ব আজ সমস্যার অক্টোপাশে আবদ্ধ। অর্থনৈতিক বৈষম্য পৃথিবীর সমুদয় জনগোষ্ঠীকে শোষক ও শোষিত এ দুশ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। আর সৃষ্টি করেছে মারাত্মক শ্রেণী সংঘাত। যা বিশ্বকে সর্বধ্বংশী লেলিহান যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

বিশ্বসমস্যার আর একটি মৌলিক সমস্যা 'মাদকাসক্তি'। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ হিরোইন, এ্যালকোহল, মরফিন, মারিজুয়ানা ইত্যাদিতে নেশাগ্রস্ত। বাংলাদেশের মত ক্ষুদ্র দেশে ৪০ লক্ষ মানুষ নেশায় আক্রান্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রাপ্ত বয়স্ক স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা ৫০ ভাগ এলকোহলে আসক্ত। তাই প্রেসিডেন্ট বুশ বলতে বাধ্য হয়েছিলেন এ সমস্যা নিরসনে 'আমরা গভীর সমুদ্রে ও মহাকাশে যুদ্ধ চালাব। এর ফলে সামাজিক অবক্ষয় ও উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়ে চলছে জ্যামিতিক হারে।

www.pathagar.com

অবাধ যৌনাচার আর একটি আন্তর্জাতিক ব্যাধি। সাধারণ ইতর মানুষেরা শুধু নয় বরং বড় বড় নামকরা রাষ্ট্রনায়ক, সাহিত্যিক, সেনাধ্যক্ষ, শিল্পী, সংসদ সদস্য এদের মত মহামানবেরা যৌন কেলেংকারীতে লিপ্ত। ইহা আজ মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে। প্রাসাদ থেকে কুটির পর্যন্ত সমাজদেহের প্রতিটি অঙ্গ সিফিলিস, গণোরিয়ার বিষাক্ত জীবাণুতে আক্রান্ত। শুধু নারী পুরুষে অবাধ মিলন নয় বরং নারীতে নারীতে, পুরুষে পুরুষে বীভৎস যৌনাচার চলছে। আর সৃষ্টি হচ্ছে ভয়াবহ যৌনব্যাধি। 'এইডস' আজ পরমাণু বোমার চেয়েও বিপদজনক। পাশ্চাত্য দুনিয়ায় ইহা আল্লাহর গযব হিসাবে ছড়িয়ে পড়ছে। দু'হাজার সালের মধ্যে এশিয়ায়ও মহামারীর মত আতঙ্ক সৃষ্টিকারী ব্যাধি 'এইডস' ছড়িয়ে পড়বে।

বিশ্ব অশান্তির আর একটি অন্যতম কারণ -সন্ত্রাস। এর বিস্তৃতি ধ্বংসলীলা ভয়াবহতা লিখনীর আচঁড়ে তুলে ধরা অসাধ্য ব্যাপার। বিশ্বের এতদিনের সৃষ্ট সভ্যতা, শিল্প ও স্থাপত্য শুধু নয় প্রতিটি মানুষের জীবন, জীবনের তাবত উপকরণ, ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তাসহ রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষাঙ্গন, উৎপাদন যন্ত্র, প্রচার মাধ্যম এমনকি বিচার ব্যবস্থা পর্যন্ত সন্ত্রাসের দৃঢ় মুষ্টিতে আবদ্ধ। পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চি মাটি, জনপদের প্রত্যেকজন মানুষ, জীবনের প্রতিটি বিভাগ সন্ত্রাসের বিষাক্ত নখরে আহত ও রক্তাক্ত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এ সন্ত্রাসী শক্তির পৃষ্ঠপোষক। তাদের ক্ষেপণাস্ত্র আর সজ্জিত মারণাস্ত্রগুলো সন্ত্রাসী তৎপরতার অন্যতম হাতিয়ার। সে সমস্ত সভ্যদেশের সি, আই, এ, - কে, জি, বি,- মোশাদ, ও 'র' এর মত গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সন্ত্রাসী তৎপরতা সৃষ্টির অনুমোদিত সংগঠন। এর পিছনে তারা কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে। সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা মেটানোর জন্য তাবেদার সৃষ্টি, বাজার দখল ও প্রভাব বলয় অক্ষুন্ন রাখার জন্য তারা লালন করছে সন্ত্রাস নামক বিষবৃক্ষ। একটি স্বাধীন দেশের কোন্ মন্ত্রণালয়ে কি রয়েছে তা দেখতে না দিলে যুদ্ধের হুমকি। এমনকি ইরাকের একটি নির্দিষ্ট এলাকা 'নো ফ্লাইজোন' ঘোষণা করে সে দেশের বিমান উড্ডয়ন নিষিদ্ধ করে আমেরিকা তার আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের নগ্ন চেহারার উন্মোচন করেছে। যেখানে হাজার হাজার মানব শিশু জরুরী চিকিৎসা ও ঔষধের অভাবে মারা যাচ্ছে। অথচ বিশ্ব বিবেক, আন্তর্জাতিক আদালত, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মার্কিনীদের দস্যুবৃত্তির বিরুদ্ধে একটি নিষ্ফল প্রস্তাব পাস করার সাহসও করছে না। যেন আজ বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকার হাতে জিম্মি। এ ক্ষুধা, অবক্ষয় নিশা ও সন্ত্রাস বস্তুবাদের জঠরে জন্ম নিয়েছে। আর এদের লালন পালনের দায়িত্ব নিয়েছে বস্তুবাদের জ্যেষ্ঠ সন্তান পুঁজিবাদ।

সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম পুঁজিবাদী সৃষ্ট যন্ত্রনার চিকিৎসার একটি ব্যর্থ প্রয়াস ও নিস্ফল ঔষধ মাত্র নয় বরং ভুল চিকিৎসা জনিত পীড়া স্বয়ং রোগের চাইতেও উহা আরও মারাত্মক। সে চিকিৎসার জন্য শুধু রাশিয়ায় দুকোটি মানুষ জীবনাহুতি দিয়েছে। সে সমাজতান্ত্রিক চিকিৎসা শুধু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়নি বরং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে জন্ম দিয়েছে। আরো একটি 'ক্যান্সারাস টিউমার', একটি রোগ যন্ত্রণা, আর একটি ভুল চিকিৎসার যন্ত্রণা- 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ'। সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার পর এ পুঁজিবাদী বিভৎসতা থেকে মানবতার মুক্তি কি সম্ভব? কিসে দিতে পারে অশান্ত বিশ্বে শান্তির পরশ, বন্দী

www.pathagar.com

মানবতার কানে আজাদীর খবর। এ মহাজিজ্ঞাসা আজ ব্যাকুল করে তুলছে বিশ্বের চিন্তাশীল মানুষকে। কোরআন বলেছে কুফরী জীবনাদর্শ শান্তির মিথ্যা আস্ফালনঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاءً حَتّٰى اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ـ

'অবিশ্বাসীদের যাবতীয় প্রচেষ্টা যেন মরিচীকা- তারা মনে করেছিল উহাতে তৃষ্ণার্ত মানবতার জন্যে রয়েছে পানি, সেখানে গিয়ে তারা উহা পেলনা যা তারা আশা করেছিল"। (সুরাঃ নুর)

এমনিতর এক হতাশা ও অবক্ষয় নেমে এসেছিল আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে। খুন, রাহাজানি, সন্ত্রাস ছিল নৈমিত্তিক ঘটনা। শরাব ও ব্যভিচারে ছিল যারা আসক্ত। এই আইয়ামে জাহেলিয়াতের কেন্দ্রবিন্দু ছিল হেজাজের মরু অঞ্চল। তারা দাঁড়িয়ে ছিল ধ্বংসের লেলিহান শিখার পার্শ্বে। কোরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ

وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ـ (القران)

"তোমরা আগুনে ভরা এক গভার গর্তের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, আল্লাহতায়ালা তোমাদেরকে উহা থেকে রক্ষা করলেন"। (সূরাঃ আলে ইমরান)

বিশ্ব যখন পারস্য ও রোমান দু'পরাশক্তির করতলগত ছিল তখন মজলুম মানবতার মুক্তির মহাবাণী নিয়ে, উন্নত আখলাকের পরশ পাথর ও দুর্দান্ত সাহস নিয়ে আবির্ভূত হলেন মুহাম্মদে আরাবী (সঃ)। বর্বরতা ও জাহেলিয়াতকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র। 'মদীনার সনদ' ছিল সে নবগঠিত রাষ্ট্রের সংবিধান। মুসলিম, খ্রীষ্টান ও ইহুদী সকলেই নিজ নিজ ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক অধিকার সহ শান্তিপূর্ণভাবে সে রাষ্ট্রে বসবাস করার যে নজীর স্থাপিত হয়েছিল অদ্যাবধি কোন আধুনিক সভ্য দেশে সংখ্যালঘুদের সে অধিকার স্বীকৃত হয়নি।

❑ মুহাম্মদী আদর্শ

আজকের অশান্ত ও সমস্যাসংকুল বিশ্বের জটিল গিঁট খুলতে, পৃথিবীর কাঙ্খিত শান্তি ফিরিয়ে আনতে আরবের উম্মী নবী (সঃ) এর আনীত আদর্শের আর কোন বিকল্প নেই। পৃথিবীর আদি থেকে আজ পর্যন্ত আদর্শ ও গ্রহণযোগ্য যখন যেখানে যা কিছু ছিল ও আছে সবকিছুর যোগফল মুহাম্মদী সূর্যের উজ্জ্বল্যের সামনে একটি তারার মিটিমিটি। মুহাম্মদ (সঃ) এর আদর্শ তার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কতগুলো শ্রুতিমধুর কথামালা নয়। নয় কতগুলো নীতি বা আচার-আচরণের নাম। তাঁর গোটা জীবন ও জীবনের সবকিছু আদর্শ, নবুয়তী জীবনের প্রতিটি বুলি, প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি পদক্ষেপ- ছোট থেকে বড়, ব্যক্তি থেকে সমষ্টি, নখ কাটা, চুল কাটা থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা পর্যন্ত সবকিছুই একই আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। একমাত্র মুহাম্মদ (সঃ) ছাড়া পৃথিবীর জন্য আর কোন মহামানব এমন নেই যার জীবনের প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাস, প্রতিটি অঙ্গের নড়াচড়া, প্রতিটি পদক্ষেপ এক কথায় জীবনের সবকিছুর আদর্শ। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে

www.pathagar.com

সাদাসিধে মার্জিত ও রুচিশীল আর্দশ পুরুষ। পরিবারে একজন আর্দশ ও সহনশীল স্বামী। স্নেহপরায়ণ পিতা, সুখে-দুঃখে, অংশগ্রহণকারী সৎ প্রতিবেশী, আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত- অপরিচিত সবার জন্য ইনসাফগার বিচারক, কঠিন পরিস্থিতিতেও দৃঢ়চেতা ও সাহসী সেনাপতি, দৈন্যতা ও প্রাচুর্যে সমভাবে দানশীল। সকল ধর্মের, বর্ণের ও ভাষার নাগরিকের জন্য গ্রহণযোগ্য নরপতি। তাঁর আদর্শের প্রত্যেকটি বিষয় বাস্তবসম্মত ও অনুশীলন যোগ্য। তাঁর স্বীয় জীবনে গ্রণযোগ্য নয় যা তিনি নিজে করেননি তার নির্দেশও তিনি দেননি। সকল শ্রেণীর, সকল পেশার, অবস্থার মানুষ তাদের বিচিত্র রুচির ও অনুভূতি হুযুরে পাকের (সঃ) জীবনে বাস্তব আদর্শ দেখে বিস্মৃত ও বিমুগ্ধ না হয়ে পারে না। তিনি এমন এক জীবনের অধিকারী, 'যে জীবন সমুদ্রে' অগণিত জীবন স্রোত একাকার হয়ে গেছে। যার জীবনের এক এক মুহূর্তের মধ্যে শত শত জীবন মিশে রয়েছে। এ আশ্চর্য জীবন মোহনায় সম্পূর্ণ বিপরীত জীবন ধারার ঘটেছে মিলন। যিনি একদিকে অক্ষরজ্ঞানহীন উম্মী, অপরদিকে সমস্ত জ্ঞানীদের মহান শিক্ষক। একদিকে তিনি এতই দরিদ্র যে দিনের পর দিন অনাহারে। আবার সম্পদের পাহাড় তাঁর চারিপাশে। তিনি কুফরী শাসনের মজলুম প্রজা, আবার মাদানী সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র রাজা। তিনি হিজরত করেছিলেন জুলুমের কাছে পরাজিত হয়ে, আবার মক্কায় ফিরে এসছিলেন বিজয়ী হয়ে। তিনি ক্রীতদাস জায়েদের মনিব, আবার ধনবান ইহুদীর খেজুর বাগানের শ্রমিক। তিনি হেরা পর্বতের ধ্যানস্থ সংসারত্যাগী, আবার স্ত্রী পরিজনের সাথে একজন সার্থক সংসারী। একটি জীবনে এত বৈচিত্র্যময় জীবন ধারার সম্মিলন জীবনে কেউ দেখেছে কি?

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"একমাত্র মুহাম্মদ (সঃ) মহান জীবন আদর্শে রয়েছে সকল মানবের সর্বকালের জন্যে আদর্শ"।

❑ উপসংহার

পরিশেষে বলতে চাই বিশ্বনবী (সঃ) কোন দলের, কোন বিশেষ জাতির, গোষ্ঠীর একক সম্পত্তি নয়; তিনি বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন। বাংলাদেশের উপজাতীয় অধিবাসী চাকমা, খাসিয়া, সাঁওতাল, গারো ইত্যাদি থেকে শুরু করে আফ্রিকার আদিম, অসভ্য ও উলঙ্গ এ্যাবোরোজিন্সের জন্যও তিনি রাসুল হয়ে এসেছেন। সকলেই তাঁর নবুয়তের মহাসাম্রাজ্যের অধিবাসী। কোরআন ঘোষণা দিয়েছে।

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

"বলুন, হে মানব সম্প্রদায় আমি তোমাদের সকলের জন্যে রাসুল হয়ে এসেছি"- সুরা-আরাফ।

আমরা যারা মুহাম্মদ (সঃ)কে রাসুল হিসেবে মেনে নিয়েছি। আমাদের দায়িত্ব আজ সর্বাধিক। নিজেদের জীবনের সকল অংশ থেকে বিজাতীয় অসভ্যতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করতে হবে। আর জীবনকে পুনঃ রাঙ্গাতে হবে নবী চরিত্রের রঙ্গে। তাগুতের সমস্ত বাধার ব্যারিকেড ভেঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী দানবদের সৃষ্ট প্রতিটি মরণ দুর্গে চরম আঘাত হেনে, শৃঙ্খলিত মানবতার কর্ণে আজ আমাদেরকে পৌঁছে দিতে হবে মহানবীর (সঃ) মহাবাণী।

www.pathagar.com

'খিলাফতই'- ইনছান সৃষ্টির বুনিয়াদী উদ্দেশ্য

সমগ্র সৃষ্টিকুল আল্লাহতায়ালার একক সিদ্ধান্তে সৃষ্ট হয়েছে। এক্ষেত্রে কারও বিন্দু বিসর্গ কোন অংশ নেই। সৃষ্টি জগৎ বড়ই বিচিত্র। বিচিত্র এদের গঠন প্রকৃতি, উপযোগিতা ও জীবনধারা। তবে এ সৃষ্টিরা স্রষ্টার তৈরী করা নিয়মের কঠোর বন্ধনে আবদ্ধ। এদের জীবন প্রণালী, কার্যক্রম, আহার-বিহার সবকিছু চলছে এক ছক কাটা পথে। একচুল এদিক ওদিক করার কারো কোন ক্ষমতা বা ইখতিয়ার নেই। নেই এক বিন্দু স্বাধীনতা। চারদিকে চলছে প্রতিষ্ঠিত আইনের দোর্দণ্ড প্রতাপ। নিয়মের রাজত্ব। সর্ব প্রকারের মাখলুক আল্লাহতায়ালার কানুনে ফিতরাতের কাছে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মাথা পেতে দিয়েছে ঃ

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ (البقرة)

"তারা কি আল্লাহতায়ালার দ্বীন ছাড়া আর কোন জীবন বিধান অন্বেষণ করছে, অথচ আসমান জমিনের সব কিছু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তারই বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করছে আর তাঁরই নিকটে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।" (সূরাঃ আলে ইমরান)

আসমান ও জমিনে যত সৃষ্টির অস্তিত্ব আছে সবার জন্যে আল্লাহতায়ালা জীবন চলার বিধান তৈরী করেছেন ও তাদের উপর সে বিধান কার্যকর করে দিয়েছেন। সৃষ্টি জগৎ নিষ্ঠার সাথে উহা মেনে চলেছে, ইহাই তাদের বন্দেগী বা ইবাদাত। এ ইবাদাতের নিয়ম ও পদ্ধতি সবার জন্যে একরকম নহে। আগুনের বন্দেগী ও পানির বন্দেগী এক রূপ নহে। আগুন সবকিছুকে জ্বালিয়ে আল্লাহর হুকুম পালন করে আর পানি নিভিয়ে দিয়ে। এভাবে দেখা যায় প্রত্যেক সৃষ্টির পিছনে স্রষ্টার যে উদ্দেশ্য আছে উহা পালনই প্রকৃতপক্ষে তার ইবাদাত বা বন্দেগী। এই বন্দেগী সমগ্র সৃষ্টির জীবন তুল্য। ইহার অনুপস্থিতিতে সৃষ্টি বিলয় হয়ে যাবে!

মহান আল্লাহ সোবহানুতায়ালা জ্বীন ও ইনছানকেও ইবাদাতের জন্যে সৃষ্টি করেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ (البقرة)

"ইবাদাত ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে জ্বীন ও ইনছানকে সৃষ্টি করা হয়নি।" (সূরাঃ বাকারা)

তবে এ দুই মহান সৃষ্টির জন্যে আল্লাহতায়ালা ইবাদাতের নিয়ম তৈরী করলেও অন্যান্য সৃষ্টির মত এর পালন বাধ্যতামূলক করে দেননি। তাদেরকে দেয়া হয়েছে আজাদী (Freedom of Choice), ইচ্ছা করলে তারা আল্লাহর আইন মানতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে নাও মানতে পারেন। এই যে 'ইচ্ছা শক্তির' আজাদী ইহা একটি বিরাট আমানত। ইহা দিয়ে মাবুদ পরীক্ষা করছেন কে আজাদী পেয়েও আল্লাহর আইন লংঘন করে আর কে করে না। যারা আল্লাহর বিধান অমান্য করার সুযোগ থাকার পরও নিষ্ঠার সাথে

www.pathagar.com

হুকুমের পাবন্দি করেন তাদের জন্যে রয়েছে উভয় জগতে কল্যাণ। তাদের ভয় ও অসুবিধার কোন কারণ নেই।

فَمَنْ تَبِعَ هُدٰىَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ (البقرة –٣٨)

"যে আমার পক্ষ থেকে পাঠানো হেদায়াতের অনুসরণে জীবন গঠন করবে তার জন্যে ভয় ভীতির কোন কারণ নেই।" (সূরাঃ বাকারা-৩৮)

এরপর আমি আলোকপাত করতে চাই মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে।

পূর্বে আলোচনা হয়েছে প্রত্যেক সৃষ্টির উদ্দেশ্য ভিন্ন। আর সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করাই ঐ বিশেষ সৃষ্টির মূল ইবাদাত। কোন বিশেষ ইবাদাতের জন্যে আল্লাহতায়ালা ইনছান জমিনে পাঠিয়েছেন, যে বিশেষ দায়িত্ব মানুষকে ফিরিশতা ও জ্বীনদের থেকেও আলাদা করেছে।

উহার উপলব্ধি ও তাৎপর্য অনুধাবনের সাথে মানব জীবনের সফলতা ও বিফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল।

মানবসৃষ্টির সূচনায় আল্লাহতায়লা বলেন ঃ

اِنِّى جَاعِلٌ فِىْ الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ـ (البقرة)

"আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা পাঠাতে চাই।" (সূরাঃ বাকারা-৩০)

খলিফার কাজকে বলে খিলাফত। এ কাজের গুরুত্ব ও মহত্ব এত বিরাট যে আসমান, জমিন, পাহাড়, পর্বত, জিবরাইল (আঃ) ও মিকাইল (আঃ) কেউ এ আমানত গ্রহণে রাজি হননি।

যেহেতু একমাত্র মানব ছাড়া আর কোন সৃষ্টি আল্লাহতায়ালার খলিফা হওয়ার লায়েক নয়।

এ দায়িত্বই মানুষকে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ, আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত সকল প্রকার সৃষ্টির উপর এক বিশেষ মর্যাদায় সমাসীন করেছে। এই খিলাফতই মানব সৃষ্টির বুনিয়াদী উদ্দেশ্য।

❑ খিলাফাত শব্দটির তাৎপর্য ও ইবাদাতের সাথে এর পার্থক্য

'ইবাদাত' শব্দটি (عبد) 'আবদ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ বন্দেগী, বা দাসত্ব করা, গোলামী করা বা কারো হুকুমে চলা। আল্লাহর ইবাদাত মানে আল্লাহর হুকুম মোতাবিক চলা, তারই তাছবিহ্, জিকির ও পবিত্রতা ঘোষণা করা।

আর 'খিলাফত' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে 'খাল্‌ফ্' থেকে। এর অর্থ হচ্ছে পিছনে পিছনে চলা, উত্তরাধিকারী হওয়া, শাসন করা, স্থলাভিষিক্ত হওয়া- অর্থাৎ কোন সত্তার অনুস্থিতিতে তাঁরই পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্ব করা।

উপরের আলোচনা থেকে একথা বুঝা কঠিন নয় যে, বন্দেগীর আনুষ্ঠানিকতা পালন, নিজে আল্লাহর নির্দেশের অনুসরণ, প্রভুর নির্ধারিত পন্থায় তারই শেখানো যিকির, তাছবিহ পাঠই সৃষ্টির ইবাদাত।

www.pathagar.com

আর 'খিলাফত' হচ্ছে নিছক ইবাদাতের আচার ও আনুষ্ঠানিকতা পালন নয় বরং বন্দেগীর আইন প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহর তৈরী আইনকে কার্যকর করা। সৃষ্টি জগতের সর্বত্র এ আইন আল্লাহতায়ালা নিজেই চালু করে দিয়েছেন। কিন্তু মানবজীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের জন্যে আল্লাহতায়ালা আইন পাঠিয়ে দিয়েছেন আর চালু করার দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁরই খলিফাদের উপর। যে মানবকে পৃথিবীর বুকে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে তারা আল্লাহ তায়ালার সার্থক প্রতিনিধি হিসাবে নবীদের অনুসরণে সে দায়িত্ব কতটুকু পালন করে ইহাই মানবজাতির পরীক্ষা।

'ইবাদাত' একটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শব্দ কিন্তু 'খিলাফত' একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক শব্দ। বিশাল সৃষ্টি জগতের সবকিছু রাজনীতি নিরপেক্ষ সৃষ্টি হলেও ইনছানই একমাত্র আল্লাহ তায়ালার রাজনৈতিক সৃষ্টি (Political Creature).

❑ খিলাফতের গুরুদায়িত্ব

খিলাফতের এ রাজনৈতিক দায়িত্বটি আল্লাহতায়ালা মানবজাতির উপর অর্পণ করেছেন। ইহাই ইনছানের এরাদায়ী ইবাদাত। এ দায়িত্বের আমানত আল্লাহতায়ালা মানবের কোন বিশেষ গোষ্ঠী, শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের উপর অর্পণ করেননি। এ দায়িত্ব প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক। যদিও মু'মীনরা এ দায়িত্ব কবুল করেছেন আর কাফেররা করছে অস্বীকার।

মানবজাতির উপর যে এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে সে সম্পর্কে ফিরিশতাদের প্রতিবাদের মধ্যেই তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছেঃ

قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ (البقرة)

"তারা বলল এমন লোক সৃষ্টি করবেন যারা অশান্তি ছড়াবে ও পরস্পর খুনাখুনি করবে।"
(সূরাঃ বাকারা)

এ দায়িত্বশীল প্রাণীদের থেকে আল্লাহতায়ালা অগণিত পয়গম্বর হাজির করেছেন। যাদের উপর খিলাফতের দায়িত্ব নেই এমন সৃষ্টি থেকে নবী বা রাসুল আসেননি।

হযরত আদম (আঃ) শুধু প্রথম মানুষ নন, তিনি প্রথম নবী ও প্রথম খলিফাও ছিলেন।

আজন্ম ইবাদাতে নিমগ্ন ফিরিশতাদের মধ্যে আসেনি কোন নবী বা রাসুল; তেমনি জ্বীন জাতিদের মধ্য থেকেও নবীদের আগমন হয়েছে বলে কোরআন ও হাদীসে কোন ইঙ্গিত নেই।

❑ খিলাফতের দায়িত্ব পালন

আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধিত্বের এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের উপর মানুষের জান্নাত ও জাহান্নাম নির্ভরশীল। এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে মানুষ অর্জন করবে আল্লাহতায়ালার রেজামন্দির নিয়ামাত। এ জিম্মাদারী আনযাম দেয়ার উপর পৃথিবীর জীবনের শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা নির্ভরশীল, এমন বিষয়কে সাধারণভাবে নেয়ার অবকাশ নেই। এ দায়িত্ব পালনের আদর্শ রয়েছে লক্ষ লক্ষ আম্বীয়ায়ে কিরামের পবিত্র জীবনে। মূলতঃ নবীরা আল্লাহর

www.pathagar.com

আইন কায়েম করার যে দায়িত্ব পালন করেছেন উহাই খিলাফতের দায়িত্ব। মুমীনদেরকে নবীদের জীবন অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর খলিফা হিসাবে ভূমিকা রাখতে হবে।

● জ্ঞানের হাতিয়ারঃ

এ গুরুদায়িত্ব সঠিকভাবে আনযাম দেয়ার জন্যে আল্লাহতায়ালা আদম (আঃ) কে জ্ঞানের হাতিয়ার তুলে দিলেন ঃ

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ـ البقرة ـ

"অতঃপর তিনি আদমকে সকল কিছুর নাম শিখালেন।" (সূরাঃ বাকারা- ৩১)

যোগ্যতার মৌলিক শর্ত ইলম। এ জ্ঞান অর্জন ছাড়া খিলাফতের গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। খোদার প্রতিনিধির সর্বাগ্রে প্রয়োজন ঐ কিতাবের জ্ঞান যার আইনের দ্বারা শাসন করতে হবে- এ পৃথিবীর সবকিছুকে।

খলিফাদের অবশ্যই খোঁজ খবর নিতে হবে তাদের খিলাফতের ময়দান -এ পৃথিবী সম্পর্কে।

পৃথিবীর চলমান ঘটনা প্রবাহ, জাতিদের উত্থান -পতন ও সভ্যতার বিকাশমান অবস্থা সবকিছু থাকবে তাদের নখদর্পণে।

এ সার্বিক জ্ঞান অর্জন খলিফাতুল্লাহদের জন্যে আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন।

● উম্মতের ঐক্যঃ

এ দায়িত্ব পালনের আর একটি দাবী হচ্ছে উম্মতের ঐক্য। খেলাফতের মহা প্রয়োজনে উম্মতকে সংগঠিত হতে হবে একতার প্রশস্ত মঞ্চে। সাদা কালো, আরবী-অনারবী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাইকে জাতীয় দায়িত্ব হিসাবে একে গ্রহণ করতে হবে। একাকী কারো পক্ষে এ বিরাট দায়িত্ব বহন করা সম্ভব নহে। আল্লাহ্‌র আহবানঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا

"তোমারা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ কর।"

● যোগ্যতা ও প্রচেষ্টাঃ

খিলাফতের দায়িত্ব পালনে প্রয়োজন 'যোগ্যতা'। এ এমন একটি বিষয় যার সাথে আর কিছু তুলনীয় নয়। ইহাকে শানিত করার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। প্রকৃত পক্ষে ইহা জ্ঞান ব্যবহার করার নাম। আল্লাহ্ তায়ালা অযোগ্যদের হাতে খিলাফতের দায়িত্ব দেবেন না। হয়তোবা জান্নাতের অধিকারীও বানাবেন। আল্লাহ্‌র সুন্নাত ইহা নয় যে, তিনি তাঁর বিশ্ব বাগানের দায়িত্বে এমন লোকদের হতে দেবেন যারা এর সংরক্ষণ ও বিকাশের যোগ্যতা রাখেনা। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصَّالِحُوْنَ ـ

"নিশ্চয় আমি পৃথিবীর দায়িত্ব তাদের উপর দেব যারা সৎ ও যোগ্যতাসম্পন্ন।"

www.pathagar.com

সৎ লোকেরা যদি যোগ্যতা সম্পন্ন না হয় তবে অসৎ হওয়ার পর যোগ্যতমরাই পৃথিবী চালাবে। এ ব্যতিক্রম কোথাও দৃষ্ট হবে না।

তাই খিলাফতের জন্যে যোগ্য হতে হবে। কোন এলাকা শুধু নয়, সমগ্র দুনিয়াকে পরিচালনার জন্যে উমরী যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

সারা দুনিয়ার মুসলমানদের দিকে চোখ বুলালে একটি বেদনাকর চেহারা পরিদৃষ্ট হয়- উম্মতের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে ইবাদাতের আনুষ্ঠানিকতা পালনের কিছুটা অনুভূতি পরিদৃষ্ট হলেও খিলাফতের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা এতই নগন্য যে, উল্লেখ করার মত কিছু নেই।

সাধারণের কথা বাদ দিলেও উম্মতের বড় বড় আল্লামা, নাম করা চিন্তাবিদ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের একটি বিরাট অংশের মধ্যে এ ব্যাপারে যে উদাসীনতা রয়েছে তাকে দুর্ভাগ্য বলা ছাড়া আর কি বলা যায়। আমরা ঐ সকল ইবাদাতের আচার ও আনুষ্ঠানিকতায় নিয়োজিত থেকে মনে মনে আত্মতুষ্টির ভাব জাহির করছি, যে তছবিহ-তাহলীল ও হামদ-সানা পাঠের জন্যে রয়েছে অগণিত মালায়েকাহ্।

نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ - (البقرة)

"আমরাইত তোমার প্রশংসাসহ তছবি পড়ছি ও তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি"।

(সূরা বাকারা)

আল্লাহ্তায়ালা জবাবে বলেছিলেন- তোমাদের ঐ আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের জন্যে খলিফা পাঠানো হচ্ছেনা। খলিফাদের দায়িত্ব অনেক বড় ইহা রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব। সাধারণের বুঝাতো দূরের কথা স্বয়ং ফিরিশতাদের নিকটও খলিফাদের কর্তব্য অজানা ছিল।

إِنِّيْ أَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ - (البقرة)

"আমি যা জানি তোমরা তা জাননা" (সূরা- বাকারা)

আল্লাহ্তায়ালার এ জবাব শুধু ফিরিস্তাদের জন্যে নয়, এ জবাব-মানব সৃষ্টির সূচনা থেকে পৃথিবীর প্রলয় অবদি খিলাফতের বিষয়ে সমস্ত বিতর্কিত প্রশ্নের দ্ব্যর্থহীন ও লা জবাব করার মত খোদায়ী জবাব। এর পরও খিলাফতের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে যাদের জ্ঞানোদয় হয়নি তাদের জন্যে আফ্সোস করা ছাড়া আর কি করার আছে?

আজকের দিনের বিশ্বব্যাপী চলমান নৈরাজ্য, অস্থিরতা, সন্ত্রাস ও অবক্ষয়ের যে বিভীষিকা চলছে উহা যতটুকু পীড়াদায়ক তার চাইতে বেশী উদ্বেগজনক খিলাফতের জিম্মাদার-মানবকুলের অবস্থা। বিশেষ করে উম্মতে মুসলেমার অবস্থা, তাদের ইমাম ও নেতৃবৃন্দরা খিলাফত তথা আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক দায়িত্বকে নিজেদের জন্যে হারাম করে নিয়েছে। আর শয়তানের প্রতিষ্ঠিত খিলাফতকে বিশ্বের জন্যে মেনে নিয়েছে। শয়তানের খলিফাদের দৌর্দন্ড প্রতাপ ও বাহাদুরীর সামনে আজ আল্লাহর খলিফারা ম্রিয়মান। এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার শেষ সময়ও অতিবাহিত হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

'পরিস্থিতির নাযুকতার দোহাই' আর 'প্রস্তুতির জন্যে আরও সময়' প্রয়োজন। ইত্যকার সুন্দর বক্তব্যগুলো পরিস্থিকে আরও ঘোলাটে আর শয়তানদের বিজয়কে দীর্ঘায়ু দান করা ছাড়া আর কি করছে? এ অসহ্য বিলম্বের অবসান ঘটিয়ে আল্লাহ্‌র খলিফাদেরকে খিলাফতে ইলাহিয়া প্রতিষ্ঠার বুনিয়াদী ইবাদাত পালনে কঠিন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হবে। আর প্রচণ্ডভাবে ইস্রাফিলের সিঙ্গায় এমন এক 'নারা বুলন্দ' করতে হবে যা শয়তানী সাম্রাজ্যের জন্যে বয়ে আনবে কেয়ামতের ধ্বংসলীলা। এ দায়িত্ব পালনে গাফ্‌লতির জন্যে অবশ্যই আল্লাহ্‌তায়ালা তার খলিফাদেরকে হাজির করবে জবাবদিহির কাঠগড়ায়।

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদেরকে মানব সৃষ্টির বুনিয়াদী উদ্দেশ্য সম্পর্কে সত্যিকার চেতনা দান করুন আর ঐ এরাদায়ী ইবাদতকে ইবাদাতের আনুষ্ঠানিকতার উপর যথার্থ গুরুত্বদানের তওফিক দিন- আমীন।

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে নেতৃত্ব নির্বাচন

নেতৃত্ব নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতি নিয়ে আমাদের দেশে আজ এক ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকট চলছে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নেতৃত্বের স্বরূপ, নির্বাচন পদ্ধতি ও জনগণের সাথে নেতৃত্বের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বয়ে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন একান্ত জরুরী ও সময়ের দাবী।

❑ নেতৃত্বের গুরুত্ব

'নেতৃত্ব' সমাজ পরিবর্তনের একটি নিয়ামক শক্তি। একটি জনগোষ্ঠীকে তাদের কাংখিত মনযিলে পৌঁছিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নেতৃত্ব। যার নির্দেশ ও পরিচালনায় একটি কাফেলা সামনে চলে, পিছনে যায়, জীবন দিতে ও জীবন নিতে উদ্যত হয়। যার দুর্লভ স্পর্শ লাভের জন্যে মাতা-পিতা, ছেলে-সন্তান ও স্ত্রী-পরিজনের মায়ার বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে কুণ্ঠিত হয় না। ঐ ব্যক্তিটি হতাশার অন্ধকারে আশার জ্বলন্ত মশাল। বেদনাক্লিষ্ট নিপীড়িত জনতার নিকট সান্ত্বনার উৎস। একটি জাতির আশা-নিরাশা, উন্নতি অবনতি, সম্মান-অসম্মান ও জীবন-মরণের সাথে নেতৃত্ব হয়ে পড়েছে অবিচ্ছেদ্য। একটি মানবদেহে হৃৎপিণ্ড তথা 'ক্বালবের' ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ সমাজ দেহের জন্যে নেতৃত্বের ভূমিকাও তেমনি। নবীজি (সঃ) যেমন বলেছেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلَا إِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَ إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اِلَّا وَهِىَ الْقَلْبُ ـ

"মানবদেহে এমন একটি গোস্তের টুকরা আছে যা সুস্থ থাকলে গোটা দেহ সুস্থ থাকে, আর উহা অসুস্থ হলে গোটা দেহ তার সুস্থতা হারায়, সাবধান! উহা ক্বালব।"

ইসলামের নিকট নেতৃত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলাম একটি সামাজিক, পূর্ণাঙ্গ ও ফিতরাতের দ্বীন। সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন খেচর, জলচর ও অরণ্যাচারীর জীবন ইসলামের নিকট কোন মূল্য বহন করে না।

সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহর নির্দেশ ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا ـ

"তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (ইসলাম) আঁকড়ে ধর।" (আলে ইমরান- ১০৩)

হযরত উমার (রাঃ) তাই বলেছেন-

لَا اِسْلَامَ اِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَ لَا جَمَاعَةَ اِلَّا بِاِمَارَةٍ وَ لَا اِمَارَةَ اِلَّا بِطَاعَةٍ ـ

www.pathagar.com

"জামায়াত ছাড়া ইসলামের অস্তিত্ব নেই, আবার নেতৃত্ব ছাড়া জামায়াত সম্ভব নয়, আবার আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নেই।"

এমনকি নেতৃত্ব বিহীন সমাজ জীবন পরিচালনা ইসলামের নিকট মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। তিনজনও যদি কোন এলাকায় থাকে নবীজি (সঃ)-এর নির্দেশ, তারা যেন একজন আমীরের নেতৃত্বাধীন জীবন যাপন করে। ইসলামী শরীয়তের যে কোন বিধান প্রতিষ্ঠায়, এমনকি যাকাত, নামাজ, জুমা, ঈদ, হজ্জ ইত্যকার ইবাদাত অনুষ্ঠানে আমীর বা নেতৃত্ব একান্তভাবে প্রয়োজন। ইসলামে আমীরের আনুগত্য বিহীন জীবন যাপনকে জাহেলি জীবন বলা হয়েছে।

নবীজি (সঃ) বলেনঃ

مَنْ مَاتَ وَ هُوَ مَفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ فَانَّهُ يَمُوْتُ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً - (مسلم) -

"যে ব্যক্তি জীবন যাপন করে জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আর মৃত্যুবরণ করে সে অবস্থায়, সে জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যু বরণ করে।" (মুসলিম শরীফ)

❑ ইসলামী নেতৃত্বের শর্তাবলী

ইসলাম নেতৃত্বের এ গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদায় আসীন হওয়ার ব্যাপারে কিছু অপরিহার্য শর্তারোপ করেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল পর্যায়ে নেতৃত্বের জন্য উহা অলঙঘনীয়। এ ব্যাপারে পাঁচটি শর্ত এমন যে, উহার ব্যাপারে গোটা উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে। নিম্নে ইসলামী নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য উক্ত ৫টি শর্ত আলোচনা করা হলোঃ

প্রথমত ঃ মুসলামন হওয়া। নিজ জীবনে কুফরীর অস্তিত্ব রেখে মুসলমান কওমের নেতৃত্ব দান গ্রহণযোগ্য নয়। কুফরী নেতৃত্ব কল্পনাই করা যায় না। যেহেতু তারা আল্লাহ ও রাসুল (সঃ) এর দুশমন। এমনকি আল্লাহর কাবার সীমান্তে তাদের প্রবেশাধিকারও নিষিদ্ধ। আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য, নবী করিম (সঃ) এর জন্য আল্লাহতায়ালা গোটা পৃথিবীকে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছেন।

নবীজি (সঃ) বলেনঃ

جُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَّطَهُوْرًا (مسلم)

"আমার জন্যে আল্লাহ তায়ালা গোটা পৃথিবীকে মসজিদ ও পবিত্র বানিয়ে দিয়েছেন" (মুসলিম)

ছোট মসজিদের ইমামত যেখানে তাদের জন্যে হারাম সেখানে রাষ্ট্রীয় ও বিশ্ব মসজিদের ইমামত তথা নেতৃত্ব কিভাবে গ্রহণীয় হতে পারে? আল্লাহর ঘোষণাঃ

مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِيْنَ عَلٰى

www.pathagar.com

اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ -

"কি করে মুশরেকরা আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আনযাম দেবে এমতাবস্থায় যে, তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে।" - সুরা তাওবা- ১৭

এছাড়াও মুসলিম দাবীদার ঐ সমস্ত নেতৃত্বকে আল্লাহর কালাম কুফরী ঘোষণা দিয়েছে- যারা আল্লাহর আখেরী কেতাবকে বাদ দিয়ে অন্য কোন আইন দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ফায়সালা দেয়।

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ

"যারা আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোন বিধান দিয়ে ফায়সালা দেয় তারা কাফের।"

(সুরাঃ মায়েদা)

দ্বিতীয়ত ঃ পুরুষ হওয়া। ইসলাম নেতৃত্বকে পুরুষের জন্য খাছ করেছে। মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা নারী জাতিকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করেননি। তাদের দৈহিক গঠনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, গর্ভধারণ, সন্তান লালন ও পরিবার গঠনের দায়িত্ব তদুপরি মাসিক নিয়মিত অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে নেতৃত্বের বোঝা বহন স্বভাবতই তাদের জন্য দুর্বহ। মানুষের পথ নির্দেশ ও পরিচালনার জন্যে আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে বাছাই করেছেন তারা আম্বিয়ায়ে কিরাম (আঃ)। অসংখ্য পয়গাম্বরদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা কোন একজন নারীকেও নবুয়ত ও রিসালাতের জন্য বাছাই করেন নি। আল্লাহ তায়ালা সূরা আম্বিয়াতে আখেরী রাসুলকে বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالاً .....

"আমি আপনার পূর্বে 'রেজাল' ছাড়া কাকেও নবুয়ত দেইনি।" আর 'রেজাল' শব্দটিতে নিহিত রয়েছে মানুষ, পুরুষ ও বালেগ। নবীজি (সঃ) এর সাথে নারীরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, জামায়াতে সামিল হয়েছেন কিন্তু এমন কোন দলীল নেই রাসুল (সঃ) খাওলার মত বীরাঙ্গনা কোন নারীকে কোন যুদ্ধের সেনাপতি করেছেন, বা হযরত আয়েশার (রাঃ) মত বিদূষী কোন সাহবীয়াকে কোন দেশের গভর্ণর বা কোন রাষ্ট্রীয় গুরু দায়িত্বে নিয়োগ করেছেন অথবা হযরত ফাতিমার (রঃ) মত আবেদা সালেহা কোন রমনীকে কোন মসজিদের ইমামতের দায়িত্ব দিয়েছেন। তবে হাঁ শুধু নারীদের ব্যাপারে, যেখানে পুরুষদের সংশ্লিষ্টতা নেই এমন বিষয়ে নারীদের উপর নারীদের নেতৃত্ব বৈধ। সেটা মহিলাদের কোন সংগঠন হোক বা শুধু মহিলাদের নামাজের জামায়াত হোক। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে মহিলাদের জামায়াতে একই কাতারে থেকে ইমামতের দলীল রয়েছে। কিন্তু জামাল যুদ্ধে আম্মাজান আয়েশার নেতৃত্ব দান একটি দুঃখজনক ঘটনা। যার জন্যে তিনি নিজেই সারা জীবন অনুতপ্ত ছিলেন। ইবনে ওমর বলতেন, "আম্মাজান আয়েশার জন্যে তাঁর গৃহ তাঁর উষ্ট্রের পৃষ্ঠের আসন অপেক্ষা উত্তম ছিল।" জীবনীকারেরা লিখেছেন- হযরত আয়েশা (রাঃ) ঐ ঘটনার জন্য এতই অনুতপ্ত ছিলেন

www.pathagar.com

যে, সুরা আহযাবের এ আয়াত যখন পড়তেন-

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى -

"নারীরা তোমরা গৃহে অবস্থান কর। জাহেলি যুগের নারীদের মত প্রদর্শনী করে বাইরে বেড়িও না।" সুরা- আহ্যাব।

তখন তিনি কান্নায় এত বেশী ভেঙ্গে পড়তেন যে, চোখের পানিতে তাঁর উড়না ভিজে যেত। তাই নারীদের রাষ্ট্রীয়, দলীয় ও সামাজিক নেতৃত্ব বৈধ নয়। কোরআন এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন-

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ -

"পুরুষগণ নারীদের উপর নেতৃত্বশীল।" (সূরাঃ নিসা- ৩৩)

নবীজি (সঃ) এর সামনে যখন খবর এল যে, পারস্যবাসীরা কিসরার কন্যাকে তার মৃত্যুর পর বাদশাহ্ বানিয়েছে। রাসুল (সঃ) বললেনঃ

لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَ لَوْ اَمْرُهُمْ اِمْرَأَةٌ - (بخارى) -

"ঐ জাতির কল্যাণ নেই যারা তাদের নারীদের উপর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।" (বোখারী)

নারী নেতৃত্ব কতই মারাত্মক! নবীজি (সঃ) এর সতর্কবাণী এক্ষেত্রে স্মরণীয়ঃ

وَاِذَا كَانَ اُمَرَ اؤُ كُمْ شِرَارُكُمْ وَاَغْنِيَاءُ كُمْ بُخَلَاءُ كُمْ وَاَمْرُ كُمْ اِلٰى نِسَاءِ كُمْ فَبَطْنَ الْاَرْضِ خَيْرٌ مَنْ ظَهْرِهَا -

"যখন নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণ তোমাদের নেতা হবে, কৃপণ ব্যক্তিরা সম্পদের মালিক হবে আর সব বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা থাকবে নারীদের হাতে, তখন হবে জমিনের পেট পিঠের চাইতে উত্তম।" - তিরমিজি।

এ হাদীসের মর্মানুসারে নারী নেতৃত্বাধীন সমাজে বাঁচার চাইতে মৃত্যুই শ্রেয়।

তৃতীয়ত ঃ আযাদ হওয়া। ইহাও একটি মৌলিক শর্ত। গোলামীতে নিযুক্ত ব্যক্তি আবেদ হতে পারে, বুযুর্গ হতে পারে কিন্তু কওমের নেতা হতে পারে না। মানুষের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ ব্যক্তিরা আল্লাহর পরিপূর্ণ গোলামও হতে পারে না। এ কারণে শরীয়তের বহু গুরুত্বপূর্ণ আহকাম তাদের উপর থেকে রহিত করা হয়েছে। এদের জন্য জুমার ইমামতি তো দূরের কথা জুমার নামাজও ওয়াজীব নয়। নবীজি (সঃ) বলেনঃ

اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ جَمَاعَةٍ اِلَّا اَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ اَوْ اِمْرَأَةٌ اَوْ صَبِىٌّ اَوْمَرِيْضٌ -

www.pathagar.com

"জুমার জামায়াত সকলের জন্যে জরুরী কিন্তু গোলাম, নারী, শিশু ও রুগ্ন ব্যতিরেকে।"

(আবু দাউদ)।

চতুর্থত ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া। নাবালেগ ও অপ্রাপ্ত বয়স্করা নেতৃত্বের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। যারা নিজেরা নিজেদের ব্যাপারে কোন দায়িত্ব নিতে পারে না তাদের উপর কিভাবে কওমের দায়িত্ব অর্পণ করা যাবে? এদের উপর খোদার পক্ষ থেকেও কোন হুকুম পালনের যিম্মাদারী নেই। আল্লাহর তামাম পয়গাম্বরগণ বালেগ অবস্থায় নবুয়তের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাই অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ইমামত জায়েজ নেই। ইসলামী নেতৃত্বের একটি অপরিহার্য শর্ত প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া। বরং তাদের উপর পিতা-মাতা ও অভিভাবকরা আল্লাহর নিষ্ঠাবান বান্দাহ হিসাবে তাদেরকে গঠনের নেতৃত্বে বহাল রয়েছে। হযরত মুয়াজ বিন জাবল (রাঃ)কে নবীজি (সঃ) বলেন ঃ

وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا ـ

"সন্তানদের উপর থেকে আদব এর দণ্ড সরাবেনা।" (মুসনাদ)

পঞ্চমত ঃ স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা থাকা। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকা নেতৃত্বের জন্যে আরেকটি অপরিহার্য শর্ত। বিকলাঙ্গ, প্রতিবন্ধী, মানসিক বিকারগ্রস্ত ও ভারসাম্যহীন ব্যক্তি নেতৃত্বের জন্যে সর্বাবস্থায় অযোগ্য। এদের ইমামত জায়েজ নয়, এদেরকে আল্লাহ তায়ালা সালাতের ইমামত, জিহাদে অংশ গ্রহণ ও হজ্বের দায়িত্ব ইত্যাদি থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। মুসলিম কওমের নেতৃত্বের জন্যে এমন লোক হতে হবে যিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে যোগ্যতা সম্পন্ন। আল্লাহ তায়ালা তালুতকে বনি ইসরাইলের নেতা নিযুক্ত করার সময় বলেনঃ

وَزَادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجَسَدِ ـ

"তাকে শারীরিক ও ইল্‌মী তথা মানসিক উভয় যোগ্যতায় ভূষিত করা হয়েছে"

(সুরা বাকারা- ২৪৮)

ইসলামী নেতৃত্বের অপরিহার্য শর্তাবলী আলোচনার পর এবার আলোচনায় যেতে চাই নেতৃত্ব নির্বাচনের সঠিক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে।

❑ নেতৃত্ব নির্বাচন

ইসলামে নেতৃত্ব নির্বাচন বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সর্বাবস্থায় ও সর্ব পর্যায়ে নির্বাচন হবে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও জনগণের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে। কেউ নেতৃত্বের জন্যে প্রার্থী হবে না; আবার কাকেও জনগণ বাছাই করলে তিনি দায়িত্ব থেকে গর্দানও সরাতে পারবেন না। ইসলামের নিকট এ নেতৃত্ব পদমর্যাদার নাম নয় বরং মহান দায়িত্বের নাম। এটা চাওয়ার জিনিস নয় বরং পাওয়ার জিনিস। চাইলে হারাম, আসলে জায়েজ। নবীজি (সঃ) বলেনঃ

www.pathagar.com

لَاتَسْأَلِ الْإِمَارَةَ - (بخارى)

"সাবধান তোমরা নেতৃত্ব চেয়োনা।" বুখারী।

বিষয়টি এত নাজুক যে রাসুল (সঃ) এর ইন্তেকালের মত শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) শোকে মূহ্যমান। এমতাবস্থায়ও খিলাফতের বিষয়ে তাঁরা কোন অবহেলা প্রদর্শন করেননি। রাসুলে করিম (সঃ) এর ইন্তেকালের পর তাঁর লাশ মোবারক দাফনে দুই দিন সময় লেগেছিল। কারণ খিলাফতের ফায়সালা চূড়ান্ত হতে অনেক সময় লেগেছিল। নবীজি (সঃ) এর পরে উম্মতের দায়িত্ব কে নেবে? মুসলমানেরা কার নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে? খেলাফতের সাথে উহা একান্তভাবে সম্পৃক্ত ছিল বলে সাহাবায়ে কিরামের মত দ্বীনি বিশেষজ্ঞরাও হুজুর (সঃ) এর লাশ মুবারক দাফনের চাইতে খলিফা তথা মুসলিম উম্মাহর নেতা নির্বাচনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ঃ নির্বাচন পদ্ধতি। পূর্বেই বলেছি নেতৃত্ব নির্বাচন জনগণের একটি মৌলিক অধিকার। যা হতে হবে অবাধ, সুষ্ঠু ও প্রত্যক্ষ মতামতের ভিত্তিতে। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা দলের পক্ষে বিশেষ প্রচারণা, প্রদর্শনী, ক্ষমতার ব্যবহার, চাপ প্রয়োগ, হুমকি প্রদর্শন এমনকি উত্তরাধিকারের দাবী ইত্যাদি সব কিছুই নিরপেক্ষতার পরিপন্থী ও মৌলিক অধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন।

নবীজি (সাঃ) অহি দ্বারা পরিচালিত হয়েও কোন ব্যক্তিকে তাঁর পক্ষ থেকে খলিফা নির্বাচিত করে যাননি। নবীজি (সঃ) এর ওফাতের পর মুসলমানেরা ঐক্যমতের ভিত্তিতে হযরত আবু বকর (রাঃ)কে মুসলমানদের খলিফা নির্বাচিত করেন। জনগণের রায় এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, ইয়ামনবাসীদের মতামত না আসা পর্যন্ত দীর্ঘ ৬ মাস হযরত আবু বকর (রাঃ) খেলাফতের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরত ছিলেন। তিনি যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর জীবন সায়াহ্নে মুসলমানদের অনুরোধে খলিফা হিসেবে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছিলেন যিনি তাঁর রক্তের ও বংশের দূরতম আত্মীয়ও নন। তিনি হযরত উমার (রাঃ)। যার সম্পর্কে নবীজি (সঃ) বলেছিলেনঃ

لَوْكَانَ بَعْدِىْ نَبِىٌّ لَكَانَ عُمَرُ -

"আমার পরে যদি নবুয়ত থাকত- তবে উমার তোমাদের মধ্যে নবী হতো।" খেলাফতের প্রস্তাব অস্বীকার করে তিনি বলেছিলেন, "আমি খেলাফত চাই না।" উম্মতের পক্ষ থেকে হযরত আবু বকর বলেছিলেন, "হে উমার! তুমি খেলাফত চাও না কিন্তু খেলাফত তোমাকে চায়।" অতঃপর সকলের বায়াত কবুলের মাধ্যমে হযরত উমার (রাঃ) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত উমার (রাঃ) ৬ জনের এক শুরার উপর খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। হযরত উসমান (রাঃ) কোন ব্যক্তিকে খলিফা নির্বাচিত করে যাননি। হযরত আলী (রাঃ) কে পরবর্তী খলিফার প্রস্তাব দিতে বলায় তিনি বলেছিলেন, "আমি তোমাদেরকে সে অবস্থায় রেখে যেতে চাই যে অবস্থায় রাসুল (সঃ) আমাদেরকে রেখে গিয়েছেন।"

উপরের আলোচনা থেকে নবীজি (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন পদ্ধতি স্পষ্ট

www.pathagar.com

হয়ে গেছে। স্বয়ং নবী করিম (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের (রাঃ) কেউ নেতৃত্ব নির্বাচনে তাদের মতামত জনগণের উপর চাপিয়ে দেননি। যেহেতু উহা জনগণের অধিকারে হস্তক্ষেপ। আর হযরত আবু বকর ও হযরত উমারের (রাঃ) প্রস্তাব ছিল উম্মতের এমন সব ব্যক্তির জন্যে যাদের মর্যাদার উপর নবীজি (সঃ) এর উক্তি স্মরণযোগ্য। এর পরও হযরত আবু বকর ও হযরত উমার (রাঃ) খেলাফতের ব্যাপারে শুধু পরামর্শ দিয়েছিলেন, সিদ্ধান্ত দেননি। আর তাঁরা নিজেদের সন্তান ও আত্মীয়দের মধ্য থেকে কারো নামে প্রস্তাব দেননি, সমর্থনও করেননি। তাঁদের জীবিত অবস্থায় পরবর্তী খলিফার নির্বাচন হয়নি বরং তাঁদের ইন্তেকালের পর উম্মতের আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে খলিফা নির্বাচন করা হতো স্বাধীনভাবে। নেতৃত্বের নির্বাচন হবে অধিকাংশ জনগণের মতামতের ভিত্তিতে আর তা হবে অবাধ, মুক্ত ও স্বাধীনভাবে। সাহাবীদের যুগে মতামত যাচাই হত বায়াত এর মাধ্যমে আর বর্তমানে ভোট গ্রহণের মাধ্যমে এর যাচাই করা হচ্ছে। তাই মতামত যাচাইয়ের এ ব্যবস্থা যেন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ থাকে এ ব্যাপারে গোটা মুসলিম উম্মার সচেতনতা একান্ত জরুরী।

খোলাফায়ে রাশেদীনের পর নেতৃত্ব নির্বাচনের এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করলেন হযরত আমীরে মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ)। তিনি জীবনের শেষ পর্যায়ে স্বীয় পুত্র ইয়াজিদকে খলিফা ঘোষণা দিয়ে ক্ষমতায় থেকে চাপের মুখে মুসলমানদের রায় গ্রহণের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল আসীরের ভাষ্যানুসারে ইয়াজিদকে খলিফা করে তার পক্ষে রায় নেয়ার জন্যে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) যখন মক্কায় আসেন তখন হযরত হোসাইন (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইব্নে উমার (রাঃ) এর মত বুযুর্গ সাহাবীরা বিরোধিতা করলে এক পর্যায়ে হযরত মুয়াবিয়া বলেছিলেন, "আমার প্রস্তাবের জবাবে তোমাদের কেউ যদি আর একটি কথাও বলো তবে তার মুখ থেকে পরবর্তী শব্দটি প্রকাশের অবকাশ দেয়া হবে না।"

হায়! এমনি করে স্বাধীনভাবে মতামতের ভিত্তিতে খলিফা নির্বাচন পদ্ধতির পরিসমাপ্তি হলো। আর ক্ষমতায় থেকে জোর করে হুমকির মাধ্যমে বায়াত গ্রহণ এবং মিরাসী সূত্রে বংশধরদের ক্ষমতার মসনদে বসিয়ে দেয়ার স্বতন্ত্র ধারা শুরু হল। এ বিকৃত ধারার প্রতিবাদ করতে গিয়ে নবীজি (সঃ) এর প্রিয়তম দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) ৭২ জন আহলে বাইতের সম্মানিত সদস্যসহ ফোরাতের তীরে কারবালার প্রান্তরে ইয়াজিদ বাহিনীর হাতে নির্মম ভাবে শাহাদাত বরণ করলেন। পরিস্থিতির ভয়াবহতা দেখেও তিনি দ্বীনকে জীবনের চাইতে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। দুর্ভাগ্য যে, সে থেকে আজ পর্যন্ত ইয়াজিদেরাই মুসলমানদের নেতৃত্ব দখল করে রয়েছে। আর বিধ্বস্ত করে দিয়েছে নেতৃত্ব নির্বাচনের ব্যবস্থাটিকেও। স্বাধীন মতামতের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণের পরিবর্তে ক্ষমতার মাধ্যমে মতামত গ্রহণের ধারা অব্যাহত রেখেছে। এ প্রসঙ্গে রাসুল (সঃ) এর উক্তি- "খেলাফতে রাশেদার পর প্রথম রাজতন্ত্র শুরু হবে সিরিয়া থেকে।" (মিশকাত)।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صلعم) اَلْخِلَافَةُ بِالْمَدِيْنَةِ

www.pathagar.com

وَ الْمُلْكُ بِالشَّامِ -

এ যেন উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে ক্ষমতার মসনদ দখলের ইয়াজিদ তন্ত্রের বিরুদ্ধে নবুয়তী সতর্কীকরণ। রাসুলে খোদা (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনদের চাইতে অন্য কাকেও কোন বিষয়ে সামান্যতম অগ্রাধিকার প্রদান ঈমান ও ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

❑ ইসলামী নেতৃত্বের বিবেচ্য গুণাবলী

ইসলামে নেতৃত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু জনগোষ্ঠীর উপর নেতার অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নেতার দোষ-গুণ সহজেই জনপদে ছড়িয়ে পড়ে। তাই নেতা নির্বাচনে যে সমস্ত অপরিহার্য গুণাবলী বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন তা নিম্নে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা গেল।

জ্ঞান ঃ ইহা নেতৃত্বের দুটি নয়ন তুল্য। যে ইসলামী নিযাম প্রতিষ্ঠায় সে নেতৃত্ব দিচ্ছে তাকে সে সম্পর্কে পারদর্শী হতে হবে, সাথে সাথে একটি আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারেও তাকে ওয়াকেফহাল হতে হবে। যে লোকদের দায়িত্ব তার উপর তাদের রুচি-প্রকৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজন স্বচ্ছ ধারণার। যে দেশ ও জনপদে দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব রয়েছে সে মাটির সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে তার জ্ঞান অপরিহার্য। এক কথায় তিনি হবেন ইসলামী ও আধুনিক এ দুই জ্ঞান সাগরের মিলনস্থল। পৃথিবীর প্রথম খলিফাকে আল্লাহ তায়ালা জ্ঞান দিয়ে সম্মানিত করলেন ঃ

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا -

"আল্লাহ তায়ালা আদমকে সকল বিষয়ের জ্ঞান শিখালেন।" বাকারা।

قَالَ صَلعم يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَءُهُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ -

নবীজি (সঃ) বলেন, "কোরআনের অধ্যয়নকারীরা কওমের নেতা হবে।" -মুসলিম।

আস্থাশীল যোগ্যতা ঃ আস্থা হচ্ছে নেতৃত্বের জীবন। যতক্ষণ জনগণের আস্থা থাকবে ততক্ষণ তিনি নেতা থাকবেন। আস্থা হারালে নেতৃত্ব হারাতে হবে। সন্দেহজনক ব্যক্তি নেতৃত্বের জন্যে অযোগ্য। নেতা এমন ব্যক্তি হবেন যার সততা ও যোগ্য পরিচালনায় জনগণের আস্থা রয়েছে। কোরআন তাই বলেঃ

اِنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ

"নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের মধ্যে যোগ্যতমেরা পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে।"

(সুরাঃ আম্বিয়া- ১০৫)

ন্যায়পরায়ণতা ঃ ন্যায়পরায়ণতা নেতৃত্বের রক্ষাকবচ। ধনী-গরীব, সবল-দুর্বল, আপন-পর, সাদা-কালো, দলীয়-নির্দলীয় এক কথায় জাতি, ভাষা, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের উপর নেতা হবে ইন্‌সাফগার। আ'দলের সাথে কারো কোন সম্পর্ক বা আত্মীয়তা নেই।

www.pathagar.com

এর অভাবে কোন শাসকের বা জনপদের ধ্বংস কেউ রুখতে পারবে না। কোরআন বলে, "তোমাদের উপর ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্যে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"

(সূরাঃ শুয়া'রা- ১৫)

নবীজি বলেন ঃ

أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ـ

اَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ اِمَامٌ عَادِلٌ ـ

"আল্লাহর নিকট ন্যায়পরায়ণ নেতা সবচেয়ে প্রিয়।" - মুসনাদে আহমদ।

আমানতদারী ঃ নেতৃত্বই একটি খোদায়ী আমানত। যার উপর রাখা হয়েছে কোটি কোটি মানুষের জীবন, সম্পদ ও ইজ্জতের আমানত। খেয়ানতকারী ব্যক্তি জনগণের নেতা হতে পারে না। নেতাকে একদিন মহান প্রভুর নিকট এ আমানতের উপর কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) فَالْاِمَامُ الْاَعْظَمُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ (بخارى)

"শাসকেরা জনগণের পরিচালক। তাদেরকে পরিচালিতদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (বুখারী)

সাহস ঃ ইহা নেতৃত্বের হৃৎপিণ্ড। ভীরু, কাপুরুষ, ঝুঁকি গ্রহণে অক্ষম ব্যক্তিরা নেতৃত্বের জন্যে অযোগ্য। তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মানব দরিয়ায় নেতৃত্বের হাল যারা ধরে তাদেরকে হতে হবে সাহসী নাবিক। অজ্ঞতা, ক্ষুধা, সন্ত্রাস, অবক্ষয় ও সাম্রাজ্যবাদী হায়েনাদের কবল থেকে যারা আনবে জাতির মুক্তি তাদেরকে কারো রক্ত চক্ষুকে পরওয়া করলে চলবে না। জাতীয় মর্যাদা, স্বাধীনতা ও স্বকীয়তাকে রক্ষার প্রয়োজনে তারা হবে আপোষহীন। কওমকে বন্ধক রেখে তারা নিজের ও পরিজনদের আরাম আয়েশকে অগ্রাধিকার দেবে না। জাতির প্রয়োজনে নিজের সবকিছুকে ঝুঁকিতে নিতেও তারা হতে হবে দুরন্ত। হযরত উমরের নেতৃত্বের যোগ্যতা নবীর (সঃ) এর বর্ণনায় নিম্নরূপ ঃ

وَاِنْ تُؤَمِّرُوْا عُمَرَ تَجِدُوْهُ قَوِيًّا اَمِيْنًا ـ لَا يَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ـ (مسلم) ـ

"তোমরা যদি আমার পরে উমরকে নেতা বানাও তবে, তাকে সাহসী ও আমানতদার পাবে, আর খোদার হুকুম বাস্তবায়নে সে বে-পরওয়া।" (মুসলিম শরীফ)

উদারতাঃ উদারতা নেতৃত্বের ভূষণ। নেতাকে প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে। তার সুন্দর আচরণ, ভারসাম্যপূর্ণ মেজাজ, সকলের কাছে তাকে প্রিয় করে তোলে।

www.pathagar.com

বিরোধীদের প্রতিও সে হবে ক্ষমাশীল ও দয়ার্দ্র চিত্ত। সকল শ্রেণী, জাতি ও মতামতের মানুষকে গ্রহণ করে নেয়ার জন্যে প্রয়োজন সাগরের উদারতা। সংকীর্ণ হৃদয়ের ব্যক্তিরা নেতৃত্বের জন্যে অযোগ্য। যাদের হৃদয়ে মায়া ও উদারতার অভাব তাদের চারপাশে জনতা ভিড় জমায় না। রাসুলের নেতৃত্বের সৌন্দর্য আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ -

"আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি আপনার হৃদয়কে অনুসারীদের জন্যে কোমল করে দিয়েছেন।" (সূরাঃ আলে ইমরান-১৫৮)

গণতন্ত্রমনা ঃ পরামর্শ নেতৃত্বের জন্য বলিষ্ঠতা। এক এক ব্যক্তির এক এক ধরনের যোগ্যতা রয়েছে। সব কিছুকে একত্রিত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে আল্লাহর রহমত রয়েছে। অগণতান্ত্রিক অসহিষ্ণু ব্যক্তি সকলের নিকট অপ্রিয়। তার পরিচালনা দুর্বল ও ভঙ্গুর। ইসলামী নেতৃত্বের জন্যে শুরা অতীব প্রয়োজনীয়। আল্লাহতায়ালা নবীজি (সঃ)কেও পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেনঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ -

"হে নবী! আপনি সাথীদের সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরামর্শ নিন।" (আলে ইমরান- ১৫৮)

গুণ বৈশিষ্ট্যের শেষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। এর মধ্য থেকে এমন কিছু অপরিহার্য গুণাবলী আলোচনা করা হলো যা দলীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নেতৃত্ব বাছাইয়ে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হতে পারে।

❑ নেতৃত্ব ও আনুগত্য

মুসলিম সমাজে নেতার আদেশ শ্রবণ ও পালন ইচ্ছাধীন নয়। এর রয়েছে একটি শরয়ী মর্যাদা ইসলামে নেতার আদেশ শ্রবণ ও আনুগত্য ওয়াজীব। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা রাসুলের আনুগত্যের পর উলিল আমরের এতেয়াত জরুরী করেছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ -

"হে মুমীনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে নেতাদের আনুগত্য কর।" (সূরাঃ নিসা ৫৯)

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য শর্তহীন। তবে নেতাদের আনুগত্য আল্লাহ ও রাসুলের এতেয়াতের শর্তাধীন। যতক্ষণ পর্যন্ত দায়িত্বশীলগণ আমাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও মুস্তাফা (সঃ) এর সুন্নাহ দিয়ে পরিচালিত করবেন ততক্ষণ বিনা প্রতিবাদে তাদের এতেয়াত করে যেতে হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ, সুবিধা-অসুবিধা, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদিকে আনুগত্যের উপর বিবেচনা করা যাবে না। সৎপন্থী নেতার আনুগত্যকে রাসুল (সঃ)

www.pathagar.com

নিজের আনুগত্য বলে উল্লেখ করেছেন ঃ

وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِى - (بخارى)

"সৎ নেতার যে আনুগত্য করল সে যেন আমার এতেয়া'ত করল। আর যে অবাধ্য হলো সে যেন আমার অবাধ্য হলো।" (বুখারী)

❑ নেতৃত্ব ও বিদ্রোহ

নেতৃত্ব যদি সৎ না হয়- সুস্পষ্ট আল্লাহর আইন লংঘন করে, জনগণের উপর অত্যাচার ও জুলুম চালায়, মানুষের জান-মাল-ইজ্জতের গ্যারান্টি দিতে ব্যর্থ হয়, শৃংখলা বিধানে অযোগ্য হয়ে পড়ে, ব্যক্তিগত জীবনে আরাম আয়েশে ডুবে থাকে, প্রজাদের কল্যাণের কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়, দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের মতামতের কোন মূল্য না দেয়, জনগণের সম্পদ যখন ব্যক্তি, দল ও গোষ্ঠীর সম্পত্তিতে পরিণত হয়, আইন যখন স্বাভাবিক ভাবে চলতে পারে না ক্ষমতাশীনেরা যখন আইনের উর্ধ্বে থাকে; রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও প্রতিবাদীদের শক্তির জোরে দাবিয়ে দেয়া হয়- এমতাবস্থায় এ ধরনের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ একান্ত জরুরী। নামাজের মধ্যে ইমামের ভুল সংশোধন করার যে পদ্ধতি রয়েছে এ ক্ষেত্রে উহাই অনুসরণ করতে হবে। ভুলের জন্যে মুসল্লীদের লোক্‌মা গ্রহণ করলে ইমামত বহাল থাকবে। আর যদি ইমাম ফরজিয়াত লংঘনে সঠিক লোক্‌মা গ্রহণ না করে তবে মুসল্লিদেরকে বিদ্রোহ করে নামাজ ভেঙ্গে ফেলতে হবে ও নতুন ইমামের নেতৃত্বে সালাত আদায় করতে হবে। ইমামে আযম (রাঃ) এর মত হলো, যালেম নেতৃত্ব শুধু বাতেল নয় বরং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ওয়াজিব। তিনি নিজেই আব্বাসীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ছিলেন জোরালো প্রতিবাদী। যালেমদের কারাগার থেকে বের করতে হয়েছিল তাঁর লাশ। আমাদের সকলের জানা রয়েছে যে, ইয়াজিদী শাসনের বিরুদ্ধে ইমাম হোসেনের শাহাদাত একটি জীবন্ত ও রক্তাক্ত বিদ্রোহ। এ প্রসঙ্গে হযরত উমার (রঃ) এর উক্তি স্মরণীয় ঃ

مَنْ دَعَا إِلَى إِمَارَةِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مَشْوَرَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلاَ يَحِلُّ أَنْ لاَّ تَقْتُلُوْهُ -

"মুসলানদের পরামর্শ ছাড়া যে নিজের বা অন্য কারো নেতৃত্ব বহালের দাবী করে তাকে জীবিত রাখা তোমাদের জন্যে হারাম।" কানযুল উমাম।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةِ اللّٰهِ - إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ - (مسلم)

রাসুলের হেদায়ত হলো, "ন্যায়ের পথে আনুগত্য কর আর নাফরমানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর।" - মুসলিম।

www.pathagar.com

❑ উপসংহার

পরিশেষে বলতে চাই, বিশ্ব সমস্যার মূল কারণ ও উহার সমাধান একটি শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে- উহা 'নেতৃত্ব'। আজকের সমাজ জীবনের ভাঙ্গন, বিপর্যয়, আহাজারী, আর্তনাদ ও অবক্ষয়ের জন্যে অসৎ নেতৃত্ব দায়ী। যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত এ কায়েমী স্বার্থবাদী নেতৃত্বের হাতে মানবতা জিম্মি হয়ে রয়েছে। খোদার দুনিয়া যেন আজ একটি কারাগার আর জালেম শাসকেরা এ কারাগারের কারাপাল। বিশ্বের সমস্ত মজলুম কায়েদীদের জন্যে আজ সময় এসেছে বিদ্রোহের। যা আছে উহা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আঘাত হানতে হবে আর ভেঙ্গে ফেলতে হবে জুলুমের জিন্দান, গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধ, অচল করে দিতে হবে সাম্রাজ্যেবাদীদের প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনের চাকা, ঘিরে ফেলতে হবে স্বৈরাচারের বালাখানা আর উপড়ে ফেলতে হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে তাগুতি নেতৃত্বের বিষদাঁত।

বিপর্যস্ত মানবতার নিমজ্জমান কিস্তিকে প্রলয়ের মহাসমুদ্র থেকে নিরাপত্তার বন্দরে আনতেই হবে। জনগণের মতামতের ভিত্তিতে জনগণের নেতা নির্বাচিত হলে জনগণের কাংখিত মুক্তি আসবে। যদিও এ পথ আজ কঠিন, দুরূহ ও রক্তিম। জনতাকে আজ নিজেদের প্রয়োজনে যে কোন ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। গুলি, বোমা, জেল, জুলুম, ফাঁসির রজ্জু যেন এ পথে ভীতি সৃষ্টি করতে না পারে। পরিস্থিতির নাজুকতা ও ভয়াবহতা তুলে ধরে মুণ্ডহীন-কাপুরুষ বুদ্ধিজীবীরা সাবধান বাণী উচ্চারণ করবে আর কম মন্দ গ্রহণ করে জীবন বাঁচানোর গুরুত্ব বুঝিয়ে উদর সর্বস্ব আলেমেরা ফতোয়ার দলিল দেখাবে। এসব কিছুকে পিষ্ট করে মুক্তিপাগল জনতাকে এগিয়ে যেতে হবে ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর রক্তভেজা পথ ধরে। ইমামের সামনে ইয়াজিদের বিশাল বাহিনী, অবরুদ্ধ ফোরাতের তীর, এক ফোঁটা পানি পর্যন্ত নেই, চোখের পানি ফেলে অনেকে ভয়াবহ পথে না করেছেন আসতে, কুফার জনগণ সাহায্যের ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। এতসব বিভীষিকার অবসান হতো যদি তিনি ইয়াজিদের নেতৃত্ব মেনে নিতেন। রাসুলুল্লাহর পবিত্র খুন অপমানের সাথে বেঁচে থাকার পথ ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে শাহাদাতের পথ বেছে নিলেন। ইহাই ইয়াজিদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে হোসাইনী বিদ্রোহ। যদিও ইমাম শহীদ হয়েছেন কিন্তু তার প্রতিটি রক্ত ফোঁটা বোমা হয়ে বিস্ফোরিত হয়েছে স্বৈরাচারী এয়াজি দের বিরুদ্ধে।

"ক্বাতলে হোসাইন আসল মে ক্বাতলে ইয়াজিদ হ্যায়।"

পৃথিবীর প্রতিটি জনপদের জন্যে আজকের ইয়াজিদী নেতৃত্ব আর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর খণ্ডিত মস্তক ইস্রাফিলের বজ্র নিনাদ। এ নিবন্ধ যদি সৎ ও খোদাভীরু নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সামান্যতম অনুভূতিও সৃষ্টি করে তবে আমার বিনিদ্র রজনীর শ্রম সার্থক।

www.pathagar.com

'তাক্ওয়া'ঃ সমস্ত কল্যাণের উৎস

কোরআন মজীদের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা 'তাক্ওয়া'। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক তথা সামগ্রিক জীবনের কল্যাণের সাথে তাকওয়ার সম্পর্ক নিবিড়। এটি এমন একটি বিষয়, যে ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব গুরুত্বসহ আলোচনা করেছে। যে বিষয়ে আল্লাহর তামাম পয়গম্বরেরা জবান খুলেছেন। এমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ঘিরে আজও রয়েছে কুহেলিকার আবরণ। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কলম হাতে নিয়েছি অক্ষমতা সহ। ভরসা একমাত্র সে আল্লাহর, যার ইচ্ছায়- মহাসাগরে জেগে উঠে নিঝুম দ্বীপ, জন্মান্ধ চোখে দেখে, কথা বলে বোবারা।

তাকওয়া (تـقـوى) শব্দটির মূল ধাতু (وقـى) এর অর্থ বেঁচে থাকা, পরহেজ করা এবং সাবধান হওয়া। ইসলামে এ শব্দটি আল্লাহতায়ালাকে ভয় করে চলার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কোরআনে করীমে খোদাভীতি, বেঁচে থাকা, মুক্তিলাভ করা ইত্যাদি ব্যাপক অর্থ বুঝাতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

❑ গুরুত্ব ও তাৎপর্য

দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত কল্যাণের উৎস এ 'তাকওয়া'। মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রভাব ও প্রয়োজনীতা অনস্বীকার্য। এটি যেন মানব জীবনের নোঙ্গর। নিয়ন্ত্রণ বিহীন গাড়ি যেমন নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলে সেরূপ খোদাভীতিহীন জীবনে সংঘাত ও সংঘর্ষের পরিণাম অনিবার্য। ব্যক্তি জীবনের সুখ, পারিবারিক জীবনের শান্তি, সামাজিক জীবনের শৃঙ্খলা, রাষ্ট্রীয় জীবনের স্থিতিশীলতা ও আন্তর্জাতিক জীবনের ভারসাম্যতা সবকিছুকে আঁকড়িয়ে রেখেছে এ 'তাকওয়া'।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلْعَمْ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهَا جِمَاعُ كُلَّ خَيْرٍ

অর্থ ঃ "তাকওয়াকে গ্রহণ করো, উহা সমস্ত কল্যাণের উৎস"। (ত্বীবরানী)

সমস্ত পয়গাম্বরের একটা অন্যতম মোজেজা তাঁদের আখলাকে তাইয়্যেবা। তাঁদের গোটা জীবনে গুনাহর কোন কালীমা নেই। তাঁদেরকে সীমা লংঘন থেকে পবিত্র রাখা হয়েছে। তাঁদের উপর যারা ঈমান আনেনি এমন অবিশ্বাসীরাও তাঁদের চরিত্রের উপর কলঙ্ক লেপন করতে পারেনি। এমনকি নবুয়ত ঘোষণার পূর্বেও পাপাচার তাদের জীবনকে স্পর্শ করেনি। মহানবী (সঃ) এর নবুয়ত পূর্ব জীবন সম্পর্ক কোরআন যেমন বলে ঃ

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهٖ -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমার রাসুল নবুয়াত পূর্বে তোমাদের মাঝে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন।" (সুরায়ে ইউনুস)

নবীরা এত বেশী আল্লাহকে ভয় করেছেন যে, মানব জাতির অত্যাচার, জুলুম ও

www.pathagar.com

নির্যাতনের ভয় তাঁদের হৃদয়ে জাগ্রতও হয়নি। খোদাভীতির ভয়ানক ভীতি তাঁদেরকে মানুষের অত্যাচার জুলুমের ভয় থেকে করেছিল নির্ভয়। জালেমদের অত্যাচার জুলুমের নিক্ষিপ্ত তীর তাকওয়ার বর্ম দিয়ে তাঁরা প্রতিহত করেছেন। এ তাকওয়াই সে হাতিয়ার যা দিয়ে তাঁরা সকল মারণাস্ত্রকে বিকল করে দিয়েছেন।

জীবনকে তাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন কোরআনে ঃ

وَاتَّقُوْنِ يٰأُوْلِى الْاَلْبَابِ ـ

"হে জ্ঞানীগণ, তোমরা তাক্ওয়াকে অবলম্বন কর।" (বাকারা- ১৯৭)

তাক্ওয়া ভিত্তিক জীবন যাপন সাধারণ কোন মামুলী বিষয় নয়। আল্লাহতে বিশ্বাসী কোন মানব জীবন ভয়হীন, স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। পরকালে জবাবদীহির অনুভূতি রয়েছে এমন ব্যক্তির গোটা জীবন, জীবনের সকল কর্মকাণ্ড হবে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। কারণ সেতো জানে এমন একটা দিন, দিন-দিন করে ঘনিয়ে আসছে, যেদিন সমস্ত জীবনের কর্মকাণ্ডের চুলচেরা হিসাব আল্লাহর আদালতে পেশ করতে হবে। যে দিনটির জন্য সমস্ত মামলা মুলতবী রাখা হয়েছে। সম্পদ আপনজন যেদিন কোন উপকারে আসবেনা। একমাত্র তাকওয়াই সেদিন নাজাতের জরিয়া হবে।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ـ

"আজকে তোমাদের সন্তান ও সম্পদ কোন উপকারে আসবে না। যাদের অন্তকরণ পরিচ্ছন্ন তারা ছাড়া।" (আল-কোরআন)

আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করে যারা তাদের জীবনকে করেছেন ধন্য, যাদের জীবন সাধারণ মুসলমানদের জীবনের চেয়ে বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। যাদের উপস্থিতি, উপদেশ ও লিখনী অগণিত পথহারা মানুষকে দিয়েছে পথের দিশা; যাদের জিহ্বা, হাত-পা, চক্ষু সমস্ত অঙ্গে অদেখা এক শক্তি জন্ম নেয়-তারাই আল্লাহর মাহবুব। তাদের জন্য দুনিয়ায় নেই কোন যন্ত্রণা, পরকালে নেই কোন আজাব। এদের জীবনের মূল বুনিয়াদ হচ্ছে তাকওয়া। নবীজি (সঃ) বলেন- "যারা আল্লাহ্ তায়ালার নিষিদ্ধ হারাম থেকে বেঁচে থাকে আর জীবনযাপন করে তাকওয়াকেন্দ্রিক, আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে সম্পদশালী করেন পার্থিব সম্পদ ছাড়া, তাদের সাহায্য করেন দেখা সৈন্যবাহিনী ছাড়া, আর তাদেরকে সম্মানিত করেন বংশীয় গৌরব ছাড়া।"

وَعَنِ النَّبِيِّ صَلْعَمْ مَنْ خَرَجَ مِنْ ذُلِّ الْمَعِيْشَةِ اِلٰى عِزِّ الطَّاعَةِ اَغْنَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ غَيْرِ مَالٍ وَاَيَّدَهٗ مِنْ غَيْرِ جُنْدٍ وَاَعَزَّهٗ مِنْ غَيْرِ عُشْرَةٍ ـ

আমাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা শুধু এমনিতে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেননি। আমাদের জীবন

www.pathagar.com

যাপনের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে জীবন যাপনের বিধি-বিধান। মানব জীবনের হেদায়েতের সর্বশেষ কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কোরআন। এ মহাকিতাবে বিস্তৃত রয়েছে অনাগত কালের সকল শ্রেণীর সকল রুচির মানুষের- সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান। যদিও বিশ্ববাসীর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে হেদায়েতের এ কিতাব, কিন্তু এ মহাগ্রন্থ থেকে হেদায়েত লাভের জন্য আল্লাহ তায়ালা শর্ত দিয়েছে তাক্ওয়াকে। সত্যকে গ্রহণ ও অসত্যকে বর্জনের দৃঢ় প্রত্যয় ছাড়া কেউ এ কোরআন থেকে হেদায়েত লাভে সমর্থ হবে না।

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَ هُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ

"ইহা মানব জাতির জন্য সবকিছুর বর্ণনা, কিন্তু ইহা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে আর হেদায়েত লাভ করবে মুত্তাকীরাই।" (সুরা আল ইমরান)

তারা কোরআনকে জানতে পারবে, হয়তো কোরআনের বিশেষজ্ঞও হতে পারবে, এমনকি তাদের কাছ থেকে মানব জাতিরা উপকৃতও হবেন। কিন্তু তারা নিজেরাই কোরআনের আলো থেকে বঞ্চিত থাকবেন। তারা হচ্ছে ঐ অন্ধের মতো- যার হাতে রয়েছে জ্ঞানের মশাল, মানুষেরা যার কাছ থেকে জ্বালিয়ে নিচ্ছে ইলমের চেরাগ, পথ খুঁজে নিচ্ছে দিশেহারা মুসাফির, কিন্তু মশাল হাতে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সে ব্যক্তি- যার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছে।

তাদের প্রসঙ্গে কোরআনের বক্তব্য ঃ

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِىْ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ـ

"তাদের অবস্থা এমনি যেমন কেউ আগুন জ্বালাল, আর উহা চারপাশ আলোকিত করল, আল্লাহ্ তার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিলেন আর সে আলো হাতে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল, কারণ সে অন্ধ।" (সূরাঃ বাক্বারা- ১৭)

তাই বলতে চাই- 'তাকওয়া' হচ্ছে সে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার সাথে আল্লাহ্তায়ালা হেদায়েত ও গোমরাহীকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন।

❑ মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য

যারা নিজেদের জীবনে তাকওয়াকে গ্রহণ করেছেন তারাই মুত্তাকী। আজকের সমাজে মুত্তাকীদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে। জাহেলিয়াত মিশ্রিত সুফীবাদই এ বিভ্রান্তির জন্য অনেকাংশে দায়ী। এরা তাক্ওয়ার অধিকারী বলতে এমন একদল মানুষকে হাজির করে যারা এক বিশেষ ধরনের পুতিগন্ধময় বস্ত্র শরীরে জড়িয়ে রেখেছে; হাতে রয়েছে মোটা দানাযুক্ত তাসবীর একটি ছড়া, যাদের চক্ষুগুলো অর্ধ মূদিত, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধের মত গুরুত্বপূর্ণ খোদায়ী দায়িত্বের ব্যাপারে এরা নির্লিপ্ত। এমন কি সমাজের জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত তাগুতেরা এদের বড় বড় খাদেম। এ

www.pathagar.com

ধরনের কোন মোত্তাকীর খবর না আল্লাহ্‌র কিতাবে আছে, আর না নবী মোস্তফা (সঃ) এর সুন্নাতে রয়েছে।

আল্লাহ্ তায়ালা কোরআনে করিমের আলোচনা শুরু করেছেন মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য আলোচনার মাধ্যমে। যেমন পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে ঃ

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ، اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ، اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

"যারা সমগ্র সৃষ্টির উপর থেকে বিশ্বাস উঠিয়ে নিয়ে উহাকে স্থাপন করেছে গায়েবের উপর, আল্লাহতায়ালার গুরুত্বপূর্ণ হুকুম সালাত প্রতিষ্ঠা করে, আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক থেকে তারই পথে ব্যয় করে, পূর্বের কিতাব সমূহ ও আখেরী কিতাবের উপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর যারা পরকালের উপরে দৃঢ় একিন পোষণ করে। এ নির্ভুল হিদায়েতের কিতাব থেকে তারাই হেদায়েত লাভ করবে।" (সুরা বাক্কারা- ২-৪)

আল্লাহর এ মহান কিতাব থেকে হেদায়েত গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব যে সমস্ত মুত্তাকীদের কাছে উল্লেখিত গুণাবলী রয়েছে। কোরআনে করিমের বহু জায়গায় আল্লাহতা'য়ালা মুত্তাকীদের গুণাবলী আলোচনা করেছেন। কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় আমি সে সব আলোচনা থেকে বিরত রইলাম। কিন্তু সুরা বাক্কারার ১৭৭ নং আয়াতে খোদাভীরু লোকদের যে বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে উহাকে বাদ দিলে প্রবন্ধের মূল কথাই যেন না বলা থেকে যায়।

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا، وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ -

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- "পূর্বে আর পশ্চিমে মাথা ঘুরানোর নাম সত্যিকার অর্থে পরহেজ গারী নয়। সত্যিকার মোত্তাকী তারা যারা- (এক) আল্লাহ্, পরকাল, ফিরিস্তা, কিতাব ও

www.pathagar.com

নবীদের উপর ঈমান এনেছে। (দুই) আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য তারই দেয়া রিজিক থেকে আত্মীয়, এতীম, মিসকিন, পথিক, অভাবী ও গোলামদের আজাদ করার জন্য সম্পদ ব্যয় করে। (তিন) নিয়মিত সালাত প্রতিষ্ঠা করে, (চার) গরীবদের হক জাকাত আদায় করে। (পাঁচ) কৃত ওয়াদা সমূহ যথাযথ পালন করে (ছয়) এবং যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় ধৈর্য, ধারণ করে, আর পিছপা হয় না সত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই থেকে।"

আল্লাহ্ তায়ালা যাদেরকে সত্যিকার অর্থে মুত্তাকী বলেছেন তাদের বৈশিষ্ট্যের লক্ষণীয় দিক হলো- ঈমানের পর তাদের সমস্ত গুণাবলীকে সমাজ জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে অজ্ঞ, নির্যাতিত মানুষের সমস্যা সমাধানে যারা নির্লিপ্ত, সালাত ও যাকাতের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ পালনে যারা নিরপেক্ষ এবং সত্য ও মিথ্যার চলমান লড়াইয়ে যারা রয়েছে নির্বিকার এমন ব্যক্তিদের মোত্তাকী বলা আল্লাহর কোরআনকে চ্যালেঞ্জ করার নামান্তর।

❑ সফলতা-মুত্তাকীদের জন্য

কোরআন শরীফের পাতায় পাতায় রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য বাশারাত। আল্লাহ্ তায়ালার জান্নাত যেন তাকওয়ারই বিনিময়, পরকালীন জিন্দেগীর সমস্ত সংকটে মুত্তাকীদের জন্য নেই কোন ভয়-ভীতির কারণ। আখেরাতের জিন্দেগীর নিয়ামত রাশিকে আল্লাহ্ তায়ালা মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত করেছে। যেমন পবিত্র কোরআনের সুরায়ে কাসাসে উল্লেখিত রয়েছে ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَايُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ

অর্থাৎ "আখেরাতের ঘর তাদের জন্যে রয়েছে যারা প্রাধান্য বিস্তারের জন্যে সৃষ্টি করেনি বিপর্যয়। আর উত্তম বিনিময় রয়েছে মুত্তাকীদের জন্যে"। (সুরাঃ কাসাস- ৮৩)

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا (سورة الزمر ٧٢)

"মুত্তাকীদেরকে দলে দলে সসম্মানে নেয়া হবে জান্নাতের দিকে।" (সুরা জুমার- ৭২)

পৃথিবীর জীবনেও মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে খোশ খবরী। দুনিয়ার এ জীবনে প্রতিটি সংকটের আবর্তে আল্লাহ তায়ালা খোদাভীরু বান্দাদের সাহায্যের ওয়াদা করেছেন। এমন কি আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ধারণাতীত জায়গা থেকে রিজিক দেয়ার ওয়াদা করেছেন। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে ঃ

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مَخْرَجًا وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ـ

www.pathagar.com

"আল্লাহ্ তায়ালা মুত্তাকীদের দুনিয়ার যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দেবেন এবং এমন জায়গা থেকে রিযিক দেবেন যা তারা কল্পনাও করবেন না।" (সুরাঃ ত্বালাক- ২)

কোন জনপদ যখন পাপাচারের কারণে আল্লাহর গজবের যোগ্য হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ তায়ালা মু'মীনদের মধ্যে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে নাজাত দেন যারা মুত্তাকী। এটা কারো অজানা নয় যে, খোদার গজবকে মোকাবেলা করার সাধ্য কারো নাই। মানবের সকল সহায় সম্পদ, বিজ্ঞানের তামাম আবিষ্কার আল্লাহর গজবের কাছে অসহায়। গজবের প্রচণ্ড বিভীষিকায় ও তাণ্ডবতার মধ্যে শুধু মুত্তাকীদেরকে আল্লাহর অনুগ্রহ ঘিরে রাখে। গজবের বিশদ বর্ণনা দিয়ে অতপর আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ -

"এ সমস্ত ঈমানদারকে আমরা গজব থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছি যারা তাক্ওয়ার অধিকারী।"

(সুরাঃ নামল- ৫৩)

❑ তাক্ওয়া অর্জনের উপায়

তাক্ওয়া জীবনের কোন একটি অংশের বা কোন সময়ের সাথে সম্পর্কিত নয়। ইহা একটি জীবন সাধনার ব্যাপার। জীবন এবং জীবনের সব তৎপরতাকে এই দুর্লভ গুণ অর্জনের জন্য নিয়োজিত করাই উহার দাবী। ইহা কোন একটি বিশেষ গুণের নাম নয়, বরং ইহা সমস্ত আখলাকের বুনিয়াদ। সমস্ত সদ আচরণ তথা উন্নত চরিত্রের সমস্ত গুণাবলী- তাকওয়ার জঠরে জন্ম নেয়।

এই তাকওয়ার গুণ অর্জনের জন্য প্রয়োজন মনোযোগ সহকারে আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন। আল্লাহ তায়ালার শক্তি, ক্ষমতা, তার সিফাত ও ইখতেয়ারাত এবং আল্লাহর আযাবের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানার জন্য প্রয়োজন যথার্থ জ্ঞান। আর এই জ্ঞানের মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহর কোরআন। তাই মুত্তাকীদের যে গুণাবলী আল্লাহর কোরআনে বিধৃত আছে তাকে খুঁটে খুঁটে জানা ও অর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। পরকালীন জীবনের শেষ মনযিল জান্নাত বা জাহান্নাম সম্পর্কে যারা জানে, আর যারা জানেনা তারা কখনো এক হতে পারে না। তাই জ্ঞানীরাইতো আল্লাহকে ভয় করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই আমাকে ভয় করে"। (সুরাঃ ফাতের)

ইলম অর্জনের পর তাক্ওয়ার জন্যে অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে ঈমান। আল্লাহ্র নির্দেশের উপর দৃঢ় ঈমান প্রয়োজন। এ বিশ্বাস হবে এমন যে- কোন আঘাত, কোন নির্যাতন কিংবা কোন লোভ বা প্রলোভন তাদেরকে দ্বীন থেকে এক চুল নড়াতে পারবে না। বিশ্বাস হবে এমন যে, তাদের জীবন্ত দেহের অঙ্গগুলো এক এক করে খুলে ফেলা যাবে কিন্তু তাদের হৃদয় থেকে ঈমানকে বের করা যাবে না। হারামের পথে নেয়ার জন্যে সমস্ত জগৎও যদি চেষ্টা করে তবু সে একা দাঁড়িয়ে থাকবে। আর আল্লাহর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথে তামাম দুনিয়াও যদি বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় তবে সে একা লড়ে যাবে। সত্যিকারের মুমীন

www.pathagar.com

আল্লাহকে জীবন মরণ- তথা সবকিছুর উপর অগ্রাধিকার দেয়।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لله ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই মুমিনরা আল্লাহকে সব চাইতে বেশী ভালবাসে।" (আল-কোরআন)

তাক্ওয়ার জন্য তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম সিয়াম সাধনা, ইহা তাকওয়া অর্জনে এক খোদায়ী তারবিয়াত। সমস্ত অংগ প্রত্যঙ্গ এমনকি মন মস্তিস্কের উপর এর প্রভাব অনন্য। মানব জীবনের সীমা লংঘনের যে তিনটি মৌলিক পথ রয়েছে যেমন ক্ষুধা-তৃষ্ণার চাহিদা, যৌন প্রয়োজন ও আরাম আয়েশের দাবী; সীমা লংঘনের এই পথ গুলিতে সিয়াম কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। তাকওয়া অর্জনের ক্ষেত্রে এর কোন বিকল্পই হতে পারে না। তাই সমগ্র মানব গোষ্ঠীর সকল হেদায়েতের কিতাবে আল্লাহ তায়ালা তাকওয়া অর্জনের জন্য সিয়ামকে ফরজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেনঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

অর্থাৎ "হে বিশ্বাসীগণ আমি তোমাদের উপর ঐ সিয়াম সাধনাকে ফরজ করে দিয়েছি যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করেছিলাম। যাতে তোমাদের মাঝে তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি হতে পারে।" (সুরাঃ বাক্বারা- ১৮৩)

সিয়াম সাধনাকে বছরে একটি মাসের জন্যে নির্ধারিত করলে চলবেনা। নবীজি (সঃ) সারাটি বছর জীবনকে এ খোদায়ী প্রশিক্ষণের আওতায় এনেছিলেন। যেমন প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ। এছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিনে সিয়াম পালনের নির্দেশ সুন্নাতে রাসুলে রয়েছে। এমন নবীও ছিলেন যিনি সারাটি বছর একদিন অন্তর একদিন রোজা পালন করতেন।

তাক্ওয়ার জন্য চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে- আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবন বিশেষ করে আখেরী রাসুল (সঃ) এর সিরাত ও সাহাবায়ে কেরাম এর পবিত্র জীবন অধ্যয়ন। যাদের জীবনে রয়েছে তাক্ওয়ার প্রকৃষ্ট উহাদরণ। তাক্ওয়ার গুণে নিজেদেরকে বিভূষিত করতে হলে নবীজি (সঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগী অনুসরণ করা একান্তভাবেই জরুরী। পৃথিবীতে তাদের আগমনের হাজার হাজার বছর পূর্বেও আল্লাহ তায়ালা আখেরী রাসূল এবং তাঁর সাহাবীদের আখলাকের বৈশিষ্ট্য তৌরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণনা করেছেন। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে ঃ

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰتِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ـ

"যাদের উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে"। (সুরাঃ ফাতহ- ২৯)

এমনতর আদর্শ জীবনকে উদাহরণ হিসাবে ধরে নিয়ে গড়তে হবে নিজেদের জীবন। যে

www.pathagar.com

কোন ব্যক্তি ও দলকে আমরা অনুসরণ এর জন্য বাছাই করিনা কেন তারা যে কোন সময় গোমরাহ হতে পারে। রাসুলের হিদায়াতের আলোতে জীবন যাপন করে উহারই উপর যাদের জীবন শেষ হয়েছে এরূপ একটি দলই জগতে আছে তারা সাহাবায়ে কিরামের জামায়াত। তাকওয়াই তাদের গোটা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। হাদীসে তাদের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে ঃ

فَاِنَّهُمْ كَانُوْا عَلٰى هُدًى لِّلْمُسْتَقِيْمِ -

"উহারাই ছিল সিরাতে মুস্তাকিমের উপর প্রতিষ্ঠিত।" (মিশকাত)

উপসংহারে বলতে চাই আজকে অবক্ষয়ের ক্যান্সার সমাজের প্রতিটি ফোঁটা রক্তকে বিষাক্ত করছে। সমস্ত সুস্থতা আজ পরিণত হয়েছে জরায়। খোদাহীনতা আর অনৈতিকতার Waste Land-এ বিপর্যস্ত মানবতা কাতরাচ্ছে। হাজার হাজার বছরের বিনির্মিত সভ্যতার মিনারে ধরেছে বিরাট ফাটল। সবকিছু সহ ভেঙ্গে গুড়িয়ে যাওয়ার জন্য সময়ের প্রহর গুণছে মাত্র। সম্প্রতি কায়রোতে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হলো এর আলোচ্যসূচীই যথেষ্ট মানবতার পঁচন নির্ণয় করার জন্য। এক পুরুষ আরেক পুরুষকে এবং এক মেয়ে আরেক মেয়েকে বিয়ে করবে, যৌনাচারের এমন বিভৎস চেহারা এর আগে কেউ কোন দিন দেখেনি। ইনসানের শরাফতের প্রয়োজনে মায়ের রেহেমের পবিত্রতা কতই না প্রয়োজন। নবীদেরকেও মায়ের রেহেমে অবস্থান নিতে হয়েছে। তসলিমা নাসরিনের মত সিফিলিস ও গণোরিয়ায় আক্রান্ত মানব কীটগুলো জরায়ুর স্বাধীনতার নামে মানব সভ্যতার জন্যে মরণের দুঃসংবাদ বহন করে এনেছে। এহেন লেখক- লেখিকাদের আন্তর্জাতিক পুরস্কার দেয়ার অর্থই হলো মানব সভ্যতার গালে চপেটাঘাত করার তুল্য। আধুনিকতার লেবাস পরে বর্বরতা আজ তার বিজয় কেতন উড়াচ্ছে সভ্যতার মরদেহের উপর। একটি উলংগ মানুষের চাইতে কুৎসিত সৃষ্টি জগতে আর কিছু নেই। অথচ পাশ্চাত্য বিশ্বে উলংগরা আজ সমিতি গড়ে তুলেছে। হাজার হাজার নর-নারী এ সমিতির সদস্য। এরা রাজপথে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র নর-নারীদের যৌথ মিছিলের আয়োজন করেছে, যে দৃশ্য দেখে পশুরাও মাথা হেঁট করে। এদের চাইতে চতুষ্পদরা অনেক শরীফ। অবক্ষয়ের এ তাহতাচ্চারা থেকে বিপন্ন মানবতাকে উদ্ধারের কোন পথ আছে কি? এ মহা প্রশ্ন আজ ভাবিয়ে তুলছে বিশ্বের জ্ঞানীদেরকে। কোরআন চিৎকার করে বলছে "হে মানুষেরা, আল্লাহকে ভয় কর। উহাতেই শুধু তোমাদের পরিত্রাণের উপায় নিহিত রয়েছে"।

اِتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

"যারা আল্লাহকে ভয় করে সাফল্য তাদের জন্যে।"

www.pathagar.com

ঈমানের জাগরণ ও শাহাদাতের উজ্জীবন

❑ সূচনাঃ

মিল্লাতে ইসলামীর পূনঃজাগরণের আন্দোলনে যারা সক্রিয় বা যারা সামান্যতম অনুভূতিও রাখেন তাদেরকে 'ঈমান ও শাহাদাত' এ দুটি শব্দের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে হবে। এ দুটি শব্দের বিন্দুর মধ্যে রয়েছে দুটি সিন্দু। একটি দৃশ্য আর একটি অদৃশ্য। একটি কান্ড আর একটি মূল। ঈমান যদি রূহ হয় তবে বলা যায় শাহাদাত উহার দেহ। আমার কাছে মনে হয় 'ঈমানের জাগরণ ও শাহাদাতের উজ্জীবন' এর মধ্যেই মুসলমান উম্মাহর জীবন নিহিত আছে। আলোচিত প্রবন্ধে এ বিষয়ে আমি আলোকপাত করার ইচ্ছা পোষণ করছি আর সাহায্য কামনা করছি ঐ প্রভুর নিকট যার হাতে রয়েছে জীবন ও মরনের বাগডোর।

এবার আমি আলোচনায় যেতে চাই ঈমান কি আর উহার দাবী কি এবং সে দাবী পূরণে আমাদের করণীয় কি হওয়া উচিত?

❑ ঈমানের পরিচয়ঃ

ঈমান হচ্ছে ইসলামের বুনিয়াদী বিষয়, গোটা ইসলামের প্রাসাদ এ ঈমানের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে।

তামাম পয়গম্বরদের দাওয়াতের মূল জিনিস- ঈমান।

আল্লাহ্ তায়ালার তামাম অহীর মূল বিষয়- ঈমান

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ

"হে প্রভু! আমরা শুনলাম, তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে একজন আহবানকারী ঈমানের দিকে আহবান করছে"। (আলেঃ ইমরান- ১৯৩)

ঈমান একটি জীবন্ত বিষয়। এর হ্রাস-বৃদ্ধি, সুস্থতা-অসুস্থতা, পছন্দ-অপছন্দ এমনকি জীবন-মৃত্যু রয়েছে।

ইহা মুমিনের গোটা জীবন ও জীবনের সব কিছুর নিয়ামক শক্তি। যে বিশ্বাস গোটা জীবনের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না উহাকে "ঈমান" নামে অভিহিত করা জীবনকে মরণ আর মরণকে জীবন নামে ডাকার মতই অসত্য। এ ঈমান যেন পবিত্র সে বিশাল বৃক্ষ যার শিকড় ছাড়িয়ে রয়েছে সৃষ্টির অতল তলে, তার বিস্তৃত প্রকান্ড শাখা প্রশাখা বেষ্টন করে রেখেছে মহা আকাশের মহাশূন্যতাকে।

আল্লাহ্ সোবহানুতায়ালা বলেনঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا

www.pathagar.com

ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ - (ابراهيم)

"আপনি লক্ষ্য করবেন, আল্লাহ্ তায়ালা বর্ণিত দৃষ্টান্তের প্রতি, ঈমানের পবিত্র বাক্যটি হলো সে পবিত্র বিশাল বৃক্ষের মত যার শিকড় মজবুত ও শাখা-প্রশাখা আকাশ জুড়ে বিস্তৃত।" (সূরাঃ ইব্রাহীম- ২৪)

জীবন ও জীবনের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিটি মুহূর্ত ঈমানের হাতে বন্দী। ইহাই আজাদীর জামানত। ঈমানের নিকট আত্মসমর্পনকারীদেরকে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কোন শক্তির নিকট আর আত্মসমর্পন করার প্রয়োজন নেই। ঈমান তাদের হৃদয়ে জাগ্রত করে দুনির্বার এক শক্তির। আকাশ তাদের পদ চুম্বন করে, জমিন তাদেরকে কুর্নিশ করে।

তাদের জন্যে নেই কোন দুঃখ-বেদনা, নিরাশা-হতাশা, পরাজয় ও গ্লানি। বেদনার অনল কুন্ডে তাদের জন্যে রয়েছে সুখের জান্নাত। অতলান্ত সাগরের তলদেশে অস্থির জলচরের পেটের গহীন অন্ধকারে বন্দী মু'মীনের জন্যেও ঈমান এনেছে আশার নূর। ওহুদের কঠিন রণ প্রান্তরে শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় ৭০ জন মুজাহীদের লাশ সামনে নিয়ে আহত, রক্তাক্ত, রণক্লান্ত ও অশ্রুসিক্ত রাসুলে আরবী (সঃ)-কে আল্লাহ্ তায়ালা সান্ত্বনা দিয়ে বলেন- মু'মিনেরা অপরাজেয়।

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

(ال عمران- ١٣٨)

"তোমরা দুর্বল হয়ো না, হতাশ হয়োনা, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মু'মীন হও।" (সূরাঃ আলে ইমরান- ১৩৮)

এই ঈমানই হচ্ছে সে সম্পদ ও প্রাচুর্য্য যার কাছে সমগ্র পৃথিবী এক কড়ির মূল্যও বহন করে না।

একজন নাক কাটা, কুৎসিৎ কৃতদাসও যদি ঈমানের দৌলত গ্রহণ করে মু'মীন হয় তবে সারা দুনিয়ায় খ্যাত প্রতাপশালী একজন মুশরেকের চাইতে বেশী মূল্য বহন করে।

وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ -

অর্থাৎ- একজন গোলাম মু'মীনও দুনিয়া খ্যাত একজন মুশরেকের চাইতে শ্রেষ্ট।

ইহা গায়েবের বিষয়। দৃশ্যমান জগতের ভাল ও মন্দ করার ক্ষমতার উপর অবিশ্বাস ও সব কিছুর একমাত্র ক্ষমতা ঐ আল্লাহ্র উপর যিনি গায়েব।

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ - (البقرة)

"মুমিনেরা এ গায়েবের উপর ঈমান আনে।" (সূরাঃ বাকারা- ০২)

www.pathagar.com

❑ ঈমানের অবস্থান

মুখে কতগুলি বুলি আওড়ানোর নাম ঈমান নয়। তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত- এর সতঃসিদ্ধ বিষয়গুলো হৃদয়ে গেঁথে নেয়ার নাম। পাথর কেটে যেভাবে নাম খোদাই করে, হৃদয়ের মধ্যে ঈমানিয়াতের বিষয়কে সে ভাবে ধারণ করতে হবে। তাইত প্রথম যুগের মু'মীনদেরকে তপ্ত মরুতে শুয়ে রাখা হয়েছে; উত্তপ্ত তেলের কড়াইয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, তাদের লাশ শত টুকরায় বিভক্ত করা হয়েছে কিন্তু তাদের ক্বালবের জমিনে ঈমান দাড়িয়েছিল পাহাড়ের মত।

قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ ۔ (الحجرات- ١٤)

"ঈমান সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা বলছে আমরা ঈমান এনেছি। বলুনঃ না তোমরা ঈমান আননি বরং তোমরা ঈমানের দিকে ঝুকেছ বলা যাবে; এখনও ঈমান তোমাদের হৃদয়ে গেঁথে যায় নি।" (সূরাঃ হুজরাত- ১৪)

❑ ঈমানের দাবী

ঈমানের এ বিশাল মহি যাদের হৃদয়ে রয়েছে গ্রোথিত সে সকল মু'মীনদের নিকট এর দাবী রয়েছে অনেক অনেক। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কায় এর মধ্যে থেকে দু'একটি দাবী আলোচনায় আনতে চাই।

❑ এস্তেক্বামত

একটি ঈমানের দাবী হলো এস্তেক্বামত বা দৃঢ়তা। ঈমান ঘোষণা দেয়ার পর মু'মীনকে ঈমানের ময়দানে দাঁড়াতে হবে জীবন মরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে। কোন আঘাত, নির্যাতন, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, হতাশা-নিরাশা, আলো-আঁধার, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জেল-জুলুম, জীবন-মরণ কোন কিছুই তাদেরকে ঈমান থেকে এক চুল হেলাতে পারবে না। তারা হবে এতই দৃঢ় ও আপোষহীন যে এদের মাথার উপর করাত টানা যাবে, হাড্ডি থেকে গোশ্ত তুলে নেয়া যেতে পারে, এমনকি এদের জীবন্ত দেহ থেকে এক একটি অঙ্গ খুলে ফেলা যাবে কিন্তু যাবে না এদের কলিজা থেকে ঈমানের মানিক বের করে আনা।

নবীজি (সঃ) বলেন, ঈমানের কঠিন ময়দানে তোমরা ঐ দৃঢ়তার সাথে দাঁড়াও-করাতের নীচে মাথা রাখার পর এবং শুলিতে চড়িয়ে দেয়ার সময়ও ঈসা (আঃ)-এর সাথীরা (হাওয়ারীগণ) যে এস্তেক্বামত ও দৃঢ়তার নজীর রেখেছেন।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم)صَنَعَ أَصْحَابُ عِيْسٰى نَشَرُوْا بِالْمِنْشَارِ وَحَمَلُوْا عَلَى الْخَشَبِ ۔

"তোমরা ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) এর সাথীদের পথ গ্রহণ কর যাদেরকে করাত

www.pathagar.com

দিয়ে চিরা হয়েছে আর শূলে চড়ানো হয়েছে।"

❑ শাহাদাত ফরজে আইন

মু'মীনদের নিকট ঈমানের অপরিহার্য দাবী-'শাহাদাত'। 'শাহাদাত' এ শব্দটি অতি ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ সাক্ষ্যদান, হাজির হওয়া, কসম করা। ইসলাম এ শব্দটি তাদের জন্য প্রয়োগ করে যারা ন্যায়ের জন্য জীবন দান করে।

একজন মু'মীনের সমগ্র জীবনের প্রকাশ ও জীবনাচরণ হবে ঈমানের আলোকে উদ্ভাসিত। তার জীবনের একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয় বিষয়; হৃদয়ের আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ, সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিক লেনদেন, রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি, সাংস্কৃতিক রুচিবোধ ও মননশীলতা, অবসর ও বিনোদন, শয়ন ও জাগরণ সবকিছুই ঈমানের শাহাদাত ঘোষণা দেবে। মু'মীনের জীবন চলার প্রতিটি কদম, হাতের প্রতিটি স্পর্শ, চাহুনির প্রতিটি পলক, জিহ্বার প্রতিটি বুলি, লিখনীর প্রতিটি আঁচড়, ব্যয়ের প্রতিটি কপর্দক, সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত, রক্তের প্রতিটি ফোঁটা এবং হৃদয়ের প্রতিটি অনুভূতি ঈমানের জন্য নিবেদিত।

ঈমানের দাবীতে বসে থাকা নয় উহার দাবী কোরবানী, উহার দাবী শাহাদাতে হক্ব। ঈমানের ময়দানে শাহাদাত বরণ করা মু'মীনদের উপর ফরজে আইন।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ -

"হে মু'মীনগণ! তোমরা আল্লাহ্র জন্যে সত্যের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়াও।" (নি।- ১৩৫)

সমগ্র জীবন ব্যাপী শাহাদাতের এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। উহার জন্যে জীবনের সহায় সম্পদ সবকিছুকে লুটিয়ে দিতে হবে।

❑ শাহাদাত-নবুয়তের দায়িত্ব

এ শাহাদাত নবুয়তের অন্যতম দায়িত্ব। নবীগণকেও এ দায়িত্বের উপর কিয়ামতের আদালতে প্রশ্ন করা হবে। তাঁদেরকে শাহাদাত দানের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিয়ে বলেনঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا ——

"হে নবী! আমি আপনাকে পাঠিয়েছি শাহাদতের দায়িত্ব দিয়ে।" (আহযাব)

সমগ্র নবুয়তী জীবন তিনি শাহাদাতের ময়দানে তীল তীল করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন।

হাজ্জাতুল বিদার আখেরী ভাষণে সোয়া লক্ষ সাহাবীকে নবীজি (সঃ) প্রশ্ন রাখেন, তোমরা শাহাদাত দাও আমি দ্বীনের আমানত পৌঁছে দিয়েছি কিনা?

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوْا نَشْهَدُ، اِنَّكَ قَدْ

www.pathagar.com

بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ - وَ نَصَحْتَ الْأُمَّةَ - وَ كَشَفْتَ الْغُمَّةَ - وَ إِلَيْنَا الْأَمَانَتَ حَقَّ الْأَمَانَةَ -

"তারা বলেন, নিশ্চয়ই আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি রিছালতের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন। আপনি উম্মতের নিকট উপদেশ বাণী পৌঁছিয়েছেন। আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনিই গোমরাহীর পর্দা ছিন্ন করেছেন, আপনি আমানতকে যথার্থভাবে পৌঁছে দিয়েছেন।" (মুসলিম)

❑ শাহাদাত উম্মতে মুহাম্মদীর (সঃ) দায়িত্ব

শাহাদাত- উম্মতে মুহাম্মদীর (সঃ) জাতীয় দায়িত্ব। মধ্যমপন্থী এ উম্মত মানব জাতির জন্যে শাহেদ হবে আর আখেরী রাসুল (সঃ) তাদের উপর শাহেদ।

لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ -

"নবীজি (সঃ) তোমাদের জন্যে সাক্ষ্য আর তোমরা সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের জন্যে শাহেদ হও।" (সূরাঃ হাজ্জ- ৭৮)

কোরআনের মাধ্যমে আরোপিত এ দায়িত্ব পালনে গাফলতির কোন সুযোগ নেই। জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব , আমাদের মর্যাদা শাহাদাতে হক্বের সাথে সম্পৃক্ত। জাতি হিসেবে আমাদের এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, প্রয়োজনে বাতেলের বিরুদ্ধে হক্বের জন্য আমাদের শক্তি, সম্পদ, যোগ্যতা, আমাদের জবান ও কলম, আমাদের সন্তান ও প্রিয় বস্তু নিচয় এমনকি আমাদের শিরায় প্রবাহিত সমস্ত রক্ত শাহাদাতের এ ময়দানে উজাড় করে দেব। তাদের গোলা বারুদ, মারণাস্ত্র, জেল, জুলুম, ফাঁসির মঞ্চ যেন আমাদের ভড়কে দিতে না পারে।

❑ শাহাদাতের কঠিন ময়দান

ইবাদাতের ময়দানে সংঘাত ও সংঘর্ষ অনুপস্থিত হলেও শাহাদাতের ময়দানে সংঘাত ও সংঘর্ষ অনিবার্য্য। ব্যক্তিগত জীবনের ইবাদাতের আনুষ্ঠানিকতা কুফরীয় শক্তি সব সময় মেনে নেবে কিন্তু ইবাদাতের দাওয়াত তারা বরদাস্ত করবে না। মানব জাতির ইতিহাস এ সাক্ষ্য বহন করছে যে, সমস্ত সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে শাহাদাতের ময়দানে। তামাম পয়গম্বর মজলুম হয়েছেন এ ময়দানে। এ ময়দানেই নবীদের পাথর মারা হয়েছে। জীবন্ত পয়গম্বরকে করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছে। হাত-পা বেঁধে ফেলে দেয়া হয়েছে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মহা সগরে; নির্মমভাবে নিক্ষেপ করা হয়েছে ধাউধাউ আগুনে। পৈত্রিক ভিটামাটি থেকে জনমের তরে মুহাজীর করা হয়েছে। শত শত পয়গম্বরকে কতল করা হয়েছে এ জমিনে। এ এক নিষ্ঠুর বেরহম ময়দান। এ মনযিল অতিক্রম করে যেতে হবে বিজয়ের শেষ মনযিলে। আল্লাহ্ তায়ালার ওয়াদা রয়েছে মজলুমদের সাথেঃ

وَنُرِيْدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ

www.pathagar.com

اَئِمَّةً وَ نَجْعَلُهُمُ الْوٰرِثِيْنَ - (القصص)

"যারা আমার কারণে মজলুম হয়েছে স্বীয় দেশে, একদিন তারাই হবে সে জমিনের উত্তরাধিকারী আর নেতৃত্বও থাকবে তাদের হাতে।" (সূরাঃ কাসাস- ৫)

❑ শাহাদাতাদের ময়দানে ব্যর্থতা

আজকের বিশ্বের চলমান জাহেলিয়াতের মোকাবেলায় আমরা যদি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করি, তবে কিয়ামতের কঠিন আদালতে আল্লাহ্ তায়ালার সামনে আমাদের জওয়াব দেওয়ার কিছুই থাকবে না।

অপর দিকে আমাদের বক্তব্য, আমাদের লিখনি, আমাদের আমল, আমাদের সামগ্রিক কর্মকান্ড যদি ঈমানের স্থলে কুফরীর সাক্ষ্য প্রদান করে তবে আমরা কিয়ামতের দিন জালেম বলে সাব্যস্ত হব।

-নবীজি (সঃ) আমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র দরবারে বাদী হবেনঃ

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا

(الفرقان)

নবীজি বলবেন- "হে প্রভু! আমার উম্মতের লোকেরা কোরআন ছেড়ে দিয়েছিল, আর গ্রহণ করেছিল অন্য জিনিষ।" (সূরাঃ ফোরকান- ৩০)

নবীজি (সঃ) সাহাবীদের বলেন, এমন একদিন আসবে যেদিন তোমরা সংখ্যায় অনেক হবে, তোমাদের জৌলুস অন্যদের চাইতে বেশী হবে কিন্তু এরপরও তোমরা হয়ে যাবে দুনিয়ার স্রোতে ভাসমান ফেনা। কেউ তোমাদের মূল্য দেবে না। তোমরা দুনিয়ায় মূল্যহীন ও অসহায় হয়ে যাবে। ক্ষুধার্থ নেকড়ে যেমন বকরীর পালের উপর হামলা করে তোমাদের উপর দুনিয়ার বাতেলরা এভাবেই হামলা করবে। সাহাবীরা এর কারণ জানতে চাইলে নবীজি (সঃ) বলেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صلعم) حُبُّ الدُّنْيَا وَ كَرَاهِيَةِ الْمَوْتِ

"নবীয়ে করীম (সঃ) বলেন, দুনিয়ার মায়া ও মৃত্যুর ভয়- এ দু'টি জিনিষ উম্মতের ধ্বংস ও বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ"।

শাহাদাতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণ প্রধানতঃ এ দুটি।

একঃ দুনিয়ার মায়া। পৃথিবী অতি মায়াময় ও ছলনাময়। আমাদের পিতা-মাতা, স্ত্রী-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাজানো সংসার খোদার রাহে দায়িত্ব পালনে এক কঠিন বাঁধা। এগুলোর সাথে আমাদের জীবন চলার সম্পর্ক থাকবে কিন্তু খোদার দ্বীনের চাইতে এগুলোকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। মুসলমানদের কাছে আল্লাহ্ তায়ালার ভালবাসা সবকিছুর চাইতে বেশী।

www.pathagar.com

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

"আল্লাহ তায়ালা সাবধান করে বলেছেন সন্তান ও মালের মোহাব্বত যেন দ্বীনের পথ থেকে তোমাদের গাফেল করতে না পারে"। এ গুলো পরীক্ষার সামগ্রীঃ

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۔ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

(تغابون)

"নিশ্চয়ই তোমাদের সন্তান ও মাল সম্পদ পরীক্ষার বস্তু; আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে মহান সাফল্য। (সূরাঃ তাগাবুন- ১৫)

দুইঃ মরনের ভয়। মৃত্যু সৃষ্টির অবধারিত পরিণাম। হাজারো আয়োজনে যেমন এর আগমন ঘটে না আবার হাজারো প্রতিরোধেও এর আগমন ঠেকানো যায় না। ইহা আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের নাম। একে ঠেকানো এক অসম্ভব ব্যাপার। তারপরও সমগ্র সৃষ্টির কলিজার ভিতর এ মওতের ভয় বাসা বেঁধে আছে যুগ যুগ ধরে। জীবনের জন্যে মরণ একবার আসবেই। মৃত্যুর ভয়ে ভীতু জাতিরা মানব ইতিহাসে কোন অবদান রাখেনি। পৃথিবীর ইতিহাসতো সাহসীদের ইতিহাস। যারা মৃত্যুর টুটি চেপে ধরেছে, মরণের মিছিলে যারা নেতৃত্ব দিয়েছে' আর শ্লোগান দিয়েছে 'আল্লাহু আকবর' জীবন মৃত্যুর চাইতে 'আল্লাহ্ মহান'। জীবন মৃত্যু সব কিছু স্পষ্ট কিতাবে লিখা রয়েছে-একচুলও অগ্রসর হওয়া অকল্পনীয়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ

لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ

"সবকিছুর ফায়সালা লিখা রয়েছে।"

❑ শহীদেরা অমর

শাহাদাতের পথে মরণত জীবনেরই আরেক নাম, উহা জীবনের চাইতেও রোমাঞ্চকর। যে মৃত্যুর মধ্যে রয়েছে হায়াতের সমুদ্র। শহীদেরা অমর ও চিরঞ্জীব, তারা কখনও মরে না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ

وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۔ (ال عمران)

"তোমরা তাদের মৃত বলো না যারা আল্লাহ্‌র পথে জীবন দিয়েছে বরং তারা জীবিত; তাদের জন্যে প্রভুর কাছে রয়েছে জান্নাতের রিযিক।" (ইমরান- ১৬৯)

শাহাদাতের চূড়ান্ত সাক্ষ্য দিয়েছে শহীদেরা। তারা শাহাদাতের ময়দানে আপোষহীন। জালেমেরা তাদের হাত কেটেছে, পা কেটেছে, কর্তিত অঙ্গ নিয়ে মিছিল করেছে। অথচ শহীদের খন্ডিত হাত বলছিল "কাবার মালিকের কসম! আমি কামিয়াব হয়েছি। আমি

www.pathagar.com

মরনের সাথেও আপোষ করিনি।"

তাদের রক্তের শেষ বিন্দু বয়ে গেছে খোদার রাহে। তাদের জবানের শেষ আওয়াজ উচ্চারণ করেছে খোদার নারা। তাদের রক্তাক্ত লাশ বাতেলের অগ্রগতির পথে হিমালয়ের বাঁধা। তাদের রক্তের প্রতিটি কাতরা দ্বীনের দুশমনদের জন্য এক একটি রক্ত বোমা। নিজেদের স্বপ্ন ও ক্যারিয়ারের বিধ্বস্ত জমিনে তারা উড়িয়ে দিয়েছে দ্বীনের কেতন। বিভ্রান্ত দিশেহারা ও অচেতন কর্মীদের জীবনে তারা ফুঁকে দিয়েছে চেতনার আগুন। ঘুমন্ত মুসলিম জাতির জীবনে তারা আজ ভোরের নকীব। জাতির বধির কর্ণে তারা শুনিয়ে দিয়েছে ইস্‌রাফীলের বজ্র নিনাদ। জাতীয় জীবনের নিরাশার অন্ধকারে তারা আকাশের ধ্রুবতারা। দ্বীনের কঠিন ও দুর্বহ ময়দানে অনেকেই যখন পালিয়ে যাবে তখন তারাই দাঁড়িয়ে থাকবে বিপ্লবের ঝান্ডা হাতে। তারা কোন দিন ক্লান্ত হবে না, নিষ্ক্রীয় হবে না আর পেশ করবে না অজুহাতের ফিরিস্তি। তারাই দ্বীনি আন্দোলনের অমর কর্মী দল। এরাই দুর্গমতার বাধা উপেক্ষা করে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবে কাল থেকে কালান্তরে। একটি আন্দোলনে যখন এদের সংখ্যা বেড়ে যায় তখন আন্দোলনের জীবনী শক্তিও বেড়ে যায়।

প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজনে হাজার হাজার কথাকে চেপে রেখে আমাকে যেতে হচ্ছে এ বিষয়ের উপসংহারে।

❑ উপসংহার

বিংশ শতকের সভ্যতার কর্মক্লান্ত দিবাকর আজ যখন পাশ্চাত্যের আকাশে বিদায়েরপটে, একবিংশ শতকের সুবেহ সাদেক তখন প্রাচ্যের আকাশে হাতছানি দিচ্ছে। আমরা বিশ্ববাসী উৎসুক্য নয়নে মহাসাগরের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্থের দৃশ্য অবলোকন করছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশাল Titanic সব কিছুসহ কালের মহাসমুদ্রে নিমজ্জমান। জাহাজের Captainদের একজন T. S. Eliot ঘোষণা দিয়েছে এখানে আর দাঁড়াবার, বসবাস কিংবা বিশ্রাম নেয়ার এক মূহুর্ত অবকাশ নেই। Here one can neither stand, nor lie, nor sit." বিশ্ববাসীকে জরুরী Message দিয়ে তিনি বলেন, Pray for us now, we are at the time of our death" "আমাদের জন্যে প্রার্থনা কর, বাঁচাও আমাদেরকে, আমরা মৃত্যুর দ্বারে।" কে তাদেরকে বাঁচাবে? নেশা ও যৌনাচারে আসক্ত এদের রক্তে রয়েছে "AIDS" এর ভয়ংকর জীবাণু। এদের আপন জনেরাও আজ তাদেরকে পরিত্যাগ করেছে। মুসলমানদেরকে আজ সন্দেহ, অবিশ্বাস, ভোগবাদ ও যৌনাচারের এ ভয়াল সমুদ্র থেকে মানবতাকে উদ্ধার করতে হবে। আর তাদের জন্যে প্রয়োজন দু'টো জিনিষ- "ঈমানের জাগরণ" ও "শাহাদাতের উজ্জীবন।" মানবতার এ উদ্ধার কর্মীদল মুসলিম তরুণদেরকে রাসুলে পাক (সঃ)-এর দুনিয়া কাঁপানো সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এর মত সে ঘোষণা উচ্চারণ করতে হবে যা আল্লাহ্ তায়ালা কোরআনে পাকে উল্লেখ করেনঃ

يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ

"হে প্রভু! আমরা তোমার উপর ঈমান আনলাম আর শহীদদের মধ্যে আমাদের নাম লিখে দাও।" -আমীন।

www.pathagar.com

শাহাদাত

'শাহাদাত' শব্দের অর্থ-সাক্ষ্যদান, উপস্থিত হওয়া বা সফল করা। ইসলামে এ শব্দটি তাদের জন্যে ব্যবহার করে যারা আল্লাহর রাহে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। শাহাদাত আমাদের কাছে অতীব পবিত্র ও তাৎপর্যপূর্ণ। এটা হচ্ছে চূড়ান্ত সাক্ষ্যদান, আমৃত্যু এক লড়াই; মৃত্যুহীন এক জীবন। উহা কামিয়াবীরই আর এক নাম।

দুনিয়ার জীবন্ত জাতি সমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ কথার সাক্ষ্য মেলবে যে, তাদের অস্তিত্বের পিছনে রয়েছে একদল মানুষের জীবনাহুতি। যাদের মৃত্যুর উপর রয়েছে ঐ জাতির জীবন। একথা অস্বীকার করা যায় না যে জীবনের জন্যে মৃত্যুর অবদান জীবনের চাইতে অনেক বেশী। কোন মরণাপন্ন রোগীকে বাঁচিয়ে তুলতে হলে প্রয়োজন জীবিতদের খুন। আজকের সম্বিতহারা মুসলিম জতিকে বাঁচাতে হলে প্রয়োজন শাহাদাতের তাজা খুন। যেদিন অগণিত শহীদের বিধবা স্ত্রীদের বিলাপ, তাদের ইয়াতীম বাচ্চাদের আর্তনাদ আর সন্তানহারা পিতা-মাতার আহাজারী আল্লাহর আরশে মাতম্ তুলবে, সেদিনই রচিত হবে আর একটি নুতন পৃথিবীর ভিত্তিপ্রস্তর। একামতে দ্বীনের জন্যে শহীদি খুনের অপরিহার্য প্রয়োজন মিটাতে আম্বিয়ায়ে কিরামের পবিত্র রক্তে পৃথিবীর মাটি সিক্ত হয়েছে বারবার।

وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ - (القران)

"তারা আমার নবীদের খুন করেছে বিনা অপরাধে" -আল্ কোরআন।

শহীদেরা মিল্লাতের গৌরব, দুর্যোগের রাহবার; "As the stars that are starry in the time of our darkness" হতাশাগ্রস্ত মুসাফিরদের জন্যে তারা দিশার ধ্রুবতারা। জাতির বধির কর্ণে কানফাটা চিৎকার। শুহাদায়ে কারবালা মুজাহিদ্দের হৃদয়ে তাইতো সৃষ্টি করে চলছে বিপ্লবের জজ্বা। বদর ও ওহুদের ময়দান তাইতো অনন্ত শিক্ষার ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে। ইসলামে শহীদদের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে নবীদের মর্যাদার পর। নবুয়ত যেমন আল্লাহ যাকে চান তাকেই দান করেন। শাহাদাতও এক দুর্লভ বস্তু; আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের এ মর্তবা দান করেন।

وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ - (القران)

"আমি তোমাদের মধ্যে কাকেও শাহাদাতের মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করি।" (আল-কোরআন)

শহীদেরা চিরঞ্জীব। তাঁরা অমর; তাঁরা নিজ জীবনের বিনিময়ে গ্রহণ করেন এমন এক জীবন যাতে মৃত্যুর স্পর্শ নেই। কোরআন সাবধান করে বলেছে ঃ

www.pathagar.com

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ - (ال عمران)

"তোমরা তাদেরকে মৃতদের মধ্যে শামিল করোনা যারা আল্লাহর রাহে জীবন দিয়েছে; বরং তারা জীবিত। মৃত্যুর সাথে যারা গ্রহণ করে জান্নাতের রিযক।" (সুরা- আলে ইমরান)

শহীদদের রক্ত অতি পবিত্র। যে খুন ধৌত করার প্রয়োজন নেই। শহীদদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। যে খুন বিপ্লবের জন্ম দেয় আর সৃষ্টি করে খুনীদের বিরুদ্ধে এক একটি মরণ ঘাঁটি। শরীয়ত তাই শহীদদেরকে রক্তমাখা অবস্থায় দাফনের হুকুম দিয়েছে। ওহুদের শহীদদের লক্ষ্য করে নবীজির নির্দেশ ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) وَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ - بخارى -

"তাদেরকে রক্তাক্ত দাফন কর।" (বুখারী)

শহীদদের আপাতঃ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর মজা জান্নাতের নেয়ামতের চাইতেও উত্তম। ত্যাগের মজা ভোগের মজার চাইতে অনেক বেশী মজাদার। কোন বেহেশতী জান্নাতের বাগান থেকে পৃথিবীতে আসতে চাইবেন না। কিন্তু শহীদেরা বলবে ঃ

يَارَبِّ تَحْيِيْنِى فَاُقْتَلُ فِيْكَ ثَانِيَةً - بخارى -

"হে প্রভু আমাকে আর একবার দুনিয়ার পাঠাও আমি যেন তোমার পথে আর একবার শাহাদাত লাভ করতে পারি"। (বুখারী)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يَغْفِرُ لِلشَّهِيْدِ كُلَّ ذَنْبٍ اِلَّا الدَّيْنَ - مسلم

"শহীদদের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আল্লাহ তায়ালার কোন হকের ব্যাপারে তাদেরকে প্রশ্ন করা হবেনা, কিন্তু বান্দার হকের দাবী ছাড়া। তারা বিনা হিসাবে বেহেশতী। (মুসলিম)

যাদের দেহ মাটি স্পর্শ করবেনা। শহীদের লাশ হাজার বছর পরেও মাটিতে পঁচে যাবেনা।

وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - ترمذى -

"কবরে তাদের কোন প্রকার আজাব হবে না।" (তিরমিজি)

তারা আল্লাহ্তায়ালার এমনি প্রিয়তর যে, মাবুদ তাদেরকে অপরাধীদের সুপারিশ করার অধিকার দিয়ে সম্মান দান করবেন।

www.pathagar.com

وَيَشْفَعُ فِى سَبْعِيْنَ مِنْ اَقْرَبَائِهٖ - ابو داؤد -

"শহীদেরা তাদের আওলাদের থেকে ৭০ জন গুনাহগারকে সুপারিশ করে বেহেশতবাসী করবেন।" (আবু দাউদ)।

শহীদদের মর্যাদার উপর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল (সঃ) অনেক আহাম কথা বলেছেন, তার থেকে কিছু ইঙ্গিত মাত্র দেয়া হলো।

নবুয়তের দরজা খতম হয়ে গেছে, শাহাদাতের দরজা এখনও খোলা আছে। জীবন্ত ঈমানের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাতে শাহাদাতের তামান্না থাকবে। ঈমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেছেন, যে ঈমানের মধ্যে আল্লাহ্র রাহে মৃত্যুর কামনা নেই সে ঈমান থেকে নিফাক বিদূরিত হয়নি। শাহাদাতের ইচ্ছা পোষণ করাও একটি ইবাদত। নবীজির সঙ্গী-সাথীদের অন্তরে সর্বদা প্রজ্জলিত থাকত শাহাদাতের আগুন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, -"বিছানায় মৃত্যু বরণ করার চাইতে হাজার তরবারীর আঘাত সহ্য করাকে আমি শ্রেয় মনে করি।"

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ تَعَالٰى اَلشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللّٰه مَنَازِلَ الشُّهَدَاءَ وَ اِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهٖ - مسلم و ترمذى -

"যে মুজাহিদ শাহাদাত কামনা করে আল্লাহ্তায়ালা তাকে শাহাদাতের দরজা দান করেন যদিও সে বিছানায় মৃত্যু বরণ করে।" (মুসলিম, তিরমিজি)।

❑ শাহাদাতের পথে বাধাসমূহ ঃ

মুমীন মাত্রই তাদের হৃদয়ে রয়েছে শাহাদাত লাভের দুর্নিবার আকাঙ্খা। কিন্তু সফলতার এ মঞ্জিলে পৌঁছার পূর্বে অতিক্রম করতে হবে বাধার পাহাড়গুলো।

এ পথের পহেলা সমস্যা হলো আল্লাহতায়ালা ও রাসুলে (সঃ) খোদার ব্যাপারে সামান্যতমও সন্দেহ পোষণ করা। সন্দেহ ঈমানের ব্যাধি। জান্নাতের ওয়াদার উপর তথা পরকালীন জিন্দেগীর উপর যার পূর্ণ বিশ্বাস নেই সে কেমন করে জীবন উৎসর্গ করার মত এত বড় ত্যাগ স্বীকার করবে? এ পথে কদম সামনে দেয়ার পূর্বে আল্লাহ সোবহানুতায়ালা ও তাঁর রাসুলে করিমের (সঃ) কথায় সন্দেহহীন আস্থা আনতে হবে হৃদয়ের মধ্যে। নিফাকের বিমার নিয়ে কিছুদুর পথ অতিক্রম করলেও শাহাদাতের আখেরী মঞ্জিলে পৌঁছা অসম্ভব। তারা খুব তাড়াতাড়ি বিজয়ের সম্ভাবনা না দেখলে পথ চলা থেকে থমকে দাঁড়াবে এ বলেঃ

مَاوَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اِلَّا غُرُوْرًا -

"আল্লাহ্ ও তার রাসুলের ওয়াদা প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।"

www.pathagar.com

শাহাদাতের রোমাঞ্চকর পথ চলার সিদ্ধান্ত যারা নেবে তাদের সামনে আর একটি বড় বাধা পৃথিবীর মায়া। পিতা-মাতা, আপনজন, সন্তান, সঞ্চিত ধনসম্পদ, প্রতিষ্ঠিত সংসার, আরাম ও সুখ সম্ভোগের হাজার উপকরণ রুখে দাঁড়াবে পথ। পেশ করবে সাশ্রু নয়নে মায়ার আবেদন, মনে পড়ে যাবে ফেলে আসা দিনগুলোর অগনন স্মৃতি; এমনি পরিস্থিতি সত্যি বিব্রতকর।

কিন্তু যার হৃদয়ে আল্লাহর ভালবাসা গালেব রয়েছে, অনুভূতির প্রতিটি শিরায় প্রবাহিত রয়েছে ইশকে ইলাহী, সে যখন প্রভুর জন্যে জীবন দেবার ডাক শুনে তখন এমনি মাতাল হয়ে যায় মেঘের গর্জন শুনে ময়ূর যেমন উতলা হয়ে উঠে। মহান মালিকের সাথে মিলনের তীব্র আকাংখার কাছে পার্থিব মায়ার বাধন ছিন্ন হয়ে যায়।

❑ এ পথের সর্বশেষ বাধা মরণের ভয়

মৃত্যু জীবনের জন্যে অবধারিত একটি বিষয়। এর আগমনের সময় সুস্পষ্ট কিতাবে লিখা রয়েছে। হাজার আয়োজনে যেমন তার আগমন ঘটেনা তেমনি হাজারো প্রতিরোধ তাকে ঠেকানো যায়না। এ মৃত্যুর উপর কোন সৃষ্টির এক বিন্দু ক্ষমতা চলেনা, আল্লাহর একক সিদ্ধান্তই তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। অহেতুক হলেও সৃষ্টির কলিজার মধ্যখানে এ মরণের ভয় যুগ যুগ ধরে বাসা বেঁধে আছে।

পণ্ডিত, মুর্খ, সৎ, অসৎ, ধনী-গরীব, সুখী-অসুখী সকলের জন্যে এ মৃত্যু সমানভাবে আতংক হয়ে আছে। এ মৃত্যুর প্রচণ্ড ভয় আজ পর্যন্ত কাকেও তার সাক্ষাত থেকে বিরত থাকতে দেয়নি।

আল্লাহর রাহে জীবন দানকারীদের জন্যে মৃত্যু কোন বিভিষীকা নয়; নয় ভয়ের কোন কারণ। মৃত্যু শহীদদের কাছে মৃত্যু নয়। মরণ তাদের কাছে জীবনের চাইতেও উষ্ণতর। মুসলমান জাতির পরাজয়ের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে নবীজি (সঃ) দুটো বিষয়ের ব্যাপারে সাবধান করেছেন- একটি মওতের ভয়, অপরটি দুনিয়ার মোহব্বাতঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّم حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ -

পরিশেষে বলতে চাই, আজকের সংঘাত মুখর পরিবেশে যারাই ইসলামকে বিজয়ীর বেশে দেখতে চায় তাদের জন্যে নেই কোন সহজ পথ। তাদেরকে অতিক্রম করতে হবে মৃত্যুর বিভীষিকাময় এক দুর্গম গলি। হায়েনাদের হাতে রয়েছে কিরিছ, বল্লম, আর গ্রেনেড সহ মানুষ মারার আধুনিক হাতিয়ার। ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, দুর্জয় সাহসে বলিয়ান হয়ে যারা এগিয়ে চলে শাহাদাতের অদম্য জজ্‌বা নিয়ে বাঁধার ব্যারিকেডগুলো তাদেরকে কুর্ণিশ করে পথ ছেড়ে দেয়। তাদেরকে শহীদ করা যায়, পরাজিত করা যায় না; তারা অপরাজেয়, তারা অপ্রতিরোধ্য।

www.pathagar.com

কাবার মালিকের কছম!

মানুষ হিমালয়ের অহংকারী মাথাকে নত করেছে, বিচরণ করছে অতলান্ত দরিয়ার তলদেশে, এমনকি আকাশের রাজ্যেও উড়ছে মানুষের বিজয় কেতন। কিন্তু মানুষেরা জয় করতে পারছেনা নিরাপত্তার কাংখিত শান্তিকে। আর পারছেনা তুলে দিতে ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে দু'মুঠো অন্ন। মানুষের ব্যক্তি জীবনে হতাশা, পারিবারিক জীবনে কলহ, অর্থনীতিতে শোষণ, ব্যবসায় অসাধুতা, রাজনীতিতে পেশীশক্তি, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, আন্তর্জাতিক বিশ্বে অস্ত্রের মহড়া ইত্যাদি নিয়ে সর্বগ্রাসী এক 'আতংক' মাথা উঁচু করে আছে। সংস্কৃতির চোখ ঝলসানো চাকচিক্য হাজার বছরের প্রতিষ্ঠিত লালিত সভ্যতা সব কিছু একটি লালবাতি জ্বলার অপেক্ষা করছে। একটি আণবিক বোতামের উপর আঙ্গুলের স্পর্শের ভয়াবহ পরিণতির প্রহর গুণছে। একটি মহা-আতংক, ভয় এবং ক্ষুধা যেন মুখ ব্যদন করে আছে, ব্যঙ্গ করছে সব কিছুকে। এই ভয়াল ভীতি বা খউফকে কিছুতেই মানুষ পরাভূত করতে পারছেনা। এই ভীতি আচ্ছন্ন করছে সমগ্র বিশ্বকে রাহুর মত। ব্যক্তি, স্থান কাল নির্বিশেষে সর্বত্র রয়েছে এর অবাধ বিচরণ। রাতের আঁধারে ভয়, প্রকাশ্য দিবালোকেও ভয়, একাকিত্বের ভয়, লোক মাঝে ভয়, সম্পদ রাখার ভয়, সম্পদ হারাবার ভয়, বিদ্রোহের ভয়, অত্যাচারের ভয়, কালো হওয়ার ভয়, সুন্দরী হওয়ার ভয়, দেশে থাকার ভয়, বিদেশে যাওয়ারে ভয়, সুস্থ্যের রোগের ভয় আর রোগীর দূরারোগ্য হওয়ার ভয়, চারিদিকে শুধু ভয় আর ভয়। মাছ যেমন জলসাগরে ডুবে আছে আমরাও যেন ভয়ের দরিয়ায় ডুবে আছি। মানুষের রক্ত, ইজ্জত ও সম্পদ কেনে কিছুরই আজ নিরাপত্তা নেই। নিরাপত্তাহীনতার এ আতংক আমীর -ফকির, প্রাসাদবাসী, কুটিরবাসী, ক্ষমতাসীন, ক্ষমতাহীন সবার জন্য সমানভাবে বিব্রতকর।

আল্লাহ্তায়ালা মানুষদেরকে এভাবে পরীক্ষা করেন ভয়ভীতি ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা দিয়েঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ـ (القران)

"আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব- কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, জান-জান-মাল ও ফসলের ক্ষতি দিয়ে।" (সূরাঃ বাকারা- ১৫৫)

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মানুষ ছাড়া অপরাপর সৃষ্টি জগতে রয়েছে শান্তি এবং নিরাপত্তা। খেচর, বনচর ও জলচর এদের জগতে নেই কোনও অশান্তি, হানাহানি, খুনাখুনী, ক্ষুধা-তৃষ্ণা; এক কথায় শান্তি ও নিরাপত্তার অভাব সেইখানে রয়েছে যেখানে রয়েছে- মানুষ। এই আশরাফুল মাখলুকাতের জগতে শুধু যে অশান্তি বিরাজিত তা নয়। জল-স্থলের সমস্ত বিপর্যয় বিশৃঙ্খলার জন্যও মানুষেরা দায়ী। মানুষের সৃষ্ট অপরাধের জন্য আল্লাহ্র অপরাপর সৃষ্টিরাও কষ্টে আপতিত হয়।

www.pathagar.com

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ - القُرْاٰن - (سورة الروم)

"জল-স্থলে যে অশান্তি বিরাজিত উহা মানুষের কর্মের ফল।" (সুরাজ রুম- ৪১)

এমন নিরাপত্তাহীন ভয়াল পরিবেশে মানবতার কোমল বৃত্তি প্রস্ফুটিত হতে পারেনা, সভ্যতার বিকাশ কিভাবে সম্ভব? এ মননশীলতা বিকাশের জন্য প্রয়োজন শান্তির পরিমণ্ডল। কিন্তু বিশ্বের দিকে দিকে আজ যেখানে চলছে ফিতনার তাণ্ডব, বায়ুমণ্ডল যখন পোড়া বারুদের ঝাঁঝালো গন্ধে ভরা, আর্তমানবতার চিৎকার যেখানে আকাশ বাতাসকে করছে ভারাক্রান্ত, সাম্রাজ্যবাদী দানবীয় শক্তির তাক করে রাখা সবকিছুকে গুড়িয়ে দেয়ার মত বিপজ্জনক দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র যার ভয়ে দুর্বল রাষ্ট্রগুলো কম্পমান। হায়েনাদের উদ্যত ট্যাংকের চাকায় পৃষ্ঠ হচ্ছে আফগানিস্তানের আজাদীপ্রিয় মানুষগুলো, ভারতীয় পশু সৈন্যদের গুলি, বেয়নেটের নির্মম আঘাতে লালে লাল হয়ে চলছে দুনিয়ার জান্নাত কাশ্মীরের জনপথ, রাজপথ। বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত মগের মুল্লুকে চলছে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর বর্মী সৈন্যদের নৃশংস অত্যাচার, হত্যা করা হচ্ছে আরাকানের নারী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সহ সর্বজনমান্য ওলামায়ে দ্বীনদেরকে। এমনি করে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বিশ্বের বিভিন্ন মানব বসতিতে ঘটে চলেছে কারবালার লোমহর্ষক ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

প্রত্যহ প্রতি নিয়ত অগণিত, অসংখ্য বনি আদমের রক্ত পৃথিবীর মাটিকে সিক্ত করছে। এমন কোন দেশ নেই যেখানে কারণে অকারণে, ব্যক্তিগত স্বার্থে, রাজনৈতিক কারণে, দলীয় দ্বন্দ্বে-কলহে, নিজস্ব প্রভাব বিস্তারের প্রয়োজনে অসংখ্য মানব জীবন খুন হয়ে চলছেনা। শুধু কি তাই? জ্ঞান বিজ্ঞান যেন আজ মারণাস্ত্র তৈরী মরণ খেলায় মেতেছে। কোটি কোটি মানব শিশু যেখানে বিনা চিকিৎসায় অপুষ্টিতে মারা যাচ্ছে, রয়েছে জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত- সেখানে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হচ্ছে মানুষ হত্যার শক্তিশালী বোমা তৈরীর পিছনে। জাতিসংঘসহ বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলো এব্যাপারে সবচেয়ে বেশী দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিচ্ছে।

ইজ্জতের কোন নিরাপত্তা নেই আজকের সমাজে। এভাবে নারীদের উপর বলাৎকারও বিভৎস ধর্ষণ এর কোন নজির কোন কালে ছিলনা। তিন বছরের শিশু কন্যার কোন যৌনানুভূত আছে? কোন কুকুর শুকরকেও তাদের বাচ্চা কুকুরীও শুকুরীর সাথে যৌন ক্রিয়া করতে কেউ দেখেছে? অশিতিপর থুরথুরে বৃদ্ধা জীবন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে সেও ধর্ষণের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব, সাদা-কালো, ইতর-ভদ্র সকল শ্রেণীর মধ্যে এ পশু মানবগুলো কি এশিয়া, কি ইউরোপ, কি আমেরিকা, কি আফ্রিকা সর্বত্র নারী ধর্ষণের কি ভয়াবহ কুৎসিৎ ও জঘন্য অভিযানে নেমেছে। বাসার নিরিহ কাজের মেয়েটি থেকে শুরু করে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী, গার্মেন্টস এর কর্মচারী অফিস আদালতের সহকর্মীনি সকল ক্ষেত্রে রয়েছে যৌনাচারের অসংখ্য বেদনার ইতিকথা। আরো আশ্চর্য আমেরিকার মত দেশের প্রেসিডেন্ট,

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট, জাপানের প্রধানমন্ত্রী এ মানের মুনুষগুলোর যৌন কেলেংকারীর বিভৎস কাহিনী যখন পত্রিকার পাতাভরে আসে যা পড়তে পড়তে বমির উদ্রেক করে, ঘৃণায় সারা শরীরের পশম খাড়া যায়। সে প্রচলিত আইন, ও আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়া তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে, সে আইনের পাতাতে থু থু মেরে দিতে ইচ্ছে করে। আর চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হয় হে মানুষ খোদার সে বিধান জারি কর যাতে আবক্ষ মাটিতে পুঁতে রেখে ধর্ষণকারীকে আমৃত্যু পাথর মারতে বলা হয়েছে। এ ধরনের একটি দৃষ্টান্ত এ পাপাচারকে রুখে দাঁড়াবার মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। এ দৈন্য বিশ্বে আছে কি কোন নিরাপদ জায়গা? যেখানে নেই যুদ্ধ, রক্তপাত, হিংসা ও জিঘাংসা।

সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের এমন একটি জায়গাই রয়েছে যার চারিপার্শ্বের হানাহানি, কাটাকাটির মধ্যেও যে জমিন মানুষের খুনে লাল হয়নি। জাহেলিয়াতের যুগেও পৃথিবীর এ অংশটুকু ছিলো পূত পবিত্র। যেখানে প্রাণের শত্রুর জন্য রয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ের ঘোষণা, মশা, মাছির মত নগন্য প্রাণীকেও যেখানে হত্যা করা হারাম। যাদের জীবন পায়ের নীচে পিষ্ট হচ্ছে প্রতিনিয়ত সেই পিপীলিকার জীবনও সেখানে মানুষের জীবনের মত সমমূল্য বহন করে। এ সে মক্কা নগরী যাতে শত্রুর জন্য রয়েছে নিরাপত্তা, ভয়ের মধ্যে রয়েছে নির্ভয়তা, সন্ত্রাস, বোমাবাজি, হত্যা, খুন ইত্যকার বিভীষিকাপূর্ণ অস্বস্তিকর বিশ্বের জন্য রয়েছে শান্তির লালিত স্থান "বালাদিল আমিন" নিরাপত্তার নগরী। আল্লাহতায়ালা বলেন-

فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰاهِمَ - وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا -

"এতে সুস্পষ্ট নিশানা রয়েছে- 'মাকামে ইব্রাহীম' যে কেউ এর মধ্যে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে।" (সূরাঃ আলে ইমরান- ৯৭)

এ হারামের স্থানকে আল্লাহতায়ালা সর্বকালের সর্বশ্রেণীর, ভাষার ও বর্ণের মানুষের জন্যে করেছেন সম্পূর্ণ নিরাপদ। আর এখানে মানুষের অনিষ্ট থেকেও সৃষ্টি জগতকে দিয়েছেন আমান-নিরাপত্তা। যে কেউ এ কাবার হরম-সম্মানকে নষ্ট করবে তার উপর আল্লাহর লা'য়ানাত। নবীজি (সঃ) এর উক্তি-

"ছয় শ্রেণীর মানুষের উপর আল্লাহ, ফিরিশতা ও নবীগণের অভিশাপ রয়েছে, তাদের অন্যতম যারা কাবার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন।"

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّم سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰه وَكُلُّ نَبِىِّ يُجَابُ .... وَ الْمُسْتَحِلُّ لِحَرَامِ اللّٰهِ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ

আল্লাহ্ সোবহানুতায়ালা যে ঘরকে কছম করে বলেছেন-

www.pathagar.com

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ -

"শপথ" এ নিরাপদ নগরীর।" (সূরাঃ ত্বীন- ৩)

পরিশেষে বলতে চাই, সমগ্র দুনিয়া জুড়ে আজ চলছে অশান্তি, কোথাও নেই এতটুকু নিরাপদ জায়গা। মানুষের মন থেকে শুরু করে সারা বিশ্বে জ্বলছে বেদনার হুতাশন।

সভ্যতার আকাশচুম্বী দালানের পার্শ্বে সভ্যতা বিনির্মাণকারী কারিগরেরা খোলা আকাশের নীচে দিনাতিপাত করছে। খাদ্য উৎপাদনকারী কৃষকেরা থাকছেন অনাহারে।

কিসে অশান্তির আগুনে পোড়া ও নিরাপত্তাহীনতার এ উদ্বেগজনক বিশ্বে মানব জাতিকে দিতে পারে শান্তির আবেহায়াত, দিতে পারে ক্ষুধার্ত বিশ্বকে বাঁচার সামগ্রী?

এ মহাপ্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছেন পৃথিবীর বড় বড় পণ্ডিতেরা, ব্যর্থ হয়েছে মানুষের রচিত সমস্ত মতবাদ।

শুধু আল্লাহতায়ালার কাছে এ অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। তিনি বলেন ঃ

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ - اَلَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ - القران -

"তারা যেন দাসত্ব করে এ কাবা ঘরের মালিকের; যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দেবেন আর সকল প্রকার ভয়ভীতি থেকে দেবেন নিরাপত্তা"। (সুরাঃ কুরাইশ- ৩-৪)

কছম! সে কাবার মালিকের যার 'দাসত্ব'ই সকল প্রকার দাসত্বের জিঞ্জির খুলে দিতে পারে- দিতে পারে আজাদীর আস্বাদন।

আজকের ভূখানাঙ্গা বনী আদমের জন্যে তারই 'দাসত্ব' দিতে পারে রিজকের সুষম বণ্টন।

সমস্যা সাগরে নিমজ্জমান বনী আদমেরা সৃষ্টির গোলামী ছেড়ে দিয়ে সে রবের দাসত্বই করুক- ইহাই আজকের কামনা।

www.pathagar.com

হজ্জে বায়তুল্লাহ্ ঃ আল্লাহ্র রাহে চলার একটি কঠিন শপথ

১৪১৭ হিজরি আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ বছর আল্লাহ তায়ালার ডাকে আমি অধম তাঁরই কাবার দরজায় হাজির হতে পেরেছিলাম। যে কাবাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের জীবন আবর্তিত হচ্ছে সে খানায়ে কাবার দর্শন ও যিয়ারতের অদম্য ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করে বছরের পর বছর কাটিয়েছিলাম। রহস্যের কালো গেলাফে আবৃত মানব সভ্যতার এ সূতিকাগার কাবার সামনে উপস্থিতি যে কি রোমাঞ্চকর কোন লিখনীর পক্ষে তার লিখন দুঃসাধ্য এক ব্যাপার।

আজ আমি এ নিবন্ধে হজ্জে বায়তুল্লাহ ইসলামী জীবন দর্শনে কি গুরুত্ব রাখে, এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি ইত্যাকার বিষয়ে আলোকপাত করার আশা রাখি। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিশাল প্রাসাদ যে পাঁচটি রোকনের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে- এর অন্যতম হচ্ছে হজ্জ। নবীজি (সঃ) বলেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ ـ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ بَيْتُ اللّٰهِ الْحَرَامِ

(متفق عليه)

অর্থাৎ "ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি (১) আল্লাহ তায়ালার একত্ব ও নবীজি (সঃ) এর রেসালাতের স্বীকৃতি (২) নামাজ প্রতিষ্ঠা (৩) সিয়াম পালন (৪) যাকাত আদায় (৫) হজ্জে বায়তুল্লাহ" (বোখারী ও মুসলিম)।

হজ্জ শব্দের অর্থ সংকল্প। কাবার উদ্দেশে সব কিছুর সম্পর্ক ত্যাগ করে বের হয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প। আর্থিক সংগতি সম্পন্ন সুস্থ ও আজাদ মুসলমানের জন্যে সারা জীবনে একবার বায়তুল্লায় এসে হজ্জ পালন বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার ঃ

قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ـ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً ـ

অর্থাৎ "মানুষের উপর আল্লাহর এ অধিকার রয়েছে যে, যারা বায়তুল্লাহ পর্যন্ত আসার সামর্থ রাখে তারা যেন হজ্জ আদায় করে"। (সুরাঃ আলে ইমরান)

সামর্থ থাকার পরও হজ্জ পালনে অবহেলাকারীদের জন্যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। তারা আল্লাহর নাফরমান, সীমা লংঘনকারী ও ঈমানের গণ্ডির বহির্ভূত। নবীজি (সঃ) বলেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم مَنْ قَدَّرَ عَلَى الْحَجِّ فَتَرَكَهُ فَلَاعَلَيْهِ اَنْ يَّمُوْتَ يَهُوْدِيًا اَوْ نَصْرَانِيًّا ـ

www.pathagar.com

"যে সামর্থবান লোক হজ্জ আদায় করেনি। সে ইয়াহুদী বা নাসারা হয়ে মৃত্যুবরণ করুক তাতে আমার কিছু নেই।"

এ হজ্জ আল্লাহ তায়ালার একটি হুকুম।

-ইহা সমস্ত ইবাদতের সমষ্টি। ঈমান, যিকির, ফিকির, সময়, অর্থ, হিজরত, জিহাদ, সালাত, কোরবানী ইত্যাদি সকল পর্যায়ের বন্দেগীর এক অপূর্ব সমাহার।

-ইহা দ্বীনের পথে একটি কঠিন সিদ্ধান্ত। কোন ইবাদাতের জন্যে নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ শর্ত নহে, একমাত্র ব্যতিক্রম হজ্জ।

-ইহা আল্লাহর জন্যে প্রিয় জনের বিচ্ছেদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, সংসার সব কিছু থেকে মুহাজির হওয়ার নাম।

-ইহা খোদার রাহে সমস্ত দুর্গমতা, কষ্ট, ক্লেশ, প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে কাবার পানে এগিয়ে যাবার সংকল্প।

- ইহা বিশ্ব মুসলিমের এক আন্তর্জাতিক মহা সম্মেলন। পৃথিবীর প্রতিটি জনপদের, বিভিন্ন ভাষার, বর্ণের, গোত্রের, রুচির ও বিভিন্ন স্তরের মানুষ একই উদ্দেশ্যে, একই পোশাকে, একই মাঠে, একই দিনে, একই সময়ে, একই শ্লোগান দিতে দিতে জমায়েত হয় আর সৃষ্টি করে এক নজিরবিহীন তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মানব সমুদ্র।

❑ কাবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

হজ্জের পহেলা রোকন-ইহ্‌রাম। এক খণ্ড সাদা সেলাই বিহীন কাপড় পরিধানে আর এক খণ্ড গায়ে জড়িয়ে দুই রাকায়াত নামাজ পড়ে নিয়্যাত করে আওয়াজ দিয়ে তালবিয়া পাঠ করে হজ্জে দাখিল হতে হয়। হাজীদের জন্যে ইহরাম ছাড়া মিক্বাত অতিক্রম করা গুনাহ। শুধু দুই খন্ড সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করার নাম কি ইহ্‌রাম? না, এর তাৎপর্য অনেক গভীরে। যে পোশাক ইহরামকারীরা খুলে ফেলেছে এ পোশাকই মানবতাকে হাজার খণ্ডে খণ্ডিত করেছে। রাজার পোশাক, প্রজার পোশাক, সৈনিকের পোশাক, শ্রমিকের পোশাক, তথা বিভিন্ন জাতি, পেশার ও দায়িত্বের পার্থক্য সৃষ্টি করে এ পোশাক। ইহরামকারী শুধু পোশাক খুলেনি সে তার আভিজাত্য, গৌরব, অহংকার এর পরিধেয় খুলে ফেলেছে। সে যেন জীবিতদের মধ্যে আর নেই। মৃত্যু যেমন সকল পার্থক্যের দেয়াল ভেঙ্গে সবাইকে একাকার করে দেয়, সকল আবরণ খুলে করে নিরাভরণ, সমস্ত ক্ষমতার দাপট, অত্যাচারের হাত ও জবান করে নিষ্ক্রীয়; মুহ্‌রীম ব্যক্তি নিজের চেহারাটিও আর দেখবে না। পোশাক ও সুগন্ধি ব্যবহার করে নিজকে সজ্জিত করবে না।

-সৃষ্টির প্রতি কোন অনিষ্ট করা তো দূরের কথা এমন কি নিজ মাথার একটি উকুনও মারা যাবে না, পথের পিঁপড়াটিও মাড়াতে পারবে না। এমনকি নিজেদের নখ কাটা বা একটি পশম ছেঁড়াও তার জন্যে বৈধ নয়। নিজের বৈধ স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলনতো দূরের কথা সে বিষয়ে আলোচনা পর্যন্ত হারাম। এ যেন নবীজি (সঃ) এর সে কথাকে স্মরণ করিয়ে দেয় ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْتٌ قَبْلَ اَنْ تَمُوْتَ ـ

"হজ্জের ইহরামকারীর জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে তিনটি এমন গুরুত্বপূর্ণ নসিহত রয়েছে যে, উহা পালনের উপর হজ্জের সফলতা একান্তভাবে নির্ভরশীল"।

www.pathagar.com

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَ لَاجِدَالَ فِىْ الْحَجِّ

(بقره - ١١٧)

অর্থাৎ হজ্জ পালনকারীদের জন্য বিশেষভাবে নিষিদ্ধ যৌনাচার, গুনাহের কাজ ও পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ। (সূরাঃ বাকারা- ১১৭)

প্রথমতঃ فلارفث সাবধান করা হয়েছে যৌনাচার এর বিষয়ে।

এ সময়ে উন্মুক্ত চেহারায় অসংখ্য রমনী চোখের সামনে আসবে। কাবা তাওয়াফে, নামাজের কাতারে, হাজরে আসওয়াদ চুম্বনে, মুলতাজিমের সামনে নারীদের সাথে অকল্পনীয় ভিড়ের মধ্যে যেতে হয়। তাই এ কঠিন অবস্থায় অনাচারী দৃষ্টি থেকে চোখ, যৌন স্পর্শ থেকে হাত, অশ্লীল শ্রবণ থেকে কান এবং যৌনানুভূতি থেকে মনকে কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সামান্য অসতর্কতা হজ্জের মূল উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে দিতে পারে। খোদাভীতির প্রচণ্ড চাবুক মেরে দমিয়ে দিতে হবে নাফসের পাগলা ঘোড়া।

দ্বিতীয়তঃ ولافسوق এ সময় যাবতীয় গুনাহ ও সীমালংঘন থেকে বিশেষভাবে বেঁচে থাকতে হবে। ইহরামকারীর জন্যে ছগিরা গুনাহও কবিরা। এ সময় গুনাহের চিন্তা করাও গুনাহ বলে বিবেচিত হবে। গুনাহ ও ফিস্‌ক হজ্জের পবিত্রতাকে নস্যাৎ করে দেবে। আল্লাহর নির্বাচিত হুদুদে হারামের মধ্যে গুনাহের চিন্তা করতেও যেন সর্ব শরীর শিহরে উঠে।

তৃতীয়ত ঃ ولاجدال পরস্পর ঝগড়া বিবাদ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। লাখ লাখ মানুষ এক সাথে অজু, নামাজ, তাওয়াফ, অকুফ ও রমির সময়ে প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে বিভিন্ন রুচির, মর্যাদার ও পেশার লোকদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের হাজার কারণ বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু সর্বাবস্থায় আল্লাহর মেহমানদের সাথে ধৈর্য্যের সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে ছবর ও ধৈর্য্যই হজ্জের উদ্দেশ্যকে সফলতার মনযিলে পৌঁছাবে। আল্লাহর হারামের মধ্যে নিজের অহংকার, আভিজাত্য ও ক্ষমতার গরম যাদের রয়ে যায় তারা সৃষ্টির নিকৃষ্ট।

❑ হজ্জের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রোকন 'অকুফে-আরাফা'

৯ই জিলহজ্জ তালবিয়ার গগন বিদারী শ্লোগান উচ্চারণ করতে করতে হাজীগণ জমায়েত হন মক্কার ১৫ কিলোমিটার দূরে আরাফাতের বিশাল ময়দানে। সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় ঐতিহাসিক এ প্রান্তরে অবস্থানই 'অকুফে আরাফা'। ইহা হজ্জের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রোকন।

ইহ্‌রাম, তাওয়াফ, সায়ী ও কংকর নিক্ষেপে ভুল হলে ক্ষতিপূরণ সম্ভব কিন্তু অকুফে আরাফার কোন বিকল্প নেই।

নবীজির (সঃ) উক্তি ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَجُّ عَرَفَةَ -

"প্রকৃত পক্ষে আরাফাতে অবস্থানই হচ্ছে হজ্জ"।

www.pathagar.com

বিশ্বের প্রতিটি দেশ, জনপদ থেকে হাজার ভাষার, বর্ণের, রুচির, বয়সের, সাদা-কালো, বাদশা-ফকির, আরব-আযম, জ্ঞানী-মূর্খ, নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সকলে এক পোশাকে, একই অনুভূতিতে, একই 'লাব্বাইক' এর শ্লোগান তুলে লাখে লাখে এসে জমায়েত হয় এ মাঠে, আর সৃষ্টি করে এক মানব সমুদ্রের। সকল প্রকার বৈচিত্রতা, বিভিন্নতা ও পার্থক্য এ মহাসাগরে লয় হয়ে যায়। এ কেমন ঈমান উদ্দীপক ও নয়নাভিরাম দৃশ্য চোখে না দেখলে অনুমান করাও কঠিন! 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' এর শিহরণ জাগানো আওয়াজ আরাফাতের বিশাল প্রান্তরকে যে কিভাবে ব্যাকুল করে তুলে; যে কর্ণ সে আওয়াজ শুনেনি সে যেন কিছুই শুনেনি।

'আরাফাত' স্মৃতি বিজড়িত সে ময়দান, যেখানে আবুল বশর আদম (আঃ) ও মানব জননী হাওয়া (আঃ) এর মিলন হয়েছিল। এ ময়দানে সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম হাজির হয়েছেন। ১ লাখ ২৪ হাজার পয়গাম্বরের পদধুলি মিশে রয়েছে আরফাতের বালিতে। এ যেন সকল সভ্যতা, কৃষ্টি ও তমুদ্দুনের মিলনভূমি। বিশ্বের সকল মানব গোষ্ঠীর সাথে পরিচয়ের এক অপূর্ব সুযোগ। এখানে রয়েছে জবলে রাহমাত; নাতিদীর্ঘ, অনুচ্চ এ পাহাড় যেন আরাফাত ময়দানের বক্তৃতামঞ্চ। ইহার পাদদেশ থেকে আখেরী রাসুল (সঃ) তাঁর আখেরী ভাষণ দিয়েছিলেন। এ ময়দান থেকে মহানবী (সঃ) সাম্যের আওয়াজ তুলেছিলেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّهَا النَّاسُ اَلاَ اِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَاِنَّ اَبَاكُمْ وَاحِدٌ اَلاَ كُلُّكُمْ لِاٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ ـ

(ترمذى ، احمد)

"সাবধান হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রভু এক, তোমাদের পিতা এক, তোমরা সকলে আদম থেকে আর আদম (আঃ) মাটি থেকে সৃষ্ট"। (তিরমিজি, আহমদ)

তিনি বলেছেন বিশ্বের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلْعَمْ اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا ـ

(ترمذى ، احمد)

"হে মানব সকল! নিশ্চয় তোমাদের একের মাল , রক্ত ও ইজ্জত অপরের জন্যে পবিত্র। যেমন আজকের দিন, এ মাস ও এ মক্কা পবিত্র।" (তিরমিজি, আহমদ)

নবীজি (সঃ) নারীদের অধিকার সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ اِنَّ لَكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ وَاِنَّ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا ـ (ترمذى ، احمد)

"সাবধান! তোমরা নারী জাতির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর। তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে তাদের উপর, তাদেরও অধিকার রয়েছে তোমাদের উপর।"

www.pathagar.com

নবীজি (সঃ) তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে সমাজের অবহেলিত গোলামদের ভুলে যাননি ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلْعَمْ اَرْقَائِكُمْ اَرْقَائِكُمْ اَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ وَالْبِسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ ـ (ترمذى ، احمد)

"তোমরা গোলামদের বিষয়ে সাবধান! তোমরা যা খাবে গোলামদের তাই খেতে দেবে, আর তোমরা যা পরবে তাদেরকে তা পরতে দেবে।" (তিরমিজি, আহমদ)

আজকের দিনেও খোতবা দেয়ার রেওয়াজ রয়েছে। কিন্তু সে জীবন আর উহাতে নেই। আমাদেরকে ইসলামের আনুষ্ঠানিকতার কাঠামোর মধ্যে জীবনের সংযোগ ঘটাতে হবে।

'ইয়াওমে আরাফাত' ক্রন্দন করার দিন। চোখের পানিতে সিক্ত হওয়ার দিন। এ দিনে নবীজি (সঃ) কেঁদেছেন, কেঁদেছেন সাহাবীরা, এ দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তির দিন। ইহা নাজাতের দিন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের শেষ সময় সূর্য তখন বিদায়ের পটে। নবীজি (সঃ) হযরত বিলাল (রাঃ)- কে বললেন, লোকদেরকে চুপ হতে বলো। অতঃপর নবীজি (সঃ) বললেন, "হে লোক সকল! এই মাত্র জিব্রাইল আমাকে জানিয়ে গেলেন- আল্লাহ তায়ালা আরাফাতের ময়দানের সকলকে মাফ করে দিয়েছেন। "হযরত উমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ) এ শুভ সংবাদ কি শুধু আমাদের জন্যে? নবীজি (সঃ) বললেন, "এ শুভ সংবাদ তোমাদের জন্য এবং ঐ সকল লোকদের জন্যে যারা তোমাদের পরে এ মাঠে হাজির হবে।" (তারগীব)

নবীজি (সঃ) আরাফাতের দিনের দোয়াকে সর্বোৎকৃষ্ট বলেছেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلْعَمَ خَيْرُ الدُّعَاءِ يَوْمَ عَرْفَةَ ـ

❑ ওকুফে মোজদালিফা ও মিনা

৯ই জিলহজ্জ সূর্য অস্ত গেলে হাজীগণ ত্যাগ করবে আরাফাতের প্রান্তর। লাব্বায়েকের গগণ বিদারী শ্লোগান 'তালবিয়া' পাঠ করতে করতে হাজীদেরকে অবস্থান নিতে হবে 'মাশয়ারুল হারামের' পাদ দেশে। নবীজি (সঃ) ইহাই করেছেন। কোরআনের নির্দেশ- "তোমরা আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহর যিকির করবে 'মাশয়ারুল হারামে'।

فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُ اللّٰه عِنْدَ مَشْعَرِ الْحَرَامِ ـ

রাত্রে এসেই মাগরিব ও এশাকে একত্রে আদায় করবে এবং অবস্থান নেবে মোজদালিফায় অবস্থিত মাশয়ারুল হারামে। খোলা আকাশের নীল চাঁদোয়ার নিচে বিস্তীর্ণ বালির বিছানায় ওকুফ করছে আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনকারী বিশাল জনসমুদ্র। এখানে মোজদালিফার পাহাড়ী এলাকায় আল্লাহর সৈনিকেরা Ambush করেছে আগামী দিনে শয়তানের জুমরার উপর আঘাত হানার অস্ত্র-পাথর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। রাতের শেষ প্রহরে শত্রু যখন ঘুমে থাকে ছোট, বড় ও মাঝারি সকল আকার ও প্রকৃতির শয়তানের প্রতীক স্তম্ভে নিক্ষেপ করার জন্যে অস্ত্র সংগ্রহ করে প্রস্তুত হতে হবে মোজদালিফার ময়দান থেকে। এটি নিছক অর্থহীন বালির সাগরে নুড়ি কুড়ানো নয়। এটি প্রস্তুতির

www.pathagar.com

ময়দান। লড়াইয়ের আগে প্রস্তুত হতে আল্লাহ্ মু'মীনদের নির্দেশ প্রদান করে বলেনঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ - (القران)

"তোমরা সাধ্যানুসারে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার নিয়ে প্রস্তুত থাক, Load কর তোমাদের হাতিয়ার।" এরাই কংকর হাতে অপেক্ষা করবে সেনাপতির নির্দেশের জন্যে। কোন সে সেনাপতি? সূর্যই মোজদালিফার Commander. সূর্য রশ্মি বেরিয়ে আসলে আকাশ বাতাস মথিত 'লাব্বাইক' শ্লোগান দিতে দিতে আল্লাহর বাহিনী এগিয়ে যাবে মিনার প্রান্তরে।

মিনা হচ্ছে লড়াইয়ের ময়দান। শয়তানকে আঘাত হানার ময়দান। প্রথম দিন বড় শয়তানকে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করে কোরবানী করে পরের তিন দিন বড়, মাঝারি ও ছোট তিন জুমরাতে সাতটি করে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। আমাদের ভাবতে হবে কয়েকটি পাথরের স্তম্ভকে ক্রমাগত কংকর নিক্ষেপ করার হেতু কি? এখানে কি শয়তান আছে? কে আহত হচ্ছে এ আঘাতে? আসলে উহা একটি Training, যেমন সৈনিকদেরকে প্রশিক্ষণের সময় একটি Terget ঠিক করে বার বার গুলি নিক্ষেপ করতে হয়, যেন লড়াইয়ের মুহূর্তে তার নিক্ষিপ্ত গোলা অব্যর্থভাবে শত্রুর বক্ষ বিদীর্ণ করে দিতে পারে। এখান থেকে আমাদের শিক্ষণীয় রয়েছে ঃ

প্রথমতঃ আমাদের শত্রু চিহ্নিত করতে হবে। তিনটি বড় শয়তান চিহ্নিত করতে মুসলমানরা ব্যর্থ হয়েছে।

-আমাদের প্রধান ও বড় শয়তান 'নফ্স'

-খোদার পথ থেকে বিচ্যুত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শত্রু নফ্স।

-ইবলিসের বড় Agent 'নফ্স'। .

-অনেক বড় ব্যক্তিত্বও এ শত্রুকে কাবু করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ -

"নিশ্চয় নফ্স তোমাদেরকে খোদার সীমা লংঘনে উদ্বুদ্ধ করে।"

সমস্ত জীবন 'নফ্স' শয়তানকে রমি করতে হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ সাম্রাজ্যবাদী শয়তান, ইয়াহুদী, নাসারা ও মোশরেকরা- যাদের হাত মুসলমানদের খুনে রঞ্জিত। মুসলমানদের মধ্যে যারা অনবরত কলহের বীজবুনে চলেছে। এরা মুসলমানদের চিরশত্রু। আল্লাহ তায়ালা এদেরকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন ঃ

وَلَاتَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ -

"সাবধান! তোমরা ইয়াহুদ ও নাসারাদের বন্ধু হিসেবে নিও না কারণ তারা শত্রু।"

এরা শয়তানের চেলা। আল্লাহ তায়ালা শয়তানের চেলাদের সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেনঃ

فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ -

অর্থাৎ "তোমরা শয়তানের চেলাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর।"

তৃতীয়ঃ হচ্ছে এমন শয়তান যাদের চেহারা মুসলমানের মত। এরা মুসলমানদের মধ্যে শত্রুর চর, এরা বর্ণচোরা দুশমন, এরা মুনাফিক। মুসলমানদের ধ্বংসের ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

এরা ভয়ানক আযদাহা। এদের জবানের বক্তব্য ও মনের বিশ্বাস এক নয়। এরা যখন মুমীনদের পরিবেশে আসে তখন নিজেদেরকে মু'মীন বলে পরিচয় দেয়; আর যখন কাফেরদের পরিবেশে যায় তখন তাদের একজন হয়।

وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْا إِنَّا مَعَكُمْ۔

এ মুনাফিকেরা মুখে আল্লাহর আইন মানে। রাসুলের সুন্নাহর সত্যতা স্বীকার করে বটে কিন্তু বাস্তব জীবনে এরা আল্লাহর আইন এর স্থলে মানুষের আইন মেনে চলে। মানব রচিত আইন কায়েমে এরা সহযোগিতা করে। এরা আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জিহাদ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখে।

মুসলিম দুনিয়া আজ শত্রু চিনতে ভুল করছে। তেমনি অচেতন রয়েছে শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার সংগ্রহে। তারা অপ্রস্তুত। মুসলমানদের অবস্থা এতই নাজুক যে, তারা শত্রুকে বানিয়েছে বন্ধু। বন্ধুকে বানিয়েছে শত্রু। শত্রুর প্ররোচনায় নিজেরাই নিজেদের উপর আজ 'রমি' করে চলছে।

হায়! উল্লেখিত শয়তানী শক্তির উপর আঘাতের পর আঘাত হেনে পর্যুদস্ত করার শিক্ষা গ্রহণ না করে 'নফ্স' শয়তানের সাথে আপোষ, সাম্রাজ্যবাদী শয়তানী শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব ও নিকৃষ্ট মুনাফিক শয়তানের জন্য নেতৃত্ব বহাল রেখে শুধু পাথরের জুমরায় কংকর নিক্ষেপের নিষ্প্রাণ মহড়া আর কতকাল চলবে?

মিনায় হাজী সাহেবানদেরকে তিন দিন অবস্থান করতে হয়। এখানে শয়তানদের কংকর নিক্ষেপ ছাড়া আর বিশেষ কোন কাজ নেই। অনেক সময় এখানে হাতে থাকে কিন্তু সময় এখানে অপচয় হয়। অনেকে শুধু নিজ তাঁবুতে তাসবীহ পাঠ, তিলাওয়াত, খাওয়া ও ঘুমে সময় কাটায়। কিন্তু ভাবতে হবে এই ইবাদাত অন্য সময়েও কিছুটা করা যাবে কিন্তু বিশ্বের লাখ লাখ মানুষ এখানে একত্রিত হয়েছে আল্লাহর নির্দেশে। কোন সরকারের পক্ষে সমগ্র পৃথিবীর এতগুলো মানুষকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও জমায়েত করা কখনও সম্ভব হবে না। মুসলিম দুনিয়ার কল্যাণে এ সময়ে এ বিশাল উপস্থিতিকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় তা ভাববার সময় এসেছে। মুসলিম দুনিয়ার রাষ্ট্রনায়কেরা মাঝে মাঝে সম্মেলন করলেও সাধারণ মুসলমান জনগোষ্ঠীর মতামতের প্রতিফলন প্রকাশের কোন Platfrom নেই। মুসলিম দুনিয়ার অগণিত বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, সমাজপতি, ব্যবসায়ী, ছাত্র, সৈনিক, শ্রমিক, মহিলা, শিক্ষক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবি-দের বিপুল সমাবেশ তাদের নিজেদের মধ্যে চিন্তার ও ভাবের আদান প্রদান অনেক কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ সমস্যাদি নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ বের হতে পারে। মিনা Muslim leauge of Nation এর ভূমিকা নিতে পারে।

-আজকের কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, আরাকান, ইরিত্রিয়া ও ভারতের মুসলিম নির্যাতন বন্ধের উপায় কিসে? তাও আলোচনা হতে পারে।

-ইসলামের শত্রুদের জন্যে নিষিদ্ধ এ হুদুদে হারামের মধ্যে রয়েছে নিশ্চিন্ত আলোচনার পরিবেশ।

-অনেক অপচয় হয়ে গেছে, অনেক হারিয়েছি, আর নয়। সময়ের ঘণ্টা বেজে গেছে

www.pathagar.com

অনেক আগে। শত্রুরা বায়তুল মোকাদ্দিস দখল করে বসেছে। দৃষ্টি দিয়েছে আজ হারামাইনের দিকে। আজ সারা দুনিয়ায় পয়গামে মুহাম্মদী (সঃ) পৌছে দেয়ার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার উপযুক্ত ময়দান 'মিনা'। এ ব্যাপারে সকলের চিন্তার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

❑ কোরবানীর তাৎপর্য

১০ই জিলহজ্জ জুমরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর তালবিয়া শেষ হয়ে যাবে। যেতে হবে কোরবাণীর গাহে। -এ মিনা কোরবানীর ঈদগাহ। It is a land of sacrifice আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সাইয়্যেদেনা ইব্রাহিম (আঃ) তার স্ত্রী হাজেরা ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু ইসমাইলকে জন মানবহীন পাথরের পাহাড় ঘেরা কাবার পাদদেশে আজকে যেখানে জম জম রয়েছে উহার উপর রেখে গিয়েছিলেন। কিভাবে পাশে জন মানবহীন এ অনুর্বর জমিনে সারা জীবন কাটাবে উহা ভেবে শুধু দোয়াই করেছিলেন ইব্রাহিম -হে আল্লাহ! আমি আমার আহলদের তোমার ভিটার পাশে রেখে যাচ্ছি। তুমি তাদেরকে ফলফলাদি দিয়ে রিজিক দাও এটা এমন ময়দান যেখানে একটি দানা উৎপাদন হয় না।

رَبَّنَا اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ - (ابراهيم)

অর্থাৎ "প্রভু আমি আমার স্ত্রী এবং সন্তানকে বৃক্ষ লতাহীন পাহাড়ের পাদদেশে তোমার সম্মানিত গৃহের পাশের রেখে যাচ্ছি।"

সাত বছর পর্যন্ত ইব্রাহীম (আঃ) -এর উপর স্ত্রী ও সন্তানকে দেখতে যাওয়ার হুকুম ছিলনা। অতপর সাত বছর পর তাদেরকে দেখতে গেলেন। শুধু দেখতে গেলেন তা নয়- ইসমাঈলকে আল্লাহর পথে কোরবানীর স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পৌছলেন। ছোট থেকে লালন-পালন করেননি। আর শিশু যখন বড় হয়ে পিতার সাথে হাঁটছিলেন তখন আসলেন জবাই করতে। যে কোন পিতার পক্ষে এ প্রস্তাব পেশ করা কঠিন। আবার যে সন্তানকে বুকে ধারণ করে মা-হাজেরা নির্বাসিত জীবনের বেদনা ভুলেছিলেন; সে সন্তানকেও কোরবানীর প্রস্তাব কোন মায়ের পক্ষে শ্রবণ কি কঠিন তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু হাজেরা কোন সাধারণ মহিলা নন, খোদার সিদ্ধান্তের উপর সকলকে ছেড়ে ভয়াল পরিবেশে এ বিদূষী রমণী ধৈর্য্যধারণ করেছিলেন। সন্তানকে কোরবানীর প্রস্তাবেও হাজেরার ধৈর্য্যের পাহাড় টলেনি। চোখের পানিতে নুতন কাপড় পরিয়ে দিয়ে বুকের ধন ইসমাঈলকে তুলে দিলেন ইব্রাহীম (আঃ) এর হাতে।

এ মহিলা সকল কিছু থেকে ছিলেন বঞ্চিতা। জন্মভূমি থেকে এসেছিলেন বান্দী হয়ে, অবশেষে ইব্রাহীম (আঃ) এর সংসারে। পরে স্বামীর ভিটা থেকেও নির্বাসিত হয়েছিলেন। সকল আশ্রয়ের ভিটা থেকে যাকে বের করে দেয়া হয়েছিল, কি আশ্চর্য আল্লাহ তাকে নিজের ভিটায় জায়গা দিলেন, তার জন্যে আল্লাহ কাবার ভিটা ছেড়ে দিলেন, আজও হাতিমে কাবার মধ্যে হাজেরা ঘুমিয়ে রয়েছেন।

যাক ইব্রাহীম (আঃ) ইসমাঈলের নিকট খোদার পথে কোরবানীর স্বপ্নের কথা বললেন, তিনি যে জবাব দিয়েছিলেন আল্লাহ সে কথাগুলো তাঁরই কিতাবে অমর করে রেখেছেন ঃ

www.pathagar.com

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَابُنَىَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى قَالَ يَا اَبَتِ افْعَلْ مَاتُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ - (الصافات)

অর্থাৎ "পিতার হাত ধরে ইসমাঈল যখন হাঁটছিল সে রোমাঞ্চকর মুহূর্তে পিতা বললেন, হে পুত্র আমি স্বপ্নে আদিষ্ট হয়েছি যে তোমাকে আল্লাহর পথে জবাই করতে এ বিষয়ে তোমার কি অভিমত? পুত্র জবাবে বললেন, হে শ্রদ্ধেয় পিতা, আপনি স্বপ্ন বাস্তবায়িত করুন, আমি খোদার পথে ধৈর্য্য ধারণ করব। অতঃপর একজন কোরবান করার জন্যে অপর জন কোরবান হওয়ার জন্যে রাজি হলেন। ইসমাঈলকে শোয়ালেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে আওয়াজ আসল, "হে ইব্রাহীম থাম! তুমি স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছ"।

সে দিন মিনায় যা সংগঠিত হয়েছিল সে দৃশ্য পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি আর দেখবেও না। ইব্রাহীম (আঃ) -এর কোরবানীর এ স্মৃতিকে আল্লাহ অমর করে রেখেছেন পশু কোরবানীর আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে।

কোরবানীর দিন সম্পর্কে নবীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, "ইহা তোমাদের পিতা, ইব্রাহীম (আঃ) এর সুন্নাত"।

পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে উহার পিছনে রয়েছে ত্যাগ ও কোরবানী। পৃথিবীর ইতিহাস ত্যাগেরই ইতিহাস।

আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার অন্যতম রাজপথ 'প্রিয় বস্তু কোরবানী'।

আল্লাহ তায়ালা কোরবানীর গোসত খান না। তিনি দেখতে চান মানুষের মনে ত্যাগের অনুভূতি কতটুকু রয়েছে?

মিনায় কোরবানীর ঈদগাহে দাঁড়িয়ে হাজীদেরকে 'প্রিয় বস্তু' আল্লাহর জন্যে ত্যাগ করার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সব কিছুর চাইতে আল্লাহ মহান, জীবন ও মরণকে তারই উদ্দেশ্যে করতে হবে।

اِنَّ صَلٰوتِىْ وَ نُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

অর্থাৎ "নিশ্চয় আমার সালাত, কোরবানী, আমার জীবন ও মরণ আল্লাহর জন্যে নিবেদিত।"

আজ যদি আমরা আল্লাহর কোরআনকে বিজয়ী দেখতে চাই তবে ইব্রাহীমের পরিবারকে আমাদের জন্যে শিক্ষার উৎস হিসাবে নিতে হবে। আমাদের পিতাদেরকে হতে হবে ইব্রাহীম (আঃ)। আল্লাহর হুকুমে আশি বছর বয়সে স্ত্রীর নির্বাসন এবং নিজ হাতে সাত বছরের শিশুকে জবাই করতে ইব্রাহীম (আঃ) হৃদয় কাঁপে নি

আমাদের 'মা'দেরকে হতে হবে হাজেরা। আল্লাহর জন্যে নির্বাসন ও সন্তানের কোরবানী যিনি মনস্থ করেছেন।

আমাদের জাতির সন্তানেরা হবে ইসমাইল, আল্লাহর পথে কোরবান হতে যারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবে না।

আজকে পশুর গলায় ছুরি চালিয়ে জীবন থেকে সমস্ত পশুত্বকে জবাই করার সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

নিতে হবে। আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী (সঃ) বলেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صعلم) مَاعَمِلَ اِبْنُ اٰدَمَ يَوْمَ نَحْرٍ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِهْرَاقِ دَمٍ -

"কোরবানীর দিনে বনি আদমের সমস্ত আমলের মধ্যে খুন প্রবাহিত করাই আল্লাহর নিকট প্রিয়।"

আমরা আজকে সিদ্ধান্ত নেব; খোদার দ্বীনের প্রয়োজনে আমাদের ধমনীর শেষ রক্ত বিন্দু যেন বইয়ে দিতে পারি।

❑ তাওয়াফে জিয়ারত

১০ই জিলহজ্ব বিকাল থেকে ১২ই জিলহজ্বের মধ্যে কাবা জিয়ারত হজ্জের তিনটি ফরজের শেষ ফরজ।

এ কাবাকে আল্লাহ তায়ালা নিজের ঘর বলেছেন।

দুনিয়ার আদি গৃহ, সভ্যতার সূতিকাগার। মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ এ গৃহকে কেন্দ্র করে। এ কাবা হচ্ছে নিরাপত্তার গ্যারান্টি।

مَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا

"যে ইহাতে প্রবেশ করল সে নিরাপদ।"

এ কাবা বালাদিল আমীন।

এর সীমার মধ্যে কোন মু'মীনকে বাধা দান হারাম।

হুদুদের মধ্যে কারো ব্যক্তিগত মালিকানা নেই। ইহরাম ছাড়া কাবার মীকাতে প্রবেশ হারাম।

اَلَّذِىْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَنِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ -

অর্থাৎ "মসজিদে হারামকে সকলের জন্য সমান অধিকার রেখেছি।" (সুরাঃ হজ্ব- ২৫)

'খানায়ে কাবা' গোটা মুসলিম দুনিয়ার ঐক্যের প্রতীক। পৃথিবীর জন্ম থেকে ইহা হারাম ছিল আর প্রলয়দিন পর্যন্ত হারাম থাকবে।

যে কেউ কাবার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে আল্লাহ তাকে নিশ্চিহ্ন করবেন।

ইহা মুসলিম মিল্লাতের কিবলা।

হৃৎপিণ্ড যেমন রক্তকে চুষে নেয় আর বিশুদ্ধ করে ছেড়ে দেয়, কাবাও গুনাহগারদের টেনে নেয় আর বেগুনাহ করে ছেড়ে দেয়। পাপীদেরকে করে নিষ্পাপ।

جَعَلَ اللّٰهُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ -

অর্থাৎ কাবা অতীব সম্মানের ও মানবজাতির স্থায়িত্বের অবলম্বন। কাবার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত তাওয়াফ। অন্যান্য মসজিদে প্রবেশ করলে দুই রাকাত দাখিলুল মসজিদ পড়তে হয় কিন্তু কাবায় দাখিল হলে তাওয়াফ করতে হয়। কাবার দেয়ালের সাথে রয়েছে হাযরে আসওয়াদ; উহা দুনিয়ার কোন পাথর নয়। রাসুল (সঃ) বলেন,

www.pathagar.com

হাযরে আসওয়াদ জান্নাতের একটি পাথর।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْحَجَرُ الْاَسْوَدِ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ ـ

এ হাযরে আসওয়াদকে স্পর্শ করা আল্লাহর হাত স্পর্শ করার তুল্য।

اَلْحَجَرُ الْاَسْوَدُ يَمِيْنُ اللّٰهِ فِىْ اَرْضِهٖ ـ (الحديث)

রাসুল (সঃ) এ পাথরকে চুমু দিয়েছেন।

হাযরে আসওয়াদ থেকে বিস্‌মিল্লাহে আল্লাহু আকবর বলে তাওয়াফ শুরু করতে হয়। সাত চক্কর তাওয়াফ এর পর মাকামে ইব্রাহীম-এ দু'রাকাত নামাজ আদায় করতে হয়। ইহা আল্লাহর আর এক নিদর্শন। উহার উপর দাঁড়িয়ে ইব্রাহীম (আঃ) কাবা নির্মাণ করেছিলেন ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে। ইব্রাহীমের (আঃ) পদচিহ্ন অংকিত এ পাথর আজ ও দাঁড়িয়ে রয়েছে কাবার আঙিনায়। ইমাম সাধারণত এখানে দাঁড়িয়ে ইমামতি করেন।

فِيْهِ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ اِبْرَاهِيْمُ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا (ال عمران)

"এতে সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে মাকামে ইব্রাহীম, যে কেউ এর মধ্যে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে।" (আলে ইমরান)

কাবার দরজার সামনে একটু দূরে রয়েছে আবে জমজম এর উৎস। তৃষ্ণার্ত ইসমাঈলের জন্যে তার পায়ের আঘাতে এ কুদরতের পানির ফোয়ারা বেরিয়েছিল। সে থেকে আজ পর্যন্ত এ স্ফুরন্ত উৎস থেকে কোটি কোটি মানব পানি পান করছে। সাধারণ পানি থেকে এ পানি সম্পূর্ণ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবীদার।

জমজম-এর পানির উৎস সম্পর্কে সাম্প্রতিক গবেষণা তথ্য খুবই চমকপ্রদ। ডুবুরীরা দেখেছে যে, কাবার দিক থেকে পানির প্রবল একটি ধারা আর সাফা ও মারওয়া এ দুই পাহাড় এর তলদেশ থেকে আর দুটি পানির ধারা এসে মিলেছে এবং মিলনস্থলে একটি লাল রংয়ের পাথর রয়েছে। যার গায়ে লিখা রয়েছে- بِاِذْنِ اللّٰهِ (আল্লাহর হুকুমে) উহাই জমজম এর পানির উৎস।

এ আশ্চর্য পানিতে কোন জীবাণু নেই এমন কি কোন জীবাণু বাঁচেও না, সাধারণ পানি থেকেও বিশেষ স্বাদ বিশিষ্ট।

নবীজি (সঃ) এ পানিকে জমিনের সর্বোত্তম পানি বলেছেন।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ مَاءٍ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ ـ

আরও আশ্চর্য এই যে নবীজি (সঃ) এ জমজমকে এক সাথে খাদ্য ও পানীয় বলেছেন। আর উহা পানকারীর জন্যে শেফা।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ (دارقطنى)

www.pathagar.com

হাজীগণ তাওয়াফের পর প্রচুর পরিমাণে এ বরকতের পানি পান করেন।

এ কাবার চারিপাশে রয়েছে আলে ইব্রাহীম এর অসংখ্য স্মৃতি। এখনও ভিটার কিছু অংশ উন্মুক্ত রয়েছে। যার নাম হাতিমে কাবা। যে কেউ কাবার ভিতরে নামাজ পড়তে চায়। তাহলে হাতিমের মধ্যে প্রবেশ করে নফল নামাজ পড়লে সে বরকত হাসিল করতে পারবে। সত্যি তাওয়াফের সময় হাতিমে কাবার পার্শ্বে দরূদে ইব্রাহীম পড়তে পড়তে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন। কাবার পূর্বপার্শ্বে রয়েছে হাযেরার স্মৃতি বিজড়িত বরকতে পূর্ণ সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়। তৃষ্ণার্ত শিশুর জন্যে পানির খোঁজে মা হাজেরা সাফা থেকে মারওয়া আবার মারওয়া থেকে সাফা পাহাড়ে সাতবার দৌঁড়িয়ে ছিলেন। হাজার হাজার বছর ধরে তাঁর স্মৃতিকে অম্লান রাখার জন্যে আল্লাহ্‌র নির্দেশে হাজীগণ এ পাহাড়দ্বয়ে সায়ী করে চলছে। কোরআনের সে আয়াত উচ্চকিত করেঃ

اِنَّ الصَّفَاوَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ـ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ عْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَا بِهِمَا ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম। যারা হজ্ব বা ওমরার জন্যে হাজির হবে তারা এ পাহাড়দ্বয়ে তাওয়াফ করলে অপরাধ হবে না।" (আল কুরআন)

ইচ্ছা ছিল মদীনাতুল রাসুলের তাৎপর্য ও অনুভূতি প্রকাশ করে লিখব কিন্তু উহার জন্যে পৃথক প্রবন্ধ রচনা প্রয়োজন। নবীয়ে পাক (সঃ) এর রওজার পাশে দণ্ডায়মান হয়ে সালাম দানের আবেগ ও অনুভূতি অন্য কোন লিখায় প্রকাশের ইচ্ছা বুকে রেখে এখন প্রবন্ধের উপসংহারে যেতে হচ্ছে।

❑ উপসংহার

ইসলামের অপরাপর বিধানগুলোর ন্যায় হজ্বও আমাদের নিকট আজ নিছক একটি নিষ্প্রাণ আচার পালন করার কসরত ছাড়া বেশী কিছু নয়। অথচ এর মধ্যে রয়েছে গোটা ইসলামী জেন্দেগীর প্রদর্শন ও প্রশিক্ষণ। এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কুদরাতকে প্রত্যক্ষ করি। খানায়ে কাবা, মাকামে ইব্রাহীম, হাযরে আসওয়াদ, আবে জমজম, সাফা ও মারওয়া সবকিছু এক একটি জীবন্ত আয়াত যা আমাদের ঈমানকে করে শক্তিশালী। তদুপরি কোরআনে উল্লেখিত স্মৃতি বিজড়িত ওহুদ, বদর, হেরা, জবলে সুর এবং মীনার ময়দানে দণ্ডায়মান হলে অনুভূতি প্রচণ্ডভাবে নড়ে উঠে। কোরআনের আলোকে জীবন গড়ার ও কোরআনী সমাজ প্রতিষ্ঠার এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যয় ঘোষিত হয়। এ হজ্জে বায়তুল্লাহ একটি অনন্ত শিক্ষার উৎস, একটি রোমাঞ্চকর অনুভূতি। বিশ্ব সভ্যতার সূচনা, লালন ও বিকাশে এর ভূমিকা অনন্য। একটি ঝর্ণাধারা যেমন পথের দীর্ঘতা ও দুর্গমতা উপেক্ষা করে ছুটে চলছে মহাসাগরে আত্মাহুতি দিতে; একজন মু'মীনও রাহমাতের মহাসমুদ্রে জীবনাহুতি দিতে যখন কাবার পথে চলার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করে তখন তার সামর্থহীনতা, পথের দুর্গমতা ও সমস্যার পাহাড় ঐ অনুভূতির কাছে ম্লান হয়ে যায়।

হে মাবুদ! আমাদেরকে বার বার 'বায়তুল্লাহ্'র জেয়ারত নছীব কর।

www.pathagar.com

মহানবী (সঃ) এর বিদায়ী হজ্বের ভাষণঃ মানবাধিকারের এক মহাসনদ

❑ ভূমিকাঃ

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যত নবী-রাসুল (সঃ) পৃথিবীতে পদার্পন করেছেন তাঁদের সকলের শিক্ষা ও আদর্শ ছিল বিশেষ এলাকা, ভাষা ও কালের সীমানা দিয়ে চিহ্নিত। কিন্তু মহানবী (সঃ) এর নবুয়তের নেই কোন চিহ্নিত সীমানা। বিশ্ব নবী (সঃ) এসেছিলেন সকল যুগ, কাল, শ্রেণী ও ভাষার মানুষের জন্য। নবুয়তের একবিংশ বছর, ইসলামের দাওয়াত তখন হেজাজের সীমান্ত পেরিয়ে গেছে। যে মক্কার জন্মস্থান থেকে তাঁকে বের করা হয়েছিল, বিতাড়িত করা হয়েছিল মজলুম মুসলমানদেরকে, অষ্টম হিজরীর রমজান মাসে দশ হাজার মরণজয়ী সাহাবা সাথে নিয়ে মুহাম্মদ (দঃ) হাজির হলেন মক্কার উপকণ্ঠে, মোশরেকরা আবদুল্লাহর বীরকেশরী সন্তানের সামনে দাঁড়াবার ও বাধা দেবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল।

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۔

"যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় তখন আপনি দেখবেন মানুষেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হচ্ছে"। -আল কোরআন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "আমি এ সুরাটির মধ্যে নবীজির (সঃ) বিদায় এর সংবাদ খুঁজে পাচ্ছি"। মোস্তফা (সঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর মিশন সমাপ্তির দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে। নবম হিজরীতে নবীয়ে পাক (সঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) কে আমীরে হজ্ব করে মক্কায় পাঠান এ ফরমান দিয়ে যে, আগামী বছর থেকে কোন কাফির, মোশরিক ও বেদ্বীনের জন্যে কাবার হুদুদে প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিয়ামত পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে।

❑ বিদায় হজ্জের প্রস্তুতিঃ

অতঃপর ১০ম হিজরী সনের যুলক্বাদ মাসে মহানবী (সঃ) হজ্বের ঘোষণা দিলেন। লক্ষাধিক সাহাবা সাথে নিয়ে তিনি 'যুলহোলায়ফাতে' এসে থামলেন। গোসল করে ইহ্‌রাম এর কাপড় পরিধান করলেন, দু'রাকাত নামাজ আদায় করে হজ্বের নিয়্যাত করে ঘোষণা দিলেন "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক'। তালিবিয়ার এ রোমাঞ্চকর তাকবির দিতে দিতে ইহরামের শুভ্র বসন গায়ে জড়িয়ে দেড় লাখ নারী-পুরুষের এক মৃত্যুঞ্জয়ী বাহিনী মুহাম্মদুর রাসুল্লাহ (সঃ) এর নেতৃত্বে এগিয়ে চলছে কাবার অভিমুখে।

এদৃশ্য যারা দেখেছিলেন এ কাফেলায় যারা শরীক ছিলেন তারা মানব ইতিহাসে ধন্য। অতঃপর তিনি উমরাহ পালন করেন ও ইহরাম পরিহিত অবস্থায় ছিলেন কারণ তিনি হজ্বে কিরান করেছিলেন। তাঁর সাথে ছিল ১০০ শত কোরবানীর উট। যাদের হাদী সাথে ছিল না তাদেরকে ইহরাম খুলে ফেলার জন্যে বললেন।

www.pathagar.com

❑ স্মৃতি বিজড়িত আরাফাত প্রান্তরে

৭ই জিলহাজ্ব এ বিশাল কাফেলা মুহরীম অবস্থায় তালবিয়ার গগনভেদী আওয়াজ উচ্চকিত করে রওয়ানা হলো মিনার দিকে। রাত্রি অবস্থান করে ৯ই জিলহাজ্ব সমগ্র কাফেলা সাথে নিয়ে নবীজি (সঃ) পৌছলেন মানব ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত ময়দান আরাফাতে। যেখানে আদম (আঃ) ও মা হাওয়া (আঃ)-এর মিলন হয়েছিল। যে আরাফাতের বালির সমুদ্রে ১ লাখ ২৪ হাজার পয়গম্বরের পদ ধুলি মিশে রয়েছে। যে ময়দানে অবস্থিত জাবলে রাহমতের পাদদেশে সমস্ত আম্বিয়া কেরাম ওকুফ করেছেন। রাসুলে পাক (সঃ) দু'হাত আকাশের দিকে তুলে ধরে ঘন্টার পর ঘন্টা অশ্রু বিসর্জন করেছেন। কেঁদেছেন সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম। মোমেনদের চোখের পানি যে ময়দানকে ভিজিয়ে রেখেছে হাজার হাজার বছর ধরে। এ আরাফাত থেকে আখেরী রাসুল (সঃ) তাঁর আখেরী ভাষণ দিয়েছেন। নবীজি (সঃ)-এর সামনে রয়েছে পৃথিবীর সকল এলাকার, সকল বর্ণের, ভাষার, গোত্রের, রুচির, বয়সের নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ, সাদা-কালো, ধনী-গরীব, আরব-অনারব, রাজা-প্রজা একথায় সমস্ত মানবতা নিজেদের কৃত্রিম ভেদাভেদ, পার্থক্য সবকিছু একাকার করে সৃষ্টি করেছে একক, অনবদ্য, হৃদয় উদ্দীপক রজত শুভ্র, তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ এক মানব দরিয়ার।

❑ কসওয়ার পৃষ্ঠে ঃ সর্বযুগের মহাবিপ্লবী

এক খন্ড সাদা কাপড় পরিধানে আর এক খন্ড গায়ে আকর্ণ লম্বিত সাদা-কালো মিশ্রিত চুল মোবারক গুলো বাতাসে আন্দোলিত। সর্বকালের মহাবিপ্লবী কসওয়ার পৃষ্ঠে এসে দাঁড়ালেন জাবলে রাহমতের অনতি দূরে 'বতনে ওয়াদী' নামক স্থানে যেখানে মসজিদে নিমরার সুরম্য বিশাল প্রাসাদ দাঁড়িয়ে রয়েছে কালের সাক্ষ্য হয়ে। এক লাখ পঞ্চাশ হাজার সাহাবী তার চার পাশে এভাবে জমায়েত হলেন, বিরাট একটি চুম্বকের সাথে অসংখ্য লোহার গুড়োগুলো যে আবেগে জড়িয়ে থাকে। ১০ম হিজরীর ৯ই জিলহজ্ব জুমাবার বেলা প্রায় দেড় প্রহর মানব ইতিহাসের একটি স্মরণীয় মুহূর্ত। সে সফল রাষ্ট্র নায়ক আজ ভাষণ দেবেন। যাকে পাগল বলে জন্মভূমি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। আজ তাঁরই প্রদর্শিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিজয় কেতন লক্ষ বর্গমাইলের উপর পৎ পৎ করে উড়ছে।

মহা বিপ্লবের সে মহানায়ক আজ বক্তব্য পেশ করবেন যিনি সবচেয়ে বেশী লড়াইয়ে অংশ নিয়েছেন অথচ সবচেয়ে কম রক্ত ঝরিয়েছেন। তিনি সে বিশ্ব বিপ্লবী যাঁর সৃষ্ট বিপ্লবের প্রচন্ড আঘাত বরদাশত করতে না পেরে দুনিয়ার সমস্ত বিপ্লব ও বিপ্লবীদের হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া স্তব্দ হয়ে গিয়েছিল। প্রচন্ড তাপ যেমন কঠিন বস্তুকে তরল করে বাষ্প করে উড়িয়ে দেয়, মুহাম্মদী (সঃ) বিপ্লবের উত্তাপের কাছে তাবৎ সভ্যতার পাথরগুলো বাষ্প হয়ে উড়ে গিয়েছিলো। তিনি সে সংস্কারক যিনি শরাব, ব্যভিচার ও রক্তপাতে লিপ্ত, শতধা বিভক্ত আরব জনগোষ্ঠীকে পংকিলতার অতল গহবর থেকে টেনে সভ্যতার শীর্ষে আসীন করেছিলেন। সৃষ্টি করেছিলেন ইতিহাসের গৌরব উজ্জ্বল এক স্বর্ণযুগ।

❑ গুরুত্ব

মহানবী (সঃ)-এর বিদায়ী ভাষণ নিছক একটি বক্তৃতামালা নয়, এর প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি

www.pathagar.com

শব্দ মানব জাতির দিক নির্দেশিকা। এ ঐতিহাসিক ভাষণে মানব জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রায় ৩০টি বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। আর প্রতিটি বিষয়ের রয়েছে একাধিক ব্যাখ্যা। এ ভাষণের বলার স্টাইল, আবেগ, শব্দ চয়ন, গাম্ভীর্য সবকিছুই অনন্য, অনবদ্য, বে-নজীর ও বে-মেছাল।

❑ উৎস

হাদীসের বিশুদ্ধ কিতাবে এ ভাষণের বিভিন্ন অংশ ছড়িয়ে রয়েছে। পুরো ভাষণটি এক সাথে নজরে পড়েনি। পাক ভারতের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রঃ) তাঁর সংকলিত 'ইযালাতুল খিফা' গ্রন্থে ৮০ জন রাবীর বর্ণনা সহ সমস্ত ভাষণটি জমা করেছেন। উহা থেকে প্রখ্যাত হাদীস বেত্তা ইমাম মুসলিম সংকলিত নবীজির প্রিয় সাথী হযরত যাবের বীন আবদুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত ঐতিহাসিক ভাষণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ নিবন্ধে আলোচনার জন্য উপস্থাপন করছি।

❑ সম্বোধন

নবীজী (সঃ) প্রথমে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করেন ও তাঁর সাহায্য কামনা করে বক্তব্য শুরু করেন। উপস্থিত সাহাবীদের সম্বোধন করলেন 'হে মানব মন্ডলী' বলে যেন উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে কথা বলা হচ্ছে। নবীয়ে পাক (সঃ) এর পূর্ণ স্মৃতিতে রোমাঞ্চিত তাঁরই প্রিয় উটনী কসওয়ার পৃষ্ঠ হতে এ ঐতিহাসিক খোতবা উচ্চারিত হয়েছিল।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اَيُّهَا النَّاسِ! اِسْمَعُوْا قَوْلِىْ، فَاِنِّىْ لَاَدْرِىْ لَعَلِّىْ لَاَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِىْ هٰذَا ـ

অত্যন্ত আবেগভরা কণ্ঠে তিনি তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করার আহবান করে বলেন, "সম্ভবত, এই বছর পর এই স্থানে এই দিনে তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ নাও হতে পারে।"

❑ রক্তপাত নিষিদ্ধ ঘোষণা

আরব জাহেলিয়াতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল রক্তপাত। অকারণে বা নগন্য কারনে মানুষের রক্ত বয়ে চলছিল আরব উপত্যকায়। মানবতার নবী (সঃ) সমস্ত বর্বরতার উপর মরণ আঘাত হেনে ঘোষণা দিলেনঃ

اَلَا كُلُّ شَىْءٍ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِىْ مَوْضُوْعٌ دِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ ـ

"সাবধান সকল প্রকার বর্বরতা ও জাহেলিয়াতকে আমার দু'পায়ের নিচে পিষ্ঠ করে যাচ্ছি। নিরপরাধ মানুষের রক্তপাত হারাম ঘোষিত হল। এ ঘোষণা যেন অগণিত মৃত মানুষের মধ্যে জীবন ফুঁকে দেয়ার তুল্য।

❑ সূদ রহিতকরণ

অর্থনৈতিক শোষণের বিষদাঁত হচ্ছে সূদ। যুগ যুগ ধরে মানবতা এর যাতাকলে পিষ্ঠ হয়ে আসছে। মহানবী (সঃ) কিয়ামত পর্যন্ত সূদ ও এর সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় লেনদেন

www.pathagar.com

হারাম ঘোষণা করে বলেনঃ

وَرِبَاالْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ كُلُّهٗ ـ

"সূদ আজ থেকে নিষিদ্ধ হয়ে গেল"

শুধু তাই নয় তিনি তাঁর চাচা আব্বাসের যাবতীয় সূদের দাবী প্রত্যাহার করে নেন। তিনি যেন এর মাধ্যমে সূদের লৌহ কপাট ভেঙ্গে কোটি কোটি বনি আদমকে গোলামীর জিন্দান থেকে আযাদ করলেন।

❑ সাম্য ও মানবতা

আবহমান কাল থেকে ভাষা, বর্ণ, অর্থ, অঞ্চল ইত্যাদি মানবতাকে হাজার খন্ডে বিভক্ত করে রেখেছে। পৃথিবীর বহু রক্তপাত, লড়াই এর মূল কারণ এ বিষাক্ত জাতীয়তাবাদ। নবীজি (সঃ) বিভেদের কৃত্রিম দেয়াল ভেঙ্গে মানুষকে সাম্যের জয়গান শুনালেনঃ

اَلَا اِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَاِنَّ اَبَاكُمْ وَاحِدٌ كُلُّكُمْ لِاٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ ـ

"সাবধান হে মানুষেরা তোমাদের রব এক, পিতা এক, তোমরা এক আদমের সন্তান, আর আদম (আঃ) মাটি থেকে সৃষ্ট।"

❑ জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা

ইহা মানুষের মৌলিক অধিকার। যে সমাজে মানুষের জীবন, সম্পদ ও ইজ্জতের নিরাপত্তা নেই সেটি মানুষের সমাজ নয়। সে সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলাই মানবতার দাবী। বিশ্ব নবী (সঃ) এ অপরিহার্য্য ও মৌলিক মানবাধিকার ঘোষণা দিতে গিয়ে বলেন, "বল আজ কোন দিন?" সবাই বলল, "আজ ইয়াওমে আরফার দিন-হজ্বের বড়দিন।"

هٰذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ ـ

নবী (সঃ) মানুষের মৌলিক অধিকার ঘোষণা করলেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم قَالَ دِمَائُكُمْ وَاَمْوَالُكُمْ وَاَعْرَاضُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا ـــفِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا الخ ـ

"সাবধান! তোমাদের একের জন্যে অপরের রক্ত, তার মাল সম্পদ, তার ইজ্জত সম্মান আজকের দিনের মত, এই হারাম মাসের মত এবং আল্লাহর কাবার মত পবিত্র"।

❑ নারী জাতির মর্যাদা ঘোষণা

মানব জাতির জন্যে এটি একটি Tragedy যে, ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্ম, আদর্শ বা সভ্যতায় সত্যিকার অর্থে নারীদের অধিকার স্বীকৃত নয়। নারী হয়ে জন্মগ্রহণ আজকের সমাজেও অপরাধ। আজও ভোগের পণ্য হিসেবে বা পণ্যের প্রচারণার মাধ্যম হিসেবে মা, বোন ও কন্যার জাতিকে অবমাননা করা হচ্ছে। মেয়েদেরকে জীবিত কবর দেয়া যে সমাজের সামাজিক রীতি সে সমাজে দাঁড়িয়ে মজলুমদের রাসুল (সঃ) ঘোষণা দেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم فَاتَّقُوْا اللّٰهَ فِىْ النِّسَاءِ اِنَّ لَكُمْ عَلٰى

www.pathagar.com

نِسَائِكُمْ وَاِنَّ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا ـ

"তোমরা নারী জাতির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর। তাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি তাদেরও অধিকার রয়েছে তোমাদের উপর।"

❑ ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

অতীব বেদনার বিষয় এই যে, একই আদর্শের বিশ্বাসী হওয়ার পরও মুসলমানেরা আরব-অনারব, বিহারী- বাঙ্গালী, শিয়া-সুন্নী ইত্যাদি পরিচয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর ধরে লিপ্ত রয়েছে- আত্মঘাতী যুদ্ধে। তারা আপনকে করেছে পর আর পরকে করেছে আপন। সেদিন নবীয়ে পাক (সঃ) এ বিষয়টিও ভুলে যাননি।

قَالَ صلعم كُلُّ مُسْلِمٍ اَخٌ لِّلْمُسْلِمِ وَاِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ اِخْوَةٌ ـ

"নিশ্চয়ই প্রত্যেক মুসলমান একে অপরের ভাই, আর সকল মুসলমানেরা এক অখন্ড ভ্রাতৃসমাজ।"

❑ মজলুমদের অধিকার

এ কথা সত্যি যে মানব সভ্যতার মিনার যারা রচনা করছে তাদের আজও মাথা গুজার ঠাঁই নেই, মানুষের মুখের অন্ন যারা উৎপাদন করে তারা আজও অনাহারে। জাতিকে যারা বস্ত্র পরায় তারা আজও অর্ধ নগ্ন, সভ্যতার চাকা যারা টেনে নিয়ে চলছে ঘর্মাক্ত কলেবরে, ঐ সভ্যতার চাকায় পিষ্ঠ হয়ে রয়েছে তাদের বেওয়ারিশ লাশ। তাদের কথা বলার কেউ নেই। মজলুমদের জন্যে কথা বলতে গিয়ে যিনি হয়েছেন মজলুম। তিনি আরাফাতের মানব সমুদ্রে ঘোষনা দিয়েছিলেনঃ

اَرِقَّائُكُمْ اَرِقَّائُكُمْ اَطْعِمُوْهُمْ مِمَّاتَأْكُلُوْنَ وَاَكْسُوْهُمْ مِمَّاتَلْبِسُوْنَ ـ

"সাবধান! তোমাদের গোলামদের বিষয়ে সাবধান। তোমরা যা খাবে তাদেরকে তা খেতে দেবে আর তোমরা যা পরবে তাদেরকে সেভাবে পরতে দেবে।"

❑ নেতার আনুগত্য ও বিদ্রোহ

একটি প্রতিশ্রুতিশীল সমাজ গঠনে নেতার আদেশ পালন অপরিহার্য। এ আনুগত্য কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং উহা ন্যায় ও ইনসাফের সাথে সম্পৃক্ত। আমার দল বা নেতা যদি অন্যায় করেন তার সেটাকে নির্দ্বিধায় স্বীকার করা সুসমাজের পরিচয়। এ প্রসংগে নবীয়ে করিম (সঃ) বলেনঃ

اِنَّ اُمِّرَعَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ اَسْوَدٌ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاسْمَعُوْا لَهٗ وَاَطِيْعُوْا ـ

"সাবধান! যদি কোন কুৎসিত কৃতদাস তোমাদের আমীর হয় যতক্ষণ সে আল্লাহর কিতাব অনুসারে তোমাদের পরিচালিত করবে ততক্ষণ তার আদেশ শ্রবণ করবে ও বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবে।"

❑ কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতে রাসুলের (সঃ) অনুসরণ

বিভ্রান্তির চোরাবালিতে গোমরাহির অমানিশায় উম্মতেরা যেন হারিয়ে না যায়।

www.pathagar.com

হোদায়েতের সঠিক পথ ও উহার উপর কায়েম থাকার ব্যাপারে নবীয়ে আরবী (সঃ) সাবধান করেছেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিবেচনার একটিই বিষয় কোরআন কি বলেছে আর রাসুল (সঃ) কি করেছেন? আল্লাহ ও রাসুলের (সঃ)-এর মোকাবেলায় কোন মুরব্বী কি বলেছেন? কোন বোজর্গ কি করেছেন এ চিন্তা করতে শরীর মন শিহরে উঠে। রাসুলের (সঃ) বাণী এ ব্যাপারে স্পষ্টঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَاإِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوْا اَبَدًا اَمْرًا بَيِّنًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ -

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্যে আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ রেখে যাচ্ছি তোমরা যদি এ বস্তু আঁকড়ে থাক তবে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না।"

❑ নবুয়তের সমাপ্তি

মুহাম্মদ (সঃ) সমস্ত নবীগণের শেষ। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা নবী আগমনের ধারা ও নবুয়তের কারণ খতম করে দিয়েছেন। তাঁর আনীত কিতাব ও তাঁর সুন্নাহকে কিয়ামত পর্যন্ত হিফাজত করার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা কোরআনের মধ্যেই রাসুলকে জীবিত রাখবেন অনন্তকাল ধরে। রাসুলে খোদার নবুয়তের ময়দানে যদি তাওরাত ও ইঞ্জিলের পয়গম্বরও এসে যান তবে তাদের পক্ষেও নবী বলে পরিচয় দানের সুযোগ নেই। অতঃপর নবীই (সঃ) ঘোষণা দেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَانَبِيَّ بَعْدِىْ قَدْاِنْقَطَعَ الْوَحِيُ -

"আমি নবীগণের সীলমোহর। আমার পরে আর নবী নেই। আমি অহীর সমাপ্তি টেনেছি।

❑ রিসালতের দায়িত্ব

কিয়ামতের কঠিন দিবসে নবী ও রাসুলদেরকেও উম্মতের ময়দানে রিসালতের দায়িত্ব পালনের উপর কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। নবীয়ে পাক (সঃ) আবেগ জড়িত কণ্ঠে স্বীয় দায়িত্ব পালনের বিষয়ে আরাফাতের বিশাল উপস্থিতিকে প্রশ্ন রাখেনঃ

يَااَيُّهَاالنَّاسُ! هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوْا نَعَمْ اِنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ -

"হে মানব মন্ডলী। আমি কি তোমাদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌছে দিয়েছি? তারা বলল হ্যাঁ, আপনি আমাদের নিকট রেসালতের দায়িত্ব পালন করেছেন।"

রাসুলে পাক (সঃ) শাহাদাত আঙ্গুলী আকাশের দিকে উত্তোলন করে তিন বার বললেনঃ

اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ -

হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন "আপনি সাক্ষী থাকুন, আপনি সাক্ষী থাকুন"।

❑ উম্মতের দায়িত্ব

রাসুলে পাকের (সঃ) পর যেহেতু আর কোন নবী আসবেন না। কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী উম্মতের নিকট দ্বীনের পয়গাম পৌছে দেয়ার দায়িত্ব উম্মতে মুহাম্মদী (সঃ)

www.pathagar.com

এর উপর। তাই হুজ্বাতুল বিদার শেষ কথা ছিলঃ

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ -

"হে উপস্থিত গণ! তোমরা অনুপস্থিতদের নিকট আমার পয়গাম পৌঁছে দিও।"

অতঃপর নবীয়ে আখেরুজ্জামান (সঃ) সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে বললেনঃ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ - وَالْوِدَاعُ -

"তোমাদের উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক "বিদায়"-আল বিদা।"

❑ উপসংহার

আলোচিত নিবন্ধে আমি মুস্তাফা (সঃ) এর বিদায় হজ্বের আরাফাতের ভাষণের সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় পুরো ভাষণ উদ্ধৃতি ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা থেকে বিরত রয়েছি।

উক্ত ভাষণটি বাগ্মিতা, শব্দ চয়নের নৈপুণ্যতা, সাহিত্যিক মান, বিষয়ের ব্যপকতা, প্রাণবন্ততা ও গ্রহণযোগ্যতার দৃষ্টিকোণে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণই শুধু নয় মানবতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও মানবাধিকারের মহাসনদ হিসেবে বিবেচিত।

আজকের দাম্ভিক বিশ্বের প্রতি ইঞ্চি মাটি মানবতার বধ্যভূমি। প্রতিটি জনপদে জালেমদের কারাগারে সিজদায়রত মজলুমদের চোখের অশ্রু; চিকিৎসক ও ব্যবসায়ীদের সামনে আর্তমানবতার আহাজারী, ডাষ্টবিনের পঁচা খাবারের প্রতি কংকাল সার ক্ষুধার্ত বনি আদমের কাতর চাহুনি মানব পশুদের বিষাক্ত নখরে ক্ষত বিক্ষত। অসহায় মায়ের সামনে বিবস্ত্র মেয়ের মর্মভেদী চিৎকার; মুন্ডহীন শিক্ষিত ইতরদের জ্ঞানবুদ্ধির বেশ্যাবৃত্তি, নেশাগ্রস্ত সশস্ত্র মাতাল যুবকদের হাতে জিম্মি হয়ে থাকা বিত্তবানের বোবাকান্না যেন বিংশ শতকের জ্ঞান বিজ্ঞানের অহংকার গর্বিত আজকের সভ্যতার গালে এক একটি চপেটাঘাত। এ দৃশ্য অসহ্য আর এর পরিবর্তন অনিবার্য। প্রয়োজন ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান একদল সাহসী যুবকের। যারা নবীজি (সঃ) এর আদর্শের জীবন্ত পোষ্টার। তারা বিশ্বাস করে সমাধান রয়েছে শুধু লড়াই এবং লড়াইয়ের মধ্যে। হকের এ লড়াই হবে ক্ষমাহীন, রক্তাক্ত, বিস্তৃত, দীর্ঘমেয়াদী ও সর্বগ্রাসী। আঘাতে আঘাতে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত ও বিকল করে দিতে হবে জুলুমের জিন্দান; মুক্ত করতে হবে আহত, রক্তাক্ত ও সংজ্ঞাহীন মানবতাকে। আমরা ঐ 'হামাসদের' অপেক্ষা করছি যারা হিমাংকের নীচেও থাকে সিজদায় অবনত। বেঁচে থাকার সমস্ত উপায় উপকরণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার পরও তাগুতদের সাথে যারা 'আশিদ্দাউ-আলাল কুফ্ফার'- আপোষহীন ও লড়াকু। চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, জীবন ও মরণ এর সামনে তারা সহযোদ্ধাদের প্রতি 'রুহামাউ বাইনাহুম'- সংবেদনশীল ও প্রীতিপূর্ণ। আর ফাঁসির সিদ্ধান্ত শুনে যারা বলে উঠে 'আল্লাহ আকবার'।

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলন কি কেন ও কিভাবে

বিংশ শতাব্দীর পারমাণবিক যুগে মানব রচিত মতবাদগুলো যখন বিশ্বের রঙ্গমঞ্চ থেকে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে বিদায় নিচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে আদর্শিক মহাশুন্যতা পূরণে বিশ্বের জ্ঞানীগণ নূতন জীবন ব্যবস্থা খুঁজছেন। পুঁজিবাদের লাশের উপর মানবতার মুখোশ পরে সমাজতন্ত্রের চটকদার শ্লোগান একদিন বিশ্বের নির্যাতিত মানবতার কাছে মুক্তির যে আহবান নিয়ে এসেছিল তা আজ মরুসাহারায় চলমান তৃষ্ণার্ত বেদুঈনের কাছে মরীচিকার মত বেদনা ছাড়া আর কি?

মতবাদ বিক্ষুব্ধ এই পৃথিবীর হতাশাগ্রস্ত মানুষগুলো তাদের মুক্তির শেষ আশা নিয়ে যে আদর্শ গ্রহণের প্রয়াস পাচ্ছে উহারই নাম ইসলাম। ইসলাম হচ্ছে সৃষ্টির জন্য দেয়া স্রষ্টার বিধি বিধান। ইহাই মানব ফিৎরাতের উপযোগী ভারসাম্যপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ ও কালজয়ী একমাত্র জীবন ব্যবস্থা।

❑ ইসলামী আন্দোলন কাকে বলে?

মানবতার মুক্তিসনদ 'আল ইসলামকে' জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার যাবতীয় কার্যক্রমই ইসলামী আন্দোলন। ইসলামী আন্দোলন কি- এ প্রসঙ্গে বলতে হয়- ইহা মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার এক দীর্ঘ মেয়াদী লড়াইয়ের নাম। এক সর্বাত্মক বিপ্লবের রণপ্রস্তুতি, এক প্রচণ্ড অনল প্রবাহ, যা' পুড়ে ভষ্মীভূত করবে বাতিলের শেষ অস্তিত্বকে। ইহা এক দুনিয়া কাঁপানো ভূমিকম্প যা নেড়ে দেবে প্রতিষ্ঠিত জাহেলিয়াতের ভিত্তিভূমি। এ' এক কালবৈশাখীর রুদ্রমূর্তি যা ধূলিসাৎ করে দেবে ঘূণেধরা এ জীর্ণ সমাজ। এ' যেন এক মহাপ্লাবন- যা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বাতিলের তামাম আবর্জনা। নিছক আলখেল্লা পরিহিত মাথায় বিরাট পাগড়ীধারী তাকবীর দিয়ে অগ্রসরমান একদল মানুষ কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনের নাম ইসলামী আন্দোলন নয়। নয় কতগুলো শ্লোগানের নাম। এ' নয় বিতর্কের এজেন্ডা। এ' তো সেই বিপ্লব যার নামে কথিত সমস্ত বিপ্লবের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। যার আগমনে তথাকথিত বিপ্লবীরা বিপ্লবের মিছিল নিয়ে পালায়। দুনিয়ার এই ময়দানে যে আন্দোলনের সূত্রপাত করার জন্য এসেছিলেন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী আম্বিয়া কেরামরা, আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জমান মানুষগুলো হতবাক হয়ে যে বিপ্লবকে অবলোকন করছিল, তাই তো ইসলামী বিপ্লবের সার্থক রূপ। দুনিয়ার কোন মানুষ যদি সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ইসলামী বিপ্লবকে জানতে চায় তবে সে যেন হেজাজের মরুচারী অসভ্য বেদুঈনদের সমাজে আগমনকারী মুহাম্মদ আরবী (সঃ) কে দেখে নেয়। আর বুঝতে চেষ্টা করে তার পরিচালিত বিপ্লবকে। যে বিপ্লব আর্তমানবতার ক্রন্দনের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল হাসির ফোয়ারা, যা নিয়ে এসেছিল দাসত্বের জিঞ্জির থেকে মুক্তির মহাবাণী। যে আন্দোলন নিপীড়িত নির্যাতিত অধিকারহারা মানুষদেরকে জ্বালাতে শিখিয়েছিল বিদ্রোহের আগুন। মানবতা বিধ্বংসী তামাম মতবাদের জন্য যা নিয়ে এসেছিল মরণের শেষ খবর। 'উলুহিয়াৎ' এর মিথ্যা দাবীদার বিশ্বের সমস্ত তাগুতি

www.pathagar.com

শক্তির জন্যে যা নিয়ে এসেছিল মৃত্যুর পরোয়ানা। যে বিপ্লব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক 'গীবন (Gibon) বলেন, "It was one of the most memorable revolution which have impressed a new and lasting character on the nations of the Globe," তাইতো মহান প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামী ইনকিলাব ছাড়া মানবতার মুক্তির নামে পরিচালিত সমস্ত আন্দোলনের তুলনা করেছেন মরীচিকার সাথে। কোরআন যাকে বলেছে- 'কাছারাব'-

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ - (سورة النور)

"অবিশ্বাসীদের তামাম প্রচেষ্টাসমূহ যেন মরীচিকা।" (সূরাঃ নূর)

❑ ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা

এখন আমি যে বিষয়ের অবতারণা করতে চাই তা হচ্ছে কোন্ সে মহা প্রয়োজন যা' আমাদেরকে ইসলামী বিপ্লবের ঝাণ্ডা হাতে নিতে অনুপ্রাণিত করে।

আমরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেই আর বিশ্বাস করি আল্লাহ্ ছাড়া কারো আইন এবং বিধান দেয়ার অধিকার নেই। যেহেতু আল্লাহ্ কোরআনে বলেছেন, সাবধান!

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ -

"আমার সৃষ্টির উপর আমারই বিধান চলবে।"

তাদের বিশ্বাস তো ইহাই দাবী করে, সমাজে প্রচলিত গাইরুল্লাহর সমস্ত বিধি-বিধানকে উৎখাত করে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালানো। এটা কেমন করে মেনে নেয়া যায়, আল্লাহর এই পৃথিবীতে তারই গোলামদের উপর তিনি ছাড়া মানুষের বিধান চলবে। এটা কতই না হাস্যস্পদ, যে সমাজে আল্লাহর একটি আইনও কার্যকরী নেই সেই সমাজে বসবাসকারী কোন ব্যক্তি ঐ সমাজ ব্যবস্থাকে কোরআন এবং সুন্নাহ ছাঁচে গঠন করার কোন প্রচেষ্টার সাথে জড়িত থাকবে না। বরং তাগুতী শক্তি কর্তৃক রেশনের কোটার মত বরাদ্দকৃত কিছু ইসলামী অনুশাসন মেনে চলেই নিজেকে দাবী করবে মু'মীন বলে।

মহান স্রষ্টা আল্লাহতায়ালা ঈমানদারদের নিকট থেকে তাদের "জান ও মাল" কে খরিদ করে নিয়েছেন। আর ইহা এ জন্যই যে এই বিক্রিত জান এবং মাল আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য ব্যবহৃত হবে।

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ - (سورة توب)

নিশ্চয়ই আমি মু'মীনদের জান এবং মালকে আমার সন্তুষ্টির বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছি। (আর তারা) আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করতে গিয়ে দ্বীনের দুশমনদের নিহত করে নিজেরাও (তাদের হাতে) নিহত হয়। (সূরাঃ তাওবাহ্) আল্লাহর সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের

www.pathagar.com

এই চুক্তি সম্পাদনের পরে কোন মু'মীন যদি তার জান ও মালের ক্ষুদ্রতম অংশও আল্লাহর দ্বীন কায়েম ছাড়া অন্য পথে ব্যয় করে উহা হবে চুক্তির সুস্পষ্ট লংঘন। যার জন্য একদিন মহান হাকীমের দরবারে আসামীর কাঠগড়ায় জবাবদিহির সম্মুখীন হতেই হবে।

হযরত আদম (আঃ) থেকে আখেরী পয়গম্বর পর্যন্ত এমন একজন নবীও দুনিয়ায় আসেননি যাদের উপরে আল্লাহর আইনকে বিজয়ী করার সংগ্রাম ছাড়া অন্য কোন দায়িত্ব ছিল। হাজারও নির্যাতন, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই কঠিন সংগ্রামে তারা ব্যয় করেছেন তাদের সংগ্রামী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত। নবীদেরকে দুনিয়ার ময়দানে যে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন তিনিই তাদের প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোরআনে পাকে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ـ

"তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি তার রাসুলদের হেদায়াত ও সঠিক জীবন ব্যবস্থা সহকারে প্রেরণ করেছেন যাতে নবীগণ আল্লাহর দেয়া বিধানকে বাতিল মতাদর্শের উপর চূড়ান্তভাবে বিজয়ী করে দিতে পারে। এ'ব্যাপারে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।"

(সুরাঃ ফাত্হ।)

আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত লাখ লাখ আম্বিয়ায়ে কেরামের আমলী সুন্নাহ হচ্ছে দ্বীন প্রতিষ্ঠার মোজাহেদা। সুতরাং ইহা সহজে অনুমেয় যে, ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালন না করে নবীদের অনুসারী হবার দাবী নিছক আত্ম প্রবঞ্চনার নামান্তর।

আল্লাহতে বিশ্বাসী এমন কোন মানুষ কি দুনিয়াতে আছে যে তাঁর আজাব থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়না? যে আজাব সম্পর্কে দুনিয়ার মানুষের জ্ঞান যদি নবীদের মতো প্রত্যক্ষ হতো তবে তারা লোকালয় ছেড়ে গহীন অরণ্যে চলে যেত। সে কঠিন আজাব থেকে মুক্তি লাভের আশা তারাই করতে পারে যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেছে আর তারই বিধান কায়েমের জন্য সংগ্রাম করেছে। কোরআন তাই ঘোষণা করছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ـ

"হে দুনিয়ার মানুষ যারা ঈমান পোষণ করেছে, আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসায়ের কথা বলে দেবনা যা তোমাদেরকে পীড়াদায়ক আজাব থেকে নিষ্কৃতি দেবে? তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি। আর জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের মাল-সম্পদ ও জান-প্রাণ দ্বারা।"(সুরাঃ ছফ)

সুতরাং কোন পীর মাশায়েখ তাদের খানকায় বসে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বাদ দিয়ে নিছক

www.pathagar.com

মোরাকাবা ও বিশেষ ধরনের তস্‌বীহ দিয়ে মানুষদেরকে আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচার আশ্বাস দেয়, তাহলে উহাকে কি পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অনুসরণ বলা যেতে পারে? আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে আশরাফুল মখলুকাত মানুষের সেবার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে সমস্ত কিছুকে। যেমন পানি, আলো, বাতাস তথা আল্লাহর তামাম সৃষ্টিগুলোই আমাদের খেদমত করে চলছে। যাদের জন্য সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করা হলো তাদেরকে সৃষ্টি করা হলো কিসের উদ্দেশ্যে? এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তো কোরআন বলেছে ঃ

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ -

"নিশ্চয়ই আমি জ্বীন এবং ইনসান (মানুষ)কে আমার দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছি।"

যে জীবন সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহর জন্য সেই জীবনকে আল্লাহর হুকুম মানা এবং উহারই প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে জীবন ব্যবহার করা জীবনের উপর জুলুম করারই নামান্তর। তাই ইসলামী আন্দোলনের পথে জীবন অতিবাহিত করাই জীবনের দাবী। ইহাই জীবনের উদ্দেশ্য।

এবার আমি ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে না।

আজকের এই যুগ মতবাদের যুগ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, মানুষের সৃষ্ট কোন মতবাদ মানব জীবনের কোন সমস্যার সমাধান দিতে পেরেছে কি? পুঁজিবাদ রক্ত-মাংস শোষণ করে যে কতগুলো নরকংকাল অনুর্বর জমিনে ছেড়ে দিয়েছিল সমাজতন্ত্রের হিংস্র হায়েনা ঐ নরকংকাল থেকে আত্মাটুকুও ছিনিয়ে নেয়ার আয়োজন করেছে মাত্র। পুঁজিবাদী শোষণের তপ্ত কড়াইয়ে মানবতাকে ভাজি করা হচ্ছিল, আর সমাজতন্ত্র শীতলতা প্রয়াসী ঐ মানবাত্মার জন্য নিয়ে এল সাইবেরীয় মৃত্যু শীতলতা। পুঁজিবাদী Boiling Zone বা সমাজতান্ত্রিক Freezing Zone কোনটাই মানবতার বিকাশের ক্ষেত্র নয়। পুঁজিবাদী দুনিয়ার বিরান ময়দানে বিচরণশীল নিপীড়িত মানুষগুলো অথবা সমাজতান্ত্রিক লৌহ কপাটের অন্তরালে সংজ্ঞাহীন কোটি কোটি বনি আদমের জন্য আজকের দুনিয়ার কাছে আছে কি কোন মুক্তির দিশা? মানব রচিত মতবাদের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে মানবতাকামী অমুসলিম চিন্তাবিদেরাও ইসলামের দিকে তাকাচ্ছে বাঁচার শেষ আশা নিয়ে- Within one century the whole Europe particulary England will embrace Islam to solve their problems." (জর্জ বার্নাডশ) শুধু তাই নয় মতবাদ বিকাশের শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত এমন কোন জীবনাদর্শ সম্পর্কে কারও জানা আছে কি যাহা একদিন এক মুহূর্তের তরেও পৃথিবীর এক ইঞ্চি জমিনের উপর তার পূর্ণাঙ্গ অবয়ব নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে? তাইতো সমাজতন্ত্রের আদি ভূমি রাশিয়াকে তারই আর এক সহোদর গণচীন অভিযোগ করছে এই বলে ওরা সমাজতন্ত্রের আদর্শচ্যুত সংশোধনবাদী। অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক গণচীনের এক সময়ের মহান নেতা মাও সেতুংও আজ তাদেরই স্মৃতির পাতা থেকে বিলীয়মান। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের নির্যাতিত গণমানুষের জন্য যারা একদিন নিয়ে এসেছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ তারা আজ নিজেরাই জন্ম দিয়েছে নতুন সাম্রাজ্যবাদের। রাশিয়ার বিষাক্ত বোমায় বিকলাঙ্গ

www.pathagar.com

আফগানিস্তানের উদ্বাস্তু শিবিরে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌কারী মাসুম শিশুটিকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে দেবে সমাজতন্ত্র কি? কাম্পুচিয়ার পলায়নরত চীনসাগরের উত্তাল তরঙ্গে ভাসমান ক্ষুদ্র কিস্তিতে আরোহী অনাহারক্লিষ্ট মানুষগুলো বলে দেবে সমাজতান্ত্রিক মানবতা কি বস্তু! সমাজতান্ত্রিক পোল্যান্ডে রুশ ট্যাংকের তলে নিষ্পিষ্ট মুক্তিপাগল জনতার রক্তাক্ত লাশগুলো বিশ্ববিবেকের কাছে তুলে ধরবে সমাজতন্ত্রের বিভীষিকাময় রূপ। পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে লালন করার জন্য আমেরিকা ও রাশিয়ায় রাজকোষ থেকে ব্যয় করা হচ্ছে অঢেল সম্পদ, এ আদর্শকে বলপূর্বক প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য ওয়াশিংটন ও ক্রেমলিনের অস্ত্রাগারে মওজুদ রাখা হয়েছে লক্ষ লক্ষ টন আণবিক বোমা। কিন্তু এত হুমকি, এত ঘনঘটা, এত আয়োজন সব কিছুকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে মানব রচিত মতবাদ আছাড় খেয়ে মরছে পতনের বেলাভূমিতে। শুধু এতটুকুই নয় ব্যক্তি পুঁজিবাদ যেমন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের আতংকে শংকাগ্রস্ত ছিল, আজ উভয় পুঁজিবাদ তেমনিভাবে আগামী দিনের উত্থিত শক্তি ইসলামী পূণর্জাগরণের ভয়ে মস্কো-পিকিং-ওয়াশিংটন কম্পমান। ইউরোপের শত শত গির্জায় আযানের ধ্বনি, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের (Cultural Revolution) সময় গণচীনের তালাবদ্ধ গীর্জা ও মসজিদ সমূহের নূতন সংস্কার ও গর্ভাচেভের গ্লাসনস্ত নীতির নামে More democracy এর দাবী- এসব কিছু কিসের ইঙ্গিত বহন করে? 'ইসলামী আন্দোলন কি' এই প্রশ্নের জবাবে তো এতটুকুই যথেষ্ট- সমাজতান্ত্রিক আদর্শে পরিশোধিত একজন রুশ যুবকের কাছেও আজকে চাহিদার বস্তু এক খণ্ড 'আরবী কোরআন'। এ বিংশ শতাব্দি মানুষের রচিত মতবাদ ব্যর্থতারই শতাব্দি। সমাজতন্ত্র মাত্র কিছুদিন পূর্বে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণে মারা গিয়েছে উহারই জন্মভূমি রাশিয়ায়। আর সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ ও পাপিষ্ঠ পুঁজিবাদ গুরুতর অসুস্থ হয়ে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ওয়াশিংটনে চিকিৎসাধীন রয়েছে। উদ্বিগ্ন চিকিৎসকেরা বলে দিয়েছে এক সময় যে ডানা সারা দুনিয়া উড়েছিল উহাতে আর উড়ার ক্ষমতা নেই। 'These wings are no longer wings to fly' (Eliot) ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবতার কল্যাণকামী যে কোন মানুষের কাছে ইসলামই আজ মুক্তির একমাত্র রাজপথ।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলা প্রয়োজন, পৃথিবীর কোন একজন মানুষ যদি তার জীবনের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার থেকে শুরু করে সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক তথা জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগকে কোন এক বিশেষ আদর্শের আলোকে উদ্ভাসিত করতে চায় তবে তার কাছে ইসলাম ছাড়া আর কোন বিকল্প আছে কি? মানুষতো নিছক কোন অর্থনৈতিক জীবের নাম নয়। যদিও উহা তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাত্র। অর্থনীতির আওতা বহির্ভূত মানবজীবনের অন্যান্য দিক এবং বিভাগের সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে, নিছক অর্থনৈতিক মতাদর্শের কাছে এ জিজ্ঞাসার জবাব চাওয়া বাতুলতা ছাড়া আর কি?

ইসলামী আন্দোলন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ বলে আলোচনার ইতি টানতে চাই ইসলামই সেই জীবনাদর্শ যা একদিন দুনিয়ার এ জমিনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আজকের চাইতেও সমস্যাগ্রস্ত এক সমাজের রূপ বদলে দিয়েছিল। অপর পক্ষে অন্যান্য জীবন ব্যবস্থাগুলো মানবজাতির সমস্যার সমাধানে পরীক্ষিতভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং আসুন আমরা সকলে ঐ ইসলামকেই আজ যুগ সমস্যার সমাধান হিসাবে পেশ করি যা

www.pathagar.com

একবার পরীক্ষিত হয়েছিল সফলভাবে। প্রবন্ধের উপসংহারে ইসলামী বিপ্লব কি করে সম্ভব আমি এই প্রশ্নের জবাব দিতে চাই।

❑ ইসলামী আন্দোলন কিভাবে সফল হবেঃ

ইসলামী বিপ্লবের সার্থক রূপকার আরবের উম্মী নবীর প্রদর্শিত পন্থাই ইসলামী ইনকিলাবের সফলতার একমাত্র পথ। মহানবী (সঃ) ইসলামী বিপ্লবের জন্য সর্বাগ্রে যে কাজ করেছিলেন তা ছিল বিপ্লবের আগুনে দগ্ধ ছাহাবীদের একটি জামায়াত গঠন। যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে এ বিপ্লব সংগঠিত করার জন্য ছালেহীনদের এমন একদল মানুষ সৃষ্টি করতে হবে যারা দৃশ্যমান এ দুনিয়ার প্রতি হবে অবিশ্বাসী, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এমন এক জাতের উপর যা ইন্দ্রিয়ের অতীত। চারিপার্শ্বের চলমান ঘটনা প্রবাহ ও কার্যক্রমকে তারা মূল্যায়ন করবে তাদেরই বিশ্বাসের কষ্টি পাথরে। সৃষ্টির যে কিছুই করার ক্ষমতা নেই এ ব্যাপারে তাদের ঈমান হচ্ছে তেমনই; যেমন প্রাণহীন লাশের অক্ষমতার উপর তাদের রয়েছে বিশ্বাস। তারা দৃশ্যমান দুনিয়ার শক্তি নিচয়কে জীবিতদের মধ্যে গণ্য করবে না। এ অনুভূতি সম্পন্ন মানুষগুলোর কাছে আগুন হবে পানির মত। জলভাগ তাদের কাছে স্থলভাগেরই মত। এ ধরনের একজন মুমিনই তামাম দুনিয়ার বিরুদ্ধে একা লড়াই করার জন্য এতটুকু নির্ভয় হবে, যেমন কোটি কোটি লাশের বিরুদ্ধে একজন জিন্দা মানুষ লড়াই করতে বেপরোয়া হতে পারে। তারা ঈমানী শক্তিতে এতটুকু বলিয়ান হবে যে তাদের আদর্শকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করার সামনে পরাশক্তির অস্ত্রাগারে সজ্জিত আণবিক বোমাগুলোকে তারা হিসাব করবে বারুদ বিহীন খেলনার মত। ইসলামকে এ মাটিতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের হৃদয়ে এমন এক অনির্বাণ অনল জ্বলতে থাকবে যে, পৃথিবীর সমস্ত জলরাশি এ আগুন নিভাতে ব্যর্থ হবে। ইসলামী আন্দোলনের এ আগুনকে দুনিয়াময় ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তাদের হৃদয়ে এমন এক জ্বালা অনুভূত হবে, শিকারীর শরাঘাতে আহত মৃগয়া যে যাতনায় ছট্‌ফট্ করে।

মানুষের রচিত মতাদর্শের কারাগারে বন্দী মানবতার আর্তনাদ তাদেরকে এতটুকু পাগল করে দেবে যে নিজ জীবনের আরাম-আয়েশ, পরিবার-পরিজনের দীর্ঘদিনের লালিত আশা এ সব কিছুই বিপ্লবী চেতনার কাছে ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যাবে। যে আলকোরআনকে তারা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, সে আল-কোরআনেরই বাস্তব নমুনা হবে তাদের জীবন। তাদের জীবনে কোন কিছু গ্রহণ অথবা বর্জন করার জন্য শুধু এতটুকুই হবে মানদণ্ড যে, এ ব্যাপারে আল্লাহর কোরআন কি বলেছে, নবীজি (সঃ) কি করেছেন? দুনিয়ার যে সমস্ত নিয়মনীতি ঈমানের মানদণ্ডে উৎরাতে পারে না সেগুলো তারা তেমনিভাবে পরিহার করে, যেমন বহুমূত্র রোগী মিষ্টি জাতীয় বস্তু সযত্নে পরিহার করে। কোন আদর্শকে দুনিয়ায় জীবিত রাখার জন্য জীবিত ব্যক্তিদেরই সে আদর্শের ধারক ও বাহক হতে হয়।

জাহেলিয়াতের প্রচণ্ড সয়লাবের মধ্যে যে গুটিকতক ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের উপর ছাবেত কদমে দাঁড়িয়ে থাকবে তারাই হবে সে স্বল্প সংখ্যক মানুষ। আল্লাহর দ্বীন কায়েমের মহাব্যস্ততায় দিবসের প্রতিটি মুহূর্তে তারা যেমন থাকে ব্যস্ত, তেমনি নিশার অন্ধকারে জাতে পাকের দরবারে তারা থাকে সিজদায় অবনত। শুধু এতটুকুই নয়, দ্বীনের এ সমস্ত

www.pathagar.com

সৈনিকেরা এ পৃথিবী পরিচালনায় দুনিয়াদারদের চাইতেও অধিক যোগ্যতর হবে। কারণ তাদের সামনে রয়েছে এমন এক শাসকের আদর্শ; অর্ধ পৃথিবীর শাসক হয়েও যিনি প্রজাকুলের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য রাত্রি নিশিথে মদীনার গলি পথে ঘুরতেন। তাদের সামনে রয়েছে এমন সেনাপতির জীবন; যে সেনাপতি তাঁর সৈনিক জীবনে কোন দিন পরাজয় বরণ করেননি। তারা ঐ সমস্ত বিপ্লবীদেরকে তাদের জীবনের আদর্শ মনে করে যাদেরকে দ্বীনের পথে চলার অপরাধে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল টগবগ করা তৈলের কড়াইয়ে। জালিমেরা তাদের জীবন্ত দেহকে তরবারীর খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত করেছে, এমনকি তাদের মৃত লাশ থেকে কলিজা ছিঁড়ে বের করেছে। এত নির্যাতনও তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে এক চুল নাড়াতে পারেনি। তারা শহীদ হয়েছিল কিন্তু তাদেরকে পরাভূত করা সম্ভব হয়নি।

মোদ্দা কথা হলো, এ বিপ্লবীদের মন মস্তিষ্ক ভাষা বা আঞ্চলিকতার বিষাক্ত প্রভাব থেকে মুক্ত। এ আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দলের প্রতিটি সৈনিকের কাছে দুনিয়ার সম্পদের লোভ, পদ মর্যাদার মোহ ও রূপের আকর্ষণ এ সবকিছু মুজাহিদের পায়ের বালির চাইতেও কম মূল্য বহন করে।

এ ধরনের একদল মুজাহিদ সৃষ্টি হওয়ার পর বিপ্লবের জন্য আর যে কাজটুকু বাকী থাকে উহার নাম সংঘাত-লড়াই। এ লড়াই মানব জীবনের কোন একটি দিকেই সীমিত থাকবে না। যা হবে এক সর্বাত্মক, সামগ্রিক ও ব্যাপক, যা গ্রাস করে নেবে মানবজীবনের প্রতিটি দিক। যে আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না একজন খোদাদ্রোহীও আর বাকী থাকবেনা আল্লাহর পৃথিবীর সুচাগ্র ভূমিও। আল্লাহর আসনে আসীন সমস্ত মিথ্যা খোদাদের প্রতিষ্ঠিত তখত তাউস যে বিপ্লবের ধাক্কায় গুড়ো হয়ে যাবে। হিসাব করা যাবে না, অংক কষা যাবে না; এ লড়াইয়ের পরিণতি কি হবে? বেপরোয়া হয়ে আঘাত দিতে হবে তাগুতের প্রতিটি দুর্গে। যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত জাহেলিয়াতের চাকচিক্যময় এ সভ্যতাকে তার জনপদ শুদ্ধ ভেঙ্গেচুরে খান-খান করে দিতে হবে। আর ঘোষণা করে দিতে হবে ঃ

جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

"সত্য আজ সমাগত, অসত্য বিতাড়িত; নিশ্চয়ই অসত্যের ধ্বংস অনিবার্য"। (আল কোরআন।)

এ মহাবিপ্লবের দীর্ঘ পথে অনেক জয় ও পরাজয় আসবে। জয়তো বিপ্লবীদের জন্য দায়িত্ব গ্রহণের আবেদন। আর পরাজয় তাদের কাছে আর একবার লড়াই করার শপথ। লড়াইয়ের ময়দানে জয় পরাজয় একসাথে থাকে। তাই পরাজয় আসবে, আবার লড়াই, আবার পরাজয়, আবার লড়াই। জাহেলিয়াতের শেষ অস্তিত্ব বিলয় না হওয়া পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত থাকবে।

قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ـ

"তোমরা লড়াই কর ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না ফিৎনা নির্মূল হয়ে যাবে আর দ্বীন শুধু আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত হবে।" (আল্ কোরআন)

www.pathagar.com